# নন্দিনী।

গার্হস্থ উপন্যাস।

শ্রীউপেন্দ্র কৃষ্ণ পালিত।

প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীবন বিহারী নাথ।
৯।১ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

# ক্রটীস্বীকার।

এই গ্রন্থে যে সকল ভুল হইয়া পড়িয়াছে, পাঠক পাঠিকাগণ নিজগুনে সংশোধন করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি সাধ্যমত যাহা পারিয়াছি তাহা নীয়ে প্রদত্ত হইল :——

৪৩ পাতায় ২০ লাইনে "পড়িয়া" স্থলে "পরিয়া" হইবে।
৬৮ পাতায় ২২ লাইনে "অবার" স্থলে "আবার" হইবে।
৭০ পাতায় ১২ লাইনে "গোড়ায়" কথার পরে ও "আসতে" কথার পূর্ব্বে "সা" হইবে।
৯১ পাতায় ২০ লাইনে "গপ্প" স্থলে "গল্প" হইবে।
৯৪ পাতায় ৮ লাইনে "কোনও" স্থলে "কোন" হইবে।
১২০ পাতায় ২০ লাইনে "গর্জন" স্থলে "গর্জ্জন" হইবে।
১৩৮ পাতায় ৫ লাইনে "ষাবেই" স্থলে "যাবেই" হইবে।
১৬০ পাতায় ২৬ লাইনের পর নীচের লিখিত কথাগুলি হইবে:—
"সে আমাকে দেখে কোন কথা না বলে ওপরে চলে গেল।"
"ওর শ্বশুর কি বল্লে ?"
"তিনি বল্লেন, আমি বাড়ীর কোন খবর রাখি না,
২০২ পাতায় ২ লাইনে "যে" কথাটি হইবে না।
২৭২ পাতায় ২ লাইনে "অতিশর" স্থলে "অতিশয়" হইবে।
২৭৭ পাতায় ২ লাইনে "নাড়" স্থলে "নাড়ী" হইবে।

গ্রন্থকার।

গৌরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।
৮২, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

## উৎসর্গ—

আমার প্রবাসের ভগ্নী শ্রীমতী অরুবালা মিত্রের হস্তে অর্পন করিলাম।

লেখক।

# নিবেদন।

সত্য ঘটনার কিয়দংশ এবং কল্পনার আশ্রয় লইয়া, বহুদিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম, মুদ্রিত করিবার সময়, শ্যামপুকুর স্পোর্টিং এসোসিয়েসানের সভ্যগণ উক্ত গ্রন্থ অভিনয় করিবার মানসে আমাকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন, তাঁহাদের অনুরোধে আমি এই গ্রন্থ নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া দিই। সন ১৩৩৭ সাল ৯ই মাঘ, উক্ত এসোসিয়েসনের সভ্যগণ তাঁহাদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, বিখ্যাত অভিনেতা শ্রদ্ধাষ্পদ—শ্রীযুক্ত বাবু চুনি লাল দেব এবং শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব মহাশয়দ্বয়ের শিক্ষকতায়, ৩এ নং নবকুমার রাহা লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নিরোদ চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে সফলতার সহিত ইহা অভিনয় করেন। সভ্যগণের মধ্যে কে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম নীচে প্রদত্ত হইল।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মোক্ষদা চরণ মিত্র | ... | ... | শ্রীযুক্ত বাবু | বাদল ব্যানার্জ্জি। |
| বসন্ত কুমার মিত্র | ... | ... | „ | মোহন লাল দে। |
| হেমন্ত কুমার মিত্র | ... | .. | „ | বলাই কৃষ্ট মিত্র। |
| নবকৃষ্ণ নাগ | ... | ... | „ | কানাই লাল দে। |
| হৃদয় কুমার বসু | ... | .... | „ | সুধীরচন্দ্র বসু। |
| অন্ধ ভিখারী | ... | ... | „ | ঐ |
| কবিরাজ | ... | ... | „ | শচিন্দ্রমোহন সেন |
| প্রফুল্ল বসু | ... | ... | „ | নিরঞ্জন মল্লিক। |

পুলিস কর্ম্মচারী ... ... শ্রীযুক্ত বাবু নিরঞ্জন মল্লিক।
কালি কুমার মিত্র ... ... ,, যুগলকিশোর রায়।
হরেণ বাবু ... ... ,, ঐ
মোসাহেব ... ... ,, নকুলেশ্বর ঘোষ।
বিন্দু ... ... ,, অজয় সিংহ।
বোসজা ... ... ,, ঐ
ভট্টাচার্য্য ... ... ,, বিষ্ণুপদ মিত্র।
ওস্তাদজী ... ... ,, ঐ
চাটুর্য্যে . ... ,, মাণিক লাল রায় চৌধুরী।
রামা ... ... ,, ঐ
বিশুয়া ... ... ,, ঐ
এক্কাওলা ... ... ,, ঐ
বেগারী ... ... ,, সুনীল রায়।
মিত্রজা ... ... ,, শৈলেন চ্যাটার্জ্জি।
রাম পট্‌কা ( স্নানযাত্রি ) ... ,, সন্তোষ কুমার ঘোষ।
বালকগণ ... ... { তারক দে, সন্তোষ বসু। সুনীল বসু ও সুভাষ বসু।
বৃদ্ধ ... ... ,, শচীন্দ্রমোহন সেন।
দুর্বৃত্তগণ ... ... ,, সুধীরচন্দ্র বসু ও নিরঞ্জন মল্লিক।
মাতঙ্গিনী ... ... ,, গোপাল চন্দ্র পাল।
পদ্মাবতী ... ... ,, গিরীন্দ্র নাথ বসু।
সরস্বতী ... ... ,, বলাই লাল দে।
বিন্দুবাসিনী ... ... ,, প্রভাত কুমার সেন।

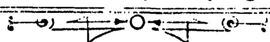
| | | | |
|---|---|---|---|
| কাদম্বিনী | ... | ... | শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণু দ মিত্র। |
| গদার মা | ... | ... | ,, সুধাং |
| বামুন দিদি | | ... | ,, লক্ষ্মী গামায় |
| বৃদ্ধা | | .. | ,, জ্যো সরকার। |
| তুলসী ভিখারিণী | .. | ... | ,, |
| ডালিম | ... | ... | ,, কম কৃষ্ণ মজুমদার। |

উক্ত এসোসিয়েসানের উপরোধ রক্ষার্থে গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িল। মুদ্রিত করিবার সময়, আম স্নেহাস্পদ শ্রীমান নকুলেশ্বর ঘোষ বিলক্ষণ প শ্র করিয়াছে তাহার জ গাবার্তার নিক আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

১ নবকুমার রাহা লেন
শ্যামপুকুর
কলিকাতা ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

লেখক—

# নন্দিনী।



১

"হ্যাগা, তুমি কি ছেলের বে' দেবে না? বয়সতো হচ্ছে। ছেলের জেদ্ রেখে, মেয়েটারও শ্বশুর বাড়ীর পথ বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেল। বছর ফিরতে গেল কোন খবর নিলে না, তারা নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে আর ঘর কোরলে না। আজ আমি তোমায় শেষ বল্‌ছি, শিগ্‌গির ছেলের বে' দাও। আজকাল দেখ্‌ছি তুমি আমার কোন কথাই গ্রাহ্য কর না।"

"গিন্নি তোমার সব কথা মানলুন, কিন্তু ঐ কথাটী মান্‌তে রাজী নই যে, তোমার কোন কথা শুনি না। তোমার বাবা যেই তোমার নামে বাড়ীখানা বেনামা কর্‌লেন, তোমার ভাইকে ফাঁকি দেবার জন্যে, তোমারি কথা শুনে তাঁকে বিষ খাইয়ে মার্‌লুম, অথচ তাঁর অন্ন খেয়ে, তাঁরই সেই বাড়ীর পয়সায় আজ আমি একজন বড় কণ্ট্রাক্টার। আমি কে, তুমিই তো সব। তোমার ওপর আজ পর্য্যন্ত কোন কথা বল্‌তে পেরেছি, না সাহস করি। তোমার হুকুম ভিন্ন আমি কোন কাজ করি? ছেলের বে' বল্‌ছ—আচ্ছা, আজ থেকে এক

মাসের মধ্যে যদি ছেলের বে' না দিতে পারি, তাহলে তুমি আমায় সে দিনকার মত শাসন ক'রো। ছেলের বে'র জন্যে কত লোকত বল্‌ছে। কি জান গিন্নি? একটু বেশীরকম দাঁও মারবার জন্যে দেরী কর্‌ছি।"

"সে কথা ভুলে যাও, লোকে তোমার ছেলেকে, মেয়ে দেয় কি না দেখ, আবার দাঁও।"

"কেন ছেলে কি আমার মন্দ? সে বাড়ী থেকে বেরোয় না, কারুর সঙ্গে মেশেও না।"

"সেই জন্যেই তো, পাঁচ জনে কত কি বলে বেড়ায়।"

"দূর পাগ্‌লী। সে বরং আগের অবস্থা হ'লে হ'ত, মা যখন পুরুত বাড়ী থেকে ভিজে আলোচাল এনে ফ্যানে ভাতে খাওয়াতো? ভাগ্যিস্ তোমার মত রত্ন পেয়ে ঘরজামাই হয়েছিলুম; তবে তো তোমার বাবার অনুগ্রহে আজ একজন বড়লোক হয়েছি, এখন কি আমাদের বিপক্ষে কারুর কিছু বল্‌তে সাহস হবে?"

"কিন্তু দাদাকে পথে বসিয়ে বেশ ধর্ম্মটা রাখলে যাহোক্?"

"বিষয়, গিন্নি বিষয়। তার ওপর তোমার হুকুম। প্রথমেই বলেছি আমি কে, তুমি আমায় যা কর্‌তে বল্‌বে তাই ক'র্‌বো। আমি তোমার হুকুমের চাকর বই ত নয়।"

"তবে আগেকার চেয়ে এখন একটু আস্পর্দ্ধা হয়েছে দেখছি। তা না হ'লে আজ আমার মুখের ওপর এত কথা কইতে সাহস পার্‌ছ।"

"ঠিক, আজ তোমার সঙ্গে একটু বেশী কথা কয়ে ফেলেছি বটে। তার জন্যে ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা ত অনেক্ষণই করেছি, তা না হলে এতক্ষণ চুপ করে থাকি। আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই নি। আমার হুকুম, কাল থেকে ছেলের বে'র চেষ্টা কর।"

"আর তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না। আমি সব কাজ, এমন কি খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করেও ছেলের বে'র চেষ্টা কর্‌বো।"

---

২

বর্ষাকাল, ভয়ানক মেঘের গড়গড়ানির মধ্যে ঠিক দুপুর বেলা একটী দ্বিতল ঘরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পূর্ব্বোক্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ঘরটী খুব সুসজ্জিত বলা যায় না, তবে নূতন বড়লোক হইলে যেমন হওয়া উচিত, সেই প্রকার।

রমণী, মোক্ষদাবাবুর লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ স্ত্রী, কিন্তু ব্যবহারে পাঠশালের গুরুমহাশয়।

মোক্ষদা চরণ মিত্র উপস্থিত কলিকাতা ফড়িয়াপুকুরে বাস্ করেন। গডাচর চণ্ডের মত পিতার নাম বলিলে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারেন না। তিনি তাঁহার স্ত্রীর ও শ্যালকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার পিতা অতিশয় গরীব লোক ছিলেন, লালবাজারের পথে লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিনগুজরান করিতেন; সংসারে স্ত্রী আর ঐ একটীমাত্র পুত্র মোক্ষদা চরণ। অতি কষ্টে কোনপ্রকারে পুত্রটীকে আই, এস্, সি, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। শোভাবাজারনিবাসী হরি ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের মাসখানেক পর হইতেই মোক্ষদা চরণ শ্বশুরবাটী আশ্রয় লইলেন। পিতা সেই মনস্তাপে কিছু দিনের মধ্যেই এ জগতের খেলা শেষ করেন। মাতা নিরুপায় হইয়া পুত্রকে অনেক চিঠিপত্র লিখিয়াও, গুদামভাড়া দূরের কথা, একখানি পত্রেরও উত্তর পাইলেন না। অগত্যা শ্যামবাজারের যতীনবাবুকে ধরিয়া কোন দাতব্য সমিতি হইতে কিছু মাসহারার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমিতি তদন্তে অবগত হইলেন যে, ইহার পুত্র অতিশয় অবস্থাপন্ন

ব্যক্তি। কাজেই তাঁহারা দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে তিনি শিবপুরনিবাসী কোন দুরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতার বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন।

মোক্ষদা চরণ মিত্র এক্ষণে একজন বিখ্যাত বিল্ডিং কন্‌ট্রাক্‌টার। মস্ত ধনীলোক, সংসারে তাঁহার স্ত্রী, দুই পুত্র এবং একটী কন্যা। প্রথম—পুত্র, নাম বসন্ত বা বসি বড়লোকের ছেলে স্কুলে বরাবর মাহিনা দিয়া এবং অতিরিক্ত খরচ করিয়া ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বয়স বাইশ বৎসর; অতিশয় অহঙ্কারী এবং ভদ্রতার ধার ধারে না। মধ্যম—কন্যা, নাম পদ্মাবতী; কিন্তু পদী বলিয়াও ডাকা হয়। ঠন্‌ঠনে নাগেদের বাটীতে বিবাহ হইয়াছে। বসন্তের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। কনিষ্ঠ—পুত্র, নাম হেমন্ত কিম্বা হিমু, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে; বয়স ষোল বৎসর। ইহা ব্যতীত, রাঁধুনী, ঝি, রামা চাকর, কোচম্যান, সহিস, সোকার ইত্যাদি। কর্ত্তা, গিন্নি ব্যতীত সকলেই রাঁধুনীকে বামুনদিদি বলিয়া সম্বোধন করে। সুতরাং আমরাও বামুনদিদি বলিব। সংসারে কোন বিষয়ে মোক্ষদাবাবুর কথা কহিবার অধিকার নাই। তাঁহার স্ত্রী মাতঙ্গিনী সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। মোক্ষদাবাবুর স্ত্রীর প্রকৃত নাম মাতঙ্গিনী, কিন্তু কেহ বলেন মদমত্ত মাতঙ্গিনী, কেহ বলেন মাতি, আবার কেহ বা বলিয়া থাকেন জমাদারণী। পাঠক পাঠিকা, তাঁহাকে যে যাহাই বলুন আমরা কিন্তু মিত্র গিন্নি বলিয়া সম্বোধন করিব। ইহাদের সংসারে ঝি চাকরদিগেরও যাহা স্বাধীনতা আছে মোক্ষদাবাবুর তাহাও নাই, কিন্তু ইহার জন্য তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন; বরং নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করেন। প্রতিবাসী অনেকেই বলেন, মোক্ষদাবাবু নাকি মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকট প্রহার খাইয়া থাকেন।

কিন্তু স্বামী স্ত্রীতে এক বিষয়ে অতিশয় ঐক্যতা আছে, সেইটী কৃপণতা। কথায় বলে—"এক পয়সার মা, বাপ, কিন্তু ইহারা এক আধলার অতি বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী। ইহাদের একটী পয়সা বাজে খরচ হইবার যো নাই। শুনিয়াছি, মোক্ষদাবাবু একদিন টালার পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে জলের ট্যাঙ্কে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উহা নাকি ফাঁসিয়া গিয়াছিল; ফলে সমস্ত কলিকাতা সহরে এমন জলকষ্ট হইয়াছিল যাহাতে রাত্র বারোটা পর্য্যন্ত মা গঙ্গাও অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

---

৩

"হ্যাঁরে সত্যি কি তুই বৌমাকে নিয়ে আস্‌বিনি? প্রায় এক বছর হ'ল আন্‌তে গেস্‌লি, তখন শরীর খারাপ ছিল ব'লে কি এখনও আছে?"

"না মা তাকে আন্‌বার কথা বলো না।"

"কেন বল্‌বো না, সে আমার ঘরের লক্ষ্মী, তাকে আন্‌বার কথা বল্‌বো না?"

"সে তোমার ঘরের অলক্ষ্মী, তাকে লক্ষ্মী বলে, মা লক্ষ্মীকে অমান্য ক'র না মা।"

"আচ্ছা, কেন বল্‌তো, তুই বৌমার কথায় জ্ব'লে যাস্‌? এর ভেতর নিশ্চয়ই কিছু আছে। আজ তোকে বল্‌তেই হবে।"

"বলা মানে—তোমায় দুঃখ্যু দেওয়া।"

"না বল্‌লে, আমি যে বেশী দুঃখ্যু পা'ব, সেটা ভাবছিস্‌ নি।"

"বল্‌লে—না বলার দুঃখ্যু চেয়ে হয়ত বেশী দুঃখ্যু পাবে।"

"আর না বল্‌লে, কি কষ্ট হবে তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন্‌। প্রথম, কি ব্যাপারটা শোনালিনি, পরে তোকে আমি বলতে বল্‌ছি, তাও আমার কথা না শুনে অবাধ্য হচ্ছিস্‌—যা কখনও হস্‌ নি।"

"এইবার মা আমি হারমান্‌লুম। তোমার অবাধ্য যে দিন হ'ব মা, তার আগে যেন আমার মরণ হয়।"

"বালাই, বালাই, ষাট্‌, ষাট্‌, হতভাগা ছেলের কথার ছিরি দে'খ। তাহ'লে তুই আমার ছেলে নোস্‌, শত্তুর। আমাকে গঙ্গায় না দিয়ে তুই ঐ অলুক্ষণে কথা বলিস্‌?"

"আচ্ছা মা, আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর মরণের কথা বল্‌ব না। তবে, তুমি যখন মরে যাবে তখন আমিও যেন তোমার কোলের ভেতর মরে থাকি। তুমি মর্‌লে আমার আর কে থাক্‌বে মা? কেমন, এই কথাই রইল তো?"

"কেন রে আবাগে, তোর ভাবনা কি? বউমা থাক্‌বে, শ্বশুর শাশুড়ী সব থাক্‌বে, তারা যত্ন আত্মি করবে। তোর কিসের দুঃখ্য?"

"মা, তুমি যদি আবার শ্বশুরবাড়ীর কথা বল্‌বে তাহ'লে আমিও মরার কথা বল্‌বো।"

"আচ্ছা, আর শ্বশুরবাড়ীর কথা বল্‌বো না, এখন আসল ব্যাপারটা কি বল্‌দিকি নি?"

"বল্‌ছি। তোমরা যখন আমার বে' দিলে, বাবা মনে কর্‌লেন, ফড়েপুকুরের মোক্ষদা মিত্তির একজন বড় কণ্ট্রাক্‌টার। পয়সাও যথেষ্ট করেছে, মস্ত বড়লোক, এমন শ্বশুর হ'লে আমার বি, এ, পাশ করা ছেলের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। প্রথম ভুল মা, বড়লোক কা'কে বলে তা আমরা ভেবে দেখি না। আমার কলেজের একজন প্রফেসর বল্‌তেন,—'যাঁর হৃদয়ে দয়া মায়া আছে, পরের দুঃখে যাঁরা কাতর, নিজের কষ্ট হলেও পরের দুঃখ্যু ঘোচাতে চেষ্টা করেন তাঁরাই প্রকৃত বড়লোক।' কিন্তু আমরা ভুল করে, ধনী লোকদের বড়লোক বলি; যাঁদের ভেতোর পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই অধার্ম্মিক, নীচ, জোচ্চর, অহঙ্কারী ও অত্যাচারী। যাক্‌, তোমাদের সেই বড়লোক কুটুম্বের কথা বলি শোন। আমার বে'র আগে শ্বশুরমশাই আমাদের বাড়ীর মাটি উঠিয়ে দিতেন, তারপর বাবার অসুখের সময় একবার উঁকিও মারেন নি, বাবার স্বর্গলাভ হবার পর একদিনের জন্যও দেখা সাক্ষাৎ করেন নি। শ্রাদ্ধের

সময় তোমার ঘরের লক্ষ্মীকে আনতে পাঠিয়েছিলে, কি বলে ছিল মনে আছে মা? সে দিন যে আনতে পাঠালে, তাতে যদিও শ্বশুর শাশুড়ীর মত হলো, কিন্তু বড় শালার মত হলো না। মা বাপ থাকতে ছেলের মত না হলে পাঠানো হবে না এই বা কি! তারপর আমি জামাই গেছি, আদর যত্ন চুলোয় যাক্, দু'কথা যা শুনিয়ে ছিল, তা মনে হ'লে মা, রাগে আর অপমানে বুক ফেটে যায়; তার ওপর আমায় বাইরের ঘরে শুতে দিয়েছিল।

"বটে, তুই সেই রাত্রে চলে' এলি নি কেন?"

"তা কি চেষ্টা করি নি। সদর দরজা ভেতোর থেকে চাবি দেওয়া ছিল, তখন বুঝতে পারলুম, আমাকে ইচ্ছে করেই অপমান করা হচ্ছে।"

"একথা আমায় বলিস্‌নিত। কেবল বলেছিলি বউমার শরীর ভাল নয় বলে পাঠালে না। শ্বশুর শাশুড়ী বলে, দোষটা চেপে রেখেছিলি বুঝি?"

"তুমি যদি একথা বল তা হলে কার মুখ চেয়ে থাকব মা? তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি তুমি মনে কষ্ট পাবে বলে বলি নি।"

মাতৃভক্ত পুত্রের কথায় মার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, কাল তুই ফের্ বৌমাকে আনতে যা।"

"তোমার পায়ে পড়ি মা, তাদের বাড়ী যাবার কথা বলো না।"

"বেশ, তাহলে গদার মাকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি, যদি না পাঠায় আবার তোর বে' দোব; কালকের বড়লোক, এত তেজ!"

এই বাটীর ঝিকে গদার মা বলিয়া ডাকিত।



৪

আজ রবিবার। কাছারি, আফিস, স্কুল, কলেজ সব বন্ধ, কাজেই আজ সকলের একটু আরামের দিন, সংসারের যত জমা কাজ কর্ম্ম সুবিধা মত রবিবারেই হইয়া থাকে। গৃহস্থ লোকেরা আজ একটু বেশী রকম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভাল মন্দ আহার, ছেলে মেয়েদের আদর আব্দার শোনা, স্ত্রীর সহিত একটু বেশী রকম গল্প গুজব করা, তবে সকলেরই পক্ষে এখন স্ত্রী নয় বটে। অনেক পাঠক পাঠিকা আমার উপর রাগ করিতে পারেন, কারণ সকলের পক্ষে স্ত্রী বলাটা আমার মোটেই ভাল হয় নাই। কেন না, যাঁহার আজ বিবাহ তাঁহার পক্ষে—ক'নে বলা উচিত। তারপর দ্বিতীয় পর্ব্বে—ওয়াইফ্ (wife), তৃতীয় পর্ব্বে—স্ত্রী, চতুর্থ পর্ব্বে—ওগো, হ্যাঁগো এবং পঞ্চম পর্ব্বে—গিন্নি; সুতরাং আমি কেবল 'স্ত্রীর সহিত' বলিয়া ভাল করি নাই, আপনারা ইহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিতে ভুলিবেন না।

তারপর যুবকদের গান, বাজনা, তাস ও দাবা খেলা; কিন্তু আজকাল অধিকাংশ যুবকবাবুরা তাসের দেশী খেলা ঘৃণায় ত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয়, বাবুদের স্বদেশী অনুরাগ বেশী হইয়াছে বলিয়া দেশী খেলাটা ভাল লাগে না। যেমন খদ্দরের পোষাক পরিধানে কিন্তু মুখে বিলাতী সিগারেট, বিড়ি খাইলে অপমান বোধ হয়। সেইরূপ দেশী খেলা ছাড়িয়া দিয়া এখন ব্রিজ খেলায় পাগল। আশা করি, আরও কিছুদিন পরে টানেল, ক্যানেল, ডিচ্, নর্দ্দমা প্রভৃতি কত খেলা দেখিতে পাইব, অবশ্য যদি বিলাতী খেলা হয়।

আজ সকালেই মোক্ষদাবাবু বৈঠকখানায় উপস্থিত। তাঁহার বৈঠকখানায় আগমন ধূমকেতুর মত। তিনি যতক্ষণ বাড়ী থাকেন মিত্র গিন্নির অঞ্চলের নিকট অর্থাৎ অন্দরেই থাকেন বড় একটা বাহিরে থাকেন না। সেই কারণে প্রতিবেশীদের কেহ কেহ মোক্ষদাবাবুর বাটী 'কামাখ্যা ধাম' বলিয়া থাকেন। এ বাটী তিনি নিজের উপার্জ্জনেই করিয়াছিলেন। বাড়ীটি মন্দ নয় নীচে দুই ধারে দুইটি বৈঠকখানা, ভিতরে একটি উঠান এবং তাহারই পাশে একটু চালা আছে তাহাতে গরু থাকে। দ্বিতলে চারিখানি ঘর ও ত্রিতলে দুই ধারে ছোট ছোট কুটুরী ঘর আছে। একটি ঠাকুর ঘরের জন্যেই করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর থাকার খরচ লাগে সেই জন্যই ঠাকুরটি গিন্নির পৈত্রিক পুরোহিতের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আজকালের বড়লোক, লাইট, ফ্যান ও মটর নিশ্চয়ই আছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু তিনি যখন বাড়ী করিয়াছিলেন তখন ভাবেন নাই যে, ভবিষ্যতে তাঁহাকে মটর রাখিতে হইবে। মনে করিয়াছিলেন, ঘোড়ার গাড়ীতেই তাঁহার পরিবারের কাজ চলিয়া যাইবে। আজকাল চাল বজায় রাখিতে গাড়ী, ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ও কোচম্যান, সহিসকে বিদায় দিয়া মটর কিনিতে হইয়াছে। কিন্তু বাড়ীটি পূর্ব্বেকার প্ল্যানে তৈয়ারী, ভিতরে মটর রাখিবার উপায় নাই। গ্যারেজে রাখিলে ভাড়ার প্রয়োজন সুতরাং রাজপথেই রাখা হয়।

ভৃত্যদের উপর তাঁহার আদেশ ছিল যে, 'যদি কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাঁহাকে সংবাদ না দিয়া বাড়ী আছেন কি না বলিবে না।' এ হেন লোক আজ স্বয়ং বৈঠকখানায় আসিয়া চাকরদিগকে হুকুম করিলেন,—"যদি কোন লোক আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে এখানে নিয়ে আসবি।"

ইতিমধ্যে রামা চাকর গদার মাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। বাবু গদার মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ঘটকালি কর ?"

গদার মা কহিল, "আজ্ঞে না আমি ঠন্‌ঠনে নাগেদের বাড়ী থেকে আস্‌ছি। আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।"

"ওঃ বুঝেছি" বলিয়া রামার প্রতি আদেশ করিলেন, "ওকে অন্দরে নিয়ে যা।"

গদার মা বলিল, "চিঠিখানা আপনার নামে।"

মোক্ষদা বাবু বলিলেন, "তা হোক্ বাড়ীর ভেতর দাও গে।"

গদার মা জানিত না যে, পত্র নিজের নামে হইলেও অগ্রে তাঁহার পড়িবার অধিকার নাই।

অন্দরে মিত্র গিন্নি তখন বামুনদিদিকে কি কি রন্ধন করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেছিলেন এমন সময় গদার মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "এই যে গিন্নী মা! আপনাদের সব খবর ভাল ত ?"

মিত্র গিন্নি কহিলেন, "কে গা তুমি ? ওঃ, হ্যাঁ, তুমি গদার মা; পদির শ্বশুর বাড়ী থেকে আস্‌ছ, না ?"

"হ্যাঁ মা, এই তোমাদের, আপনাদের বাড়ী অনেকবার এসেছি। চিন্তে পার্‌ছ না।"

"তা আর পারি নি বাছা, তবে অনেক দিন আসনি কি না, তাই প্রথমটা বুঝতে পারি নি। কি খবর ? বাড়ীর সব ভাল আছে তো ?"

"হ্যাঁ মা। আপনাদের ?"

"আমাদের বাছা চলে যাচ্ছে এক রকম, তবে পদির শরীর বড় খারাপ, কেমন অরুচি মতন, কিছু খেতে পারে না, যা খায় তুলে ফেলে,

রাতদিন শুয়েই আছে। ডাক্তারেরা বলেছে না কি অম্বল, অনেকদিন ওষুধ খেতে হবে।"

"ওমা! কি হবে, ছেলে মানুষ এর মধ্যে শরীর খারাপ হ'ল ?"

গদার মা মনে করিতে লাগিল, দাদাবাবু বোধ হয় লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। প্রকাশ্যে কহিল, "বৌদি কোথায় মা ?"

"ওপরে আছে। কি খবর শুনি ?"

"খবর আমাদের গিন্নি মা মুখে কিছু বলে দেন নি, শুধু বলেছেন—বৌদিদিকে নিয়ে যেতে ; আর এই চিঠি, এতে বোধ হয় সব লেখা আছে।"

"কৈ চিঠি, দেখি।"

"এই যে" বলিয়া গদার মা পত্রখানি মিত্র গিন্নির হস্তে দিল। এমন সময় রামা আসিয়া মিত্র গিন্নিকে বলিল, "গিন্নি মা কত্তা বাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন। যাবেন কি না আপনাকে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠালেন।"

মিত্র গিন্নি কুটুম বাড়ীর ঝির সম্মুখে কিছু না বলিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "একটু কাজ ছিল ; আচ্ছা, আগে বাইরের কাজ সেরে আসুন।"

রামা চলিয়া গেল। মিত্র গিন্নি পত্রখানার শিরোনামা দেখিয়া গদার মাকে কহিলেন, "এ যে কত্তার নামে, বাইরে তাঁকে দাও নি কেন বাছা ?"

"দিতে গেছ্‌লুম, তিনি আপনাকে দিতে বল্লেন।"

মিত্র গিন্নি একটু গৌরবের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তাঁর চিঠি আমি প'ড়ব ?"

গদার মা মনে মনে বলিতে লাগিল আর ন্যাকামোয় কাজ নেই এবং প্রকাশ্যে বলিল, "আপনি পড়বেন বলেইত তিনি আমাকে অন্দরে পাঠালেন। তাতে আর কি হয়েছে?"

গদার মা এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই, মিত্র গিন্নি পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। এদিকে গদার মা রান্নাঘরের নিকট আসিয়া বামুন দিদির সহিত কথা কহিতে লাগিল।

পত্রে লেখা ছিল :—

প্রিয় বেহাই মহাশয়—

সে অনেকদিনের কথা, তখন আপনার এমন সুদিন ছিল না যখন ঠন্‌ঠনে আমাদের পূজনীয় ৺কর্ত্তাবাবুর অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য সপ্তাহে অন্ততঃ দশবার আসিতেন, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ নবকৃষ্ণ নাগের সহিত আপনার কন্যার বিবাহের জন্য। কিন্তু আপনার কার্য্য নির্ব্বাহের পর দশ সপ্তাহেও এখন একবারও আসেন না।

আপনার কন্যা, বিবাহের পর ক'নে হিসাবে যা আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। পরে এখানে পাঠাবার জন্য আপনাকে দু'তিনবার অনুরোধ করা হয়। তাহাতে আপনারা অমত করেছিলেন। এমন কি, আমাদের কর্ত্তামহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর বৌমাকে আন্‌তে পাঠালে, বলেছিলেন, "আমাদের মেয়ের বেলায় খেলে ফিট্ হয়।" তাহা বোধ হয় আপনাদের মনে আছে। শেষে, বৌমাকে আন্‌তে আমার পুত্র বা আপনার জামাতা শ্রীমান্ নবকৃষ্ণ বাবাজীকে পাঠাই। সে দিন যদিও আপনাদের মত হয়েছিল কিন্তু আপনার বড় ছেলের মত না হওয়াতে পাঠান নাই। বোনের প্রতি ভায়ের টান, খুব আনন্দের বিষয় তার আর সন্দেহ নাই। আরও শুনিলাম, আমার পুত্রের প্রতি অতিশয়

অভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। আমার মনে হয়, আপনার বড়মানষী চাল কন্যার শ্বশুরবাড়ী বা জামাতার প্রতি দেখান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বলিতে লজ্জা হয় এবং না বলিলেও থাকিতে পারি না, আমার এই বুড়ো বয়সে বাঁ'পায়ের এখনও যা ক্ষমতা আছে; আশা করি, তাহাতে অনেক অভদ্র, অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করিতে পারি।

কই, আমাদেরত মনে পড়ে না, আপনার কন্যার বিবাহের সময় কোন এগ্রিমেণ্ট করেছিলেন যে, আমাদের ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইবে মাত্র কিন্তু মেয়ে আপনাদের বাড়ীতে বরাবর থাকিবে। দশে ধর্ম্মে বলিয়া থাকেন, 'কন্যা দান করিলে আর অধিকার থাকে না।' তাহাতে আবার নারায়ণ সাক্ষাতে, অবশ্য আপনি এখন বড়লোক, নারায়ণ না মানিতে পারেন। কিন্তু নারায়ণের আর একটী নাম আছে 'দর্পহারী' তা যেন মনে থাকে।

শুনেছিলুম, আপনি মাটীর মানুষ, তবে যে মাটীতে বাঁদর গড়ে, এখন দেখছি সেই মাটী। বড় আপশোষ এই যে, আপনি ঘরজামাই থেকে মাটীর মানুষ হয়েছেন, এ কথা পূর্ব্বে জানিলে আপনার ঘরের মেয়ে আনিতে একটু বিবেচনা করিতাম। আমাদের কর্ত্তাবাবু ভালমানুষ ছিলেন, তাই আপনার ঘন ঘন কাতর মিনতিতে এবং মেয়েটী সুন্দরী দেখে তাড়াতাড়ি এই ঝকমারী হয়ে গেছে। এখন কর্ম্মফল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকিতে হইবে। যাহা হউক, এখন পত্র পাঠমাত্র গদার মার সঙ্গে, আমার বধূমাতাকে বা আপনার কন্যাকে বিনা ওজর আপত্তিতে পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন—এই আমার শেষ অনুরোধ। যদি না পাঠান, তাহা হইলে জানবেন, আপনার কন্যার ভবিষ্যত বড়ই অন্ধকার এবং আমার পুত্রের অদৃষ্টে দুই বিবাহ দেখ্‌তে পারছি।

পত্রখানি আপনাকে পাঠালুম, শুনিয়াছি বেহান ঠাকরুণ পূর্ব্বে না পড়িলে, আপনার পড়িবার অধিকার নাই। তথাপি আমার অনুরোধ বেহান ঠাকরুণকে পড়িতে দিবেন।

অধিক আর কি লিখব। যদি অভিরুচি হয় এবং অপমান বোধ না করেন তাহা হইলে একটা নমস্কার লইতে ভুলিবেন না। ইতি—

বশম্বদ—

শ্রীমতী কাদম্বিনী নাগ।

মৃগী রোগ হইবার পূর্ব্বে রোগীর যেমন চোখ কপালে উঠে, হাত পা শক্ত হইয়া যায়, পত্র পড়িয়া রাগে মিত্র গিন্নির অবস্থা সেই প্রকার হইয়া উঠিল। গদার মা ইহা দেখিয়া বামুনদিদিকে বলিল, "হ্যাঁ বামুনদিদি, গিন্নি মা অমন কর্‌ছেন কেন গা? মৃগী আছে বুঝি?"

"না, না মৃগী থাক্‌বে কেন, রেগেছেন। চিঠিতে কি লেখা আছে?"

"তা আমি কি জানি বল? কি হবে দিদি আমাকে কিছু কর্‌বে না কি?"

"তা বলা যায় না। তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও।"

"কোথা যাবো দিদি?"

"গিন্নির কাছে যাও না"

"ও বাবা, বল কি গো!"

এমন সময় মিত্র গিন্নি "গদার—মা—আ—আ" বলিয়া এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাহা শুনিয়া গদার মার মনে হইল, যেন তাহার আত্মা নামের পাখীটা খাঁচার মধ্যে নাই। একে মিত্র গিন্নির ভয়ঙ্কর স্থূল দেহ, তাহার উপর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং স্নানে যাইবার সময় বলিয়া মাথার সমুদয় কেশ মুক্ত ছিল। এই মূর্ত্তির উপর ঐ প্রকার ডাক শুনিয়া গদার মা

তো কোন ছার, গদার বাপ হইলেও যে, ভীত না হইত এমন তো বোধ হয় না।

মিত্র গিন্নি গদার মার আরও নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "তোমার গিন্নি মাকে ব'লো—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই গদার মা ভীতি-জড়িত-স্বরে বলিল, "আজ্ঞে ব'ল্‌বো।"

"কি ব'ল্‌বে ?"

"এই আপনি যা বলতে ব'ল্‌বেন।"

"হাঁ, ব'ল্‌বে তার বড় তেজ হয়েছে—"

"তা'র বড় তেজ হয়েছে।"

মিত্র গিন্নি একটু ধমক দিয়া কহিলেন, "আগে শোন আমি কি বলি।"

"আজ্ঞে—হাঁ, আগে শুনি।"

"হাঁ—শোন। তোমাদের গিন্নি যে রকম চিঠি লিখেছে, তা প'ড়ে রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে' যাচ্ছে।"

"আজ্ঞে—সে ত দেখতেই পাচ্ছি।"

"এসময় যদি তোমাদের গিন্নিকে সাম্‌নে পাই ত, ঝাঁ্যাটিয়ে বিষ ঝেড়ে দি'।"

"তা তো দোবার কথাই মা—বিশেষ যখন চিঠি লিখেছেন। আচ্ছা মা, আপনিও চিঠিতে ঝাঁ্যাটা পাঠিয়ে দিন্ না।"

"সে ছোটলোক মাগীকে আবার চিঠি লিখবো কি ? তুমি ব'লো—আমি যখন মেয়েকে পেটে ধরেচি, তখন খাওয়াতে পরাতেও পার্‌বো।"

"খাওয়া পরা কি ব'ল্‌ছেন মা, আপনাদের মেয়েকে তো সবই দিতে

পারেন। কর্ত্তা বেঁচে থাক, ছেলেরা বেঁচে থাক। আপনাদের মেয়ের ভাবনা কি ?"

মিত্র গিন্নি ভ্রুকুটির সহিত গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "হু, আবার তেজ দেখিয়েছে—ছেলের বিয়ে দেবে ; দিক্ না বে', তা আবার ভয় দেখাচ্ছে কি ? বেশী কথা বল্‌তে কি গদার মা, আমার ইচ্ছে কর্‌ছে তোমাকেই ঘা কতক ঝাঁটা বসিয়ে দিই।"

গদার মা ভয়ে শিহরিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, "ও বাবা, এ আবার কি কথা গো! আমি যে মানুষ, উলুখাঁকড়া নই তো মা। আর আমায় মার্‌লে, আমাদের গিন্নির গায়ে তো লাগ্‌বে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন মা—আপনি দে'য়ালেতে ঝাঁটা মারুন, সবদিক বজায় থাক্‌বে ; আমারও লাগ্‌বে না, আপনারও রাগ মিট্‌বে।"

"তোমাদের সেই মাগীকে ব'লো—এখন আমি মেয়ে কিছুতেই পাঠাব না ; তবে তার এ রকম চিঠি লেখার দরুণ, সে আর তার ছেলে যদি আমার বাড়ীতে এসে, নাকে খত দিয়ে মাপ চেয়ে যায় তাহ'লে ভেবে দেখবো, মেয়ে পাঠাব কি না। কেমন ব'ল্‌বে ত ?"

"আপনি যখন ব'লতে ব'ল্‌ছেন, তখন ব'ল্‌ব না কেন—নিশ্চয়ই ব'ল্‌বো।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তুমি আজকের মত যেতে পার।"

মিত্র গিন্নিকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে কথা কহিতে দেখিয়া গদার মা বলিল, "একবার বৌদির সঙ্গে দেখা হবে না ?"

"না—না, তার শরীর খারাপ—সে শয্যাগত, তাতো তোমায় আগেই বলেছি।"

"আজ্ঞে—কৈ! শয্যাগত'র কথা ত বলেন নি?"

"যাও—যাও, তোমার আর বাক্‌চাতুরী কর্‌তে হবে না। তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে' যাও।"

গদার মা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'যদি আর কথা কই তাহ'লে হয় ত দে'য়ালের ঝাঁটা আমার ওপর প'ড়তে পারে, আর কথায় কাজ নেই; তার চেয়ে মানে মানে সরে পড়াই ভাল।' প্রকাশ্যে কহিল—"তাহ'লে আসি মা।"

"হ্যাঁ—যাও।" গদার মা কয়েকপদ অগ্রসর হইলে মিত্র গিন্নি পুনরায় কহিলেন, "আমার সমস্ত কথাগুলো তোমাদের গিন্নিকে যেন বলা হয়।"

গদার মা সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল। মিত্র গিন্নি রাগের মাথায় বামুনদিদিকে মাছের ঝোলে নিমপাতা দিতে বলিয়া স্নানে যাইলেন। স্নানান্তে যখন তিনি রান্নাঘরের নিকট দিয়া ফিরিতেছিলেন, তখন বামুনদিদি মাছের ঝোলে নিমপাতার কথাটা সংশোধন করিয়া লইলেন।

মিত্র গিন্নি সিঁড়িতে উঠিতে, উঠিতে পুনরায় ফিরিয়া বামুন দিদিকে কহিলেন—"পদীর শ্বশুরবাড়ীর লোক কি চলে' গেছে—না ওপরে গেছে?"

"না—ওপরে যায় নি, চলে' গেছে।"

এই কথা শুনিয়া মিত্র গিন্নি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন, "বামুন মেয়ে, কাজটা বোধ হয় ভাল করলুম না। এক বছর পরে তারা নিতে এ'ল—পাঠালেই হ'ত।"

"তার জন্যে আর কি? পাঠালেই হবে।"

"যেচে? পোড়াকপাল, সে আমার কুষ্টিতে লেখে নি। হ'লেই বা মেয়ে, তা ব'লে তাদের কাছে নীচু হ'তে পারব না—এতে আমার মেয়ের কপালে যা হয় হবে।"

এই বলিয়া মিত্র গিন্নি ভাবিতে ভাবিতে উপরে চলিয়া গেলেন।

---

৫

উপন্যাস লিখিতে হইলে, একটু আধটু স্বভাবের বর্ণনা দিতে হয়; তাহা না হইলে উপন্যাসের অপমাননা করা হয়। এ উপন্যাসের ঘটনাস্থল কলিকাতা সহর। সুতরাং এখানে পাহাড় নাই, রং বেরংয়ের উড়ো পাখী নাই বা ঝিরঝিরে বাতাসও নাই। কি প্রকারে যে বর্ণনা করিব তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। তবে উপন্যাসের মর্য্যাদা রাখিতে বর্ণনা দিতেই যখন হবে, দিয়াই যাই। পাঠক পাঠিকা যদি হাসেন তো উপায় কি?

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় তুই ঘটিকা, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। কাকগুলি হাঁ করিয়া গৃহস্থের প্রাচীরে বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতেছে। আধুনিক রাজপথে পিচ্ দেওয়া থাকায় পথিকদের নগ্ন পদে চলিতে অতিশয় কষ্ট হইতেছে এবং পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে। এত বড় কলিকাতা সহরে কোথাও পানীয় জল পাইতেছে না। যাঁহাদের স্বদেশী পকেটে (ট্যাঁকে) পয়সা আছে তাঁহারা সরবৎ কিম্বা ডাব ইত্যাদি পান করিতেছেন এবং যাঁহাদের পয়সার অভাব তাঁহারা নয়নজলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'কলিকাতা অনেক সহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই কারণে এখানে মধ্যাহ্নকালে জল তৃষ্ণা হইলে পয়সা খরচ না করিলে তৃষ্ণা নিবারণের উপায় নাই।' মধ্যে মধ্যে "বরফ" "বরফ" বলিয়া ফেরিওয়ালার চীৎকার শুনা যাইতেছে এবং রিক্সা গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে।

মোক্ষদাবাবু আহারাদি করিয়া শুইবার ঘরে আরাম কেদারায়, আরাম লইতে আসিলেন। তাঁহার আজ বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইবে জানিয়া পতিব্রতা মিত্র গিন্নি পূর্ব্বেই আহারাদি শেষ করিয়া গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। মোক্ষদাবাবুকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে?"

"তোমার হুকুম তামিল করতে—"

"মানে?"

"ছেলের জন্যে পাত্রি দেখ্‌তে—"

"পাত্রি দেখ্‌তে এত বেলা?"

"দু'তিনটি দেখা হ'ল, কাজেই বেলা হ'ল। শেষে যেটি দেখে এলুম—তবু তাদের বাড়ীতে ব'সি নি, সদরে পাত্রিকে আনিয়ে দেখে এসেছি।"

"বাড়ীতে ব'সলে না কেন? তারা কি মনে করলে?"

"মনে আবার কি করবে?—তাতেই তারা শশব্যস্ত, একে আমি, তাতে মোটর, তাতে আবার তাদের মেয়ে দেখ্‌তে গেছি। তোমার কি মনে হয় কাজটা ভাল করি নি?

"খারাপই বা এমন কি করেছ! গরীব গেরস্থর বাড়ী না বসাই ভাল—তা মেয়েগুলো কেমন দেখ্‌লে?"

"বলছি। কিন্তু তার আগে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো কি?"

"কর না।"

"আজ তোমার মনটা কেমন ভার ভার দেখ্‌ছি কেন? আমি কি কিছু অন্যায় করেছি? যখন বেরিয়ে যাই তখন ত তোমাকে ব'লে পাঠিয়েছিলুম। ঘটক ঘটকিরা দাঁড়িয়েছিল তাই নিজে আস্‌তে পারি নি —আবার তখন পদীর শ্বশুর বাড়ীর লোক এসেছিল—"

"না—না, সে জন্যে নয়।"

মোক্ষদাবাবু অতিশয় ভীতস্বরে বলিলেন, "তবে কি জন্যে— শুন্‌তে পা'ব কি ?"

"তা শুন্‌বে না কেন, বিশেষ তুমি যখন বাড়ীর কত্তা—"

"কেন ? আমি ত কত্তার কাজ কিছুই করি নি।" পরে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ওঃ ! তুমি বুঝি পাত্রি দেখ্‌বার কথা ব'ল্‌ছ ? যথার্থ বল্‌ছি—তা'তে আমার কোন দোষ নেই। আমি ঘটক ঘটকীদের অনেক করে বলেছিলুম যে, 'আমি গেলে হবে না, গিন্নিকে নিয়ে যাও।' কিন্তু তা'রা শুন্‌লে কই।"

"না, ওসব কিছু নয়। সে অন্য বিষয়—সে তোমাকে ব'লেই বা ফল কি ?"

"সত্যি, আমি ত বিফল।"

"হুঁ, বুড়ো বয়সে আবার রসিকতা শিখেছ দেখছি যে ?"

"সত্যি গিন্নি, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, আমি রসিকতার কথা বলি নি। এমনি কথার পিঠে কথা বলেছি।"

"বেশ করেছ।" এই কথা বলিয়া মিত্র গিন্নি কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—"তোমার মেয়ের এখন কি কর্‌ছ ?"

মোক্ষদাবাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"কেন, একথা বল্‌বার মানে কি ? মেয়ে ত তোমার বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে আনন্দে আছে। তার আবার কি কর্‌বো ?"

"তার শ্বাশুড়ী পাঠিয়ে দেবার জন্যে চিঠি লিখেছিল, আমি পাঠাই নি। যাচ্ছে তাই করে চিঠি লিখেছে, পড়লে মরা মানুষেরও রাগ হয়। মাগীর ভারি তেজ ! লিখেছে—বাঁ'পায়ের লাথি মেরে দর্পচূর্ণ কর্‌তে পারি।"

"বটে! ভারি আস্পর্দ্ধা ত!

"আরও সব কত কি লিখেছে। চিঠিখানা ঐ টেবিলের ওপর আছে—পড় না।"

"তুমি যখন পড়েছ, তখন আর আমায় পড়তে হবে না।"

"আমি তো রাগের মাথায় পাঠাব না বলিছি, এখন মনে হচ্ছে, পাঠালেই হতো; কিন্তু মাগী যে তেজ দেখিয়েছে, সমানে যদি লিখতো পাঠিয়ে দাও, তাহ'লে যা হয় করা যেত। আমাদের কাছে আবার তেজ দেখায়।

"সে জন্য ভাবনা কি? তুমি যা করেছ, ঠিকই করেছ।"

"যা করে ফেলেছি তা তো আর ফের্‌বার নয়, তার জন্য ভেবেই বা কি কর্‌বো।" এই কথা বলিয়া মিত্র গিন্নি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি কেমন মেয়ে দেখে এলে বল?"

"প্রথমটী ঘোষেদের মেয়ে—দেখ্‌তে তেমন নয়, একটু কালো, মুখশ্রী যে তত ভাল তাও নয়। তবে শুনলুম—মেয়েটির গুণ ঢের, লেখাপড়া বেশ জানে, সংসারের কাজকর্ম্ম, অনেক রকম শিল্পকর্ম্মও শিখেছে। তবে—তারা টাকাকড়ি বিশেষ দিতে পার্‌বে না।"

"ও ছেড়ে দাও। আজকাল গুণ কে চায়? রূপ আর টাকা হ'লে গুণটুন সব চাপা পড়ে থাকে। আমাদের গুণের মেয়ে কাজ কি? যেখানে রূপ আর তার সঙ্গে টাকা সেইখানেই দেখ। বরং রূপ না থাক্‌লেও চল্‌বে, কিন্তু টাকা চাই।"

"আমি ত সেই চেষ্টায় আছি; কিন্তু তুমি যে বড় তাড়া ক'র্‌ছ।"

"তাড়া না করেই বা করি কি? এদিকে লোকে তোমার ছেলের নামে কি সব বলে বেড়াচ্ছে যে—"

"তবেই ত! তারপর আর একটী দেখ্‌লুম, সে মেয়েটী পছন্দ হ'ল। মেয়ের বাপ ব'ল্‌লে শীগ্‌গির মেয়ের বে' দিয়ে চাকরীর স্থানে চলে' যা'ব, তাড়াতাড়ি পাকাপাকি হ'লে ভাল হয়। আরও তিন চার জন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই একটী ফর্দ্দ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন, কাজেই দিতে হ'ল; তোমাকে জিজ্ঞাসা করবারও অবসর পেলুম না। তবুও আমি প্রায় পাঁচ হাজার টাকার ফর্দ্দ করে দিয়েছিলুম।"

মিত্র গিন্নি অতিশয় আনন্দের সহিত কহিলেন, "তাতো দেবেই। তা'তে তারা কি ব'ল্‌লে?"

"ব'ল্‌লে—'হয়েছে বটে তবুও একটু ভুল করেছেন।' আমি ত চম্‌কে উ'ঠলুম, ভা'বলুম—পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে পাঁচ হাজার টাকার ফর্দ্দ দিলুম তাতেও ভুল, আমি ত ভারি আহাম্মুখ, মনে ভারি আপ্‌শোষ হ'তে লাগ্‌ল। তখন আমি মেয়ের বাপকে বল্‌লুম, 'আপনি আপনার মেয়ে জামাইকে দেবেন, যদিও আমি ভুল করে থাকি সেটী সংশোধন করে নেবেন। সে জন্য আর কি হয়েছে, আমি ছেলের বে দিতে কাউকে পীড়ন কর্‌তে ইচ্ছে করি না। তাই এই সামান্য ফর্দ্দ দিয়েছি।' তখন সকলেই ব'ল্‌লেন, ঠিক তো ভদ্রলোকের ব্যবহার এইরকম হওয়াই ত উচিত। আমি ব'ল্‌লাম, কি ভুলটা করেছি ব'লুন দেখি?' মেয়ের বাপ তখন ব'ল্‌লেন, 'আপনার পুত্রটী যখন ম্যাট্রিক অবধি পড়েছে, বাড়ীঘর রয়েছে তার ওপর আপনি বর্ত্তমান, তাতে এই সামান্য ফর্দ্দ আমার বিবেচনায় ভুল বই কি! বোধ হয়, আপনি বাড়ীতে পরামর্শ করবার অবসর পান নি—তাই এইরকম ভুল হয়ে গেছে। আজ [illegible] করে আমার বাড়ীতে এসেছেন, এখানে আপনার ভুলটা বল্‌তে অক্ষম,

ঘটকি মারফৎ বলে' পাঠাব।' এই কথা ব'লেই তাঁরা সকলে উঠে' প'ড়লেন। তারপর আমিও এসে মোটরে বস্‌ছি, এমন সময় খগার মা, সেই যে গো—"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।"

"সে বল্‌লে, 'বাবু যখন এতদূর এসেছেন, কাছেই একটী মেয়ে আছে দেখে যান্‌।' আমি বল্‌লাম্‌—'বলা কওয়া নেই, হঠাৎ যাওয়া কি ঠিক?' সে বল্‌লে—'তাতে কিছু এসে যাবে না, তারা বড় ভাল লোক।' আমি রাজী হয়ে সঙ্গে গেলুম। তোমায় প্রথমেই বলেছি, যাদের বাড়ীর দোর থেকে দেখে এলুম। মেয়েটী ভারি চমৎকার, যেমন রং, তেমনি মুখ চোখ, আর তেমনি চুল। শুন্‌লাম তারা দেবেও বেশ! এটি বোসেদের মেয়ে, তবে একটু ছোট, বয়স আন্দাজ দশ এগারো বছর হবে। আমি ত সেইটীকেই পছন্দ করে এসেছি। এখন তুমি একবার দেখলেই হয়। খগার মা আস্‌বেখন।"

"হোক্‌ গে ছোট, তার দরুণ কিছু দাম ধরে নিলেই হবে। খগার মা এলে আমি দেখতে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌বোখন।"

মোক্ষদাবাবু মুহুর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন—"বল্‌ছিলাম কি, বসিকে একটা কাজ কর্ম্মে না দিলে ভাল দেখায় না, আর একটু সভ্যতা শেখাও, অতবড় ছেলে কি করে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে হয় জানে না। মনে নেই পদ্মীর বে'র সময় ধাঁ করে, পাড়ার নিমন্ত্রিত, নকুলবাবুর ছেলেকে অপমান করে বস্‌লো।"

"বয়েস হ'লে আপনি শিখবে। এখন ওর বয়েসই বা কি? আর বড়লোকের ছেলে সভ্য ভব্য শিখুক বা না শিখুক তাতে বড় এসে যায় না। পয়সা থাক্‌লে সব মানিয়ে যায়। কৈ, নকুলবাবুরা আমাদের

কিছু কর্‌তে পার্‌লে, শুধু রাগ করে না খেয়ে চলে গেল, তাতে ত আমাদের ভারি ক্ষেতি হলো। পয়সাওলাকে সকলেই ভয় করে। জাত বল, মান বল, সভ্যতা বল পয়সাতেই সব, তাই তো তোমাকে বলি সৎপথে হোক্, অসৎ পথে হোক্, মান যাক্, প্রাণ যাক্, যেমন করে হোক্ পয়সা রোজগারের চেষ্টা কোন মতে ছেড় না; যার পয়সা আছে, তার জাত না থাক্‌লেও মুখ্যি কুলীন, রূপ না থাক্‌লেও রূপবান, লোকের ওপর অন্যায় অত্যাচার কর্‌লেও দোষ নেই। আরও জেন ধনিলোকেতে আর ভগবানে উনিশ বিশ তফাৎ।

বাবার মুখে শুনেছিলুম, তখনকার সময় একজন লোক হোটেলে যা তা খেয়ে বেড়াত, তার বাপের শ্রাদ্ধে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায় দেবার কত রকম জিনিষ পত্তর দিয়েছিলেন। তাতে ব্রাহ্মণরা হোটেলে খেকো লোকের দান নোব না বলে সমস্ত ফিরিয়ে দিয়েছিল। তাই দেখে তার মা কাঁদতে লাগলো। ছেলে, মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'মা তুমি কাঁদছ কেন?' মা বল্‌লে, 'বাবা জাত কুল সব গেল, তুই হোটেলে খেয়ে বেড়াস্ বলে বামুনরা কেউ তোর জিনিষ পত্র নেয় নি।' ছেলে সেই কথা শুনে জিনিষগুলো দেখে বল্‌লে, 'মা এতে যে একখানা করে খুরি ভুল হয়েছে, তাই নেয় নি; তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' তারপর তিনি একখানি খুরিতে পাঁচটী করে টাকা দিয়ে ফের পাঠিয়ে দিতে তখন কোন ব্রাহ্মণ বল্‌লে আমার খুড়ো আছে, কেউ বল্‌লে আমার বৈমাত্র ভাইয়ের জিনিষ কই, আবার কেউ বলে পাঠালে আমার মাসতুতো শালার পিসতুতো ভগ্নিপতির ভাই অমুক শিরোমণির বিদায় কই? তখন ছেলে বল্‌লে, 'দেখলে মা এখন জাত এসে গেল।'

তার সাক্ষী দেখ না—আমরা একটা আধলা দিয়েও কখন কারুর উপকার করি না—করতেও চাই না। তাতেও দেখতে পাও না—কত লোক খোসামোদ করে। আমাদের কোন একটী কাজ কর্‌বার জন্য লালায়িত। কর্‌লে ত নিজেকে ধন্য মনে করে। আমার মনে হয় যে, গরীবরা আমাদের খোসামোদ করবার জন্যই জন্মেছে। আর না করবে কেন, ওদের পেট যে আমাদের হাতে। আমার দেখে হাসি পায়, ওরা আবার যখন ওদের ছেলে মেয়েদের আদর যত্ন করে। গরীবদের সন্তানের ওপর আবার মায়া মমতা কি ?"

"সত্যিই ত। তবে আমি একদিনের কথা বলি শোন,—হয়েছে কি, একদিন একটী লোক কোন বড়লোকের সঙ্গে, বোধ হয় কিছু যাচিজ্ঞার জন্য দেখা কর্‌তে গেছলো, সে আগে খবর না দিয়ে একেবারে বাবুর বৈঠকখানায় হাজির। বড়লোকটী তাকে দেখেই একটা চোখ আধ বোজা করে, কপালটা কুঁচকে, টেবিলটা চাপড়াতে লাগল, তারপর চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে 'বেয়ারা' 'বেয়ারা' করে চেঁচাতে লাগল। তাই দেখে লোকটা ভ্যাবাচেকা হয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তখন বেয়ারা এসে তাকে বেশ কড়া করে বল্‌লে, 'আপনি আগে খবর না দিয়ে বাবুর কাছে কেন গেছলেন ?' তাতে সে বল্‌লে, 'কি করে জান্‌ব বাপু, তোমার বাবুর শক্ত ব্যায়রাম্ আছে যে, লোক দেখ্‌লে আঁত্‌কে ওঠে।' বেয়ারা বল্‌লে, 'আপনি নিশ্চয় কখনও কোন বড়লোকের কাছে যান্ নি, তাই জানেন না যে, পনেরো আনা বড়লোকদের ঐরকম চাল। আপনার কি, বকুনি খেতে আমি খাব।"

"ঠিক। বড়লোকদের ঐ রকম হওয়াইত উচিৎ—" বলিয়া মিত্র গিন্নি একটু তন্দ্রাভাবে পুনরায় কহিলেন, "বসির বেরুনোর কথা

তোমায় বল্‌ব মনে কর্‌ছিলুম। আপাততঃ কাল থেকে তোমার সঙ্গে বেরুগ্‌।"

বেশ ত। তুমি তাকে বল না!"

মিত্র গিন্নির ক্রমেই বেশী তন্দ্রা আসিতে হাই তুলিয়া বসন্তকে ডাকিলেন। বসন্ত আসিলে পর তিনি কহিলেন, "কোথায় ছিলি?"

"ও ঘরে।"

"আর কে আছে?"

"পদ্দী আর আমি।"

"কি কর্‌ছিলি?"

"ক্যারম্‌ খেল্‌ছিলুম।"

"তুই কাল থেকে ওঁর সঙ্গে বেরুবি।"

"কাল থেকেই?"

মিত্র গিন্নি পুনরায় হাই তুলিতে তুলিতে কহিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল থেকেই।"

"আচ্ছা। আর কিছু নয় তো?"

"না—" বলিয়াই মিত্র গিন্নি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই মোক্ষদাবাবুর নাসিকা ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছিল।

---

# ৬

কলিকাতা মোহন বাগান নিবাসী হৃদয় কুমার বসু স্বনামধন্য পুরুষ। পরের উপকার দয়া দাক্ষিণ্যাদিতে তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করিতেন ও আন্তরিক ভালবাসিতেন। কেহ যদি তাঁহার নিকট জানাইতেন যে, পুস্তক ও স্কুলের মাহিনার অভাবে তাহার পুত্রের লেখাপড়া হইতেছে না, কাহারও কন্যাদায় উপস্থিত কিম্বা অর্থাভাবে সংসার চলিতেছে না।' তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের অভাব পুরণ করিতেন।:

হৃদয়বাবু কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিষে পাঁচ শত টাকা বেতনে একটী উচ্চপদে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেন। সংসারে তাঁহার পত্নী, একটী পুত্র, পুত্রবধূ ও দুইটী কন্যা। ইহা ব্যতীত ঝি এবং একটী চাকরও আছে।

তাঁহার পত্নী বিন্দুবাসিনীও স্বামীর উপযুক্তা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। জ্যেষ্ঠ পুত্র—নাম প্রফুল্ল কুমার, বাগবাজার নিবাসী মাণিক মিত্রের কন্যা অশ্রুমতীর সহিত বিবাহ হইয়াছে; উপস্থিত সে পিতার অফিষেই কর্ম্ম করিতেছে। মধ্যম কন্যা—নাম হৈমবতী, দর্জ্জীপাড়ার মোহিত চন্দ্র ঘোষের সহিত বিবাহ হইয়াছে এবং কনিষ্ঠ কন্যার নাম সরস্বতী, সতী বলিয়াও ডাকা হয়, সে এখনও অনুঢ়া।

হৃদয়বাবুর পুত্র কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং সর্ব্বগুণ সম্পন্না। অল্প বয়সেই সে বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে, সংসারের কাজকর্ম্মে বয়জ্যেষ্ঠারাও হার মানিয়া যায়; শিল্পকর্ম্মেও অনেকে তাহার সমকক্ষ নহে।

তাঁহার সংসার খুব সুখের ও বেশ স্বচ্ছল। তিনি যে খুব বড়লোক তাহাও নহে, কিন্তু তাঁহার সংসারে কোন অভাবও নাই; তবে উপস্থিত দায়—কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ। চেষ্টাও যথেষ্ট করিতেছেন, কিন্তু মনের মত একটীও পাত্র পাইতেছেন না। কাহারও কন্যা পছন্দ হইতেছে, টাকায় মিটিতেছে না; কোনটী বা পাত্র মনোনীত হইতেছে না। কেহ বা বলিতেছেন, 'মেয়ে সুন্দরী এবং সর্ব্বসমেত পাঁচহাজার টাকা চাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রটী আই, এস্, সি, পর্য্যন্ত পড়িয়াছে এবং আকৃতি কিষ্কিন্ধ্যা বাসীর ন্যায়।' অধিকাংশ পিতামাতা স্নেহের চক্ষে বানর পুত্রদেরও কন্দর্পের ন্যায় দেখেন বলিয়া বোধ হয়, পুত্রের বিবাহে সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহাদের পরিবারবর্গকে দেখিলে কোনটী ঝি বা কোনটী বাটীর লোক তাহা অনুমান করা কঠিন। যাঁহাদের মাথা রাখিবার কিঞ্চিৎ স্থান আছে এবং পুত্রটীও কমপক্ষে তিনবার ফেল্ হইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে তাহাদের অভিভাবকদের মধ্যে পোনের আনা কসাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কাজেই হৃদয়বাবু ইহার জন্য একটু অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। পাড়া প্রতিবাসী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই বলিতেছেন যে, 'আপনার মেয়েত এখন ছেলে মানুষ ব্যস্ত হ'বার কারণ কি?' তিনি বলেন, 'এই সময় থেকে চেষ্টা না কর্‌লে বয়স হ'লে ভাল মন্দ দেখবার অবসর পা'ব না।' ভরসার মধ্যে এই যে, কিছুদিন হইল ফড়িয়াপুকুর নিবাসী মোক্ষদা চরণ মিত্র মহাশয় কন্যাটীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। গতকল্য ঘটকীর সংবাদ লইয়া আসিবার কথা ছিল কিন্তু অদ্যও আসিল না দেখিয়া হৃদয়বাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, তিনিও আর স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া অন্দরে আসিয়া

বিন্দুবাসিনীকে বলিলেন, "দেখ, খগার মার কাল আস্‌বার কথা ছিল—এ'ল না, আজ এখনও আস্‌ছে না কেন বল দেখি ?"

"ঘটক ঘটকীদের কথাই ঐ রকম, কাল আস্‌বে ব'লেছিল, দে'খ না—তিন দিন বাদে এসে উপস্থিত হবে। ওদের উপর নির্ভর করে থাক্‌লে, মেয়ের বে' দিয়েছ আর কি ?"

"ওদের না হ'লে ত উপায় নেই।"

"কেন, নিজে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পার না ?"

"নিজে পাত্রদের বাড়ী যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ?"

"যার মেয়ে তা'কে অত বাছ্‌তে গেলে চলে না।"

"না—না বাছা বাছি নয়। তাহলে তারা একটু গরজ ঠাওরাবে।"

"তুমি হাসালে দেখছি। তোমার গরজ নয়ত কি ছেলের বাপের গরজ ?

"তা বটে, তবু—"

হৃদয়বাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় 'খগার মা' আসিয়া উপস্থিত হইল, তা' দেখিয়া বিন্দুবাসিনী মৃদু হাস্যে বলিলেন, "এই যে গো—এতক্ষণ তোমার কথাই হ'চ্ছিল। যাক্‌, এখনও অনেক দিন বাঁচবে। কাল তোমার আস্‌বার কথা ছিল না ?"

খগার মা কহিল, "কালকে দিদি, পাঁচজনের সঙ্গে পড়ে ঘোষপাড়ার মেলা দেখতে গিয়েছিলুম, তাই আস্‌তে পারি নি।"

"তা বেশ করেছ—এখন খবর কি বল দেখি ?"

"ছেলের বাপের ত পছন্দ হয়েছে, মা একবার দেখতে চায়।"

"বেশ ত! তা কবে আস্‌বে ? আজই নিয়ে এস না কেন ?

"আজ—আজ বোধ হয় আস্‌বে না ; ছুটির দিন—"

বিন্দুবাসিনী তাহার কথায় বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা নয়—বোধ হয়, আজ তুমি আবার বোসপাড়ার মেলায় কিম্বা কুলের পাটের মেলায় যাবে ?"

"না ভাই, এখন আর কোথাও যা'ব না। সে দিন বড় কষ্ট পেয়েছি।"

"তাহ'লে তুমি ছেলের মাকে যেদিন নিয়ে আস্‌বে, তার আগে খবর দেবে ত ; না বাপের দেখার মতন হুট্ করে সদর দরজা থেকে দেখিয়ে চলে যাবে ?"

"না—না, তা ক'র্‌ব না। আচ্ছা—আমি কাল বিকেলেই নিয়ে আস্‌ব। তোমাদের খবর দেওয়া রইল।" এই কথা বলিয়া খগার মা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, "আমি যে করে পারি কাল ছেলের মাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌ব।"

"দেখ—ভুল্‌বে না ত ?"

"না গো—না।" বলিতে বলিতে খগার মা প্রস্থান করিল।

---

# ৭

বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা, আকাশ সামান্য মেঘাচ্ছন্ন বিন্দুবাসিনী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ যেন আকাশের মুখ পুড়ে রয়েছে।" পরে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে বলিলেন, "ছাতে একখানা কার্পেট দিয়ে যাও আর বৌমাকে একবার ডেকে দাও।" ঝি ছাতে কার্পেট পাতিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

"মা, আমায় ডাকছেন" বলিয়া অশ্রুমতী আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিন্দুবাসিনী অশ্রুমতীকে কহিলেন, "আজ 'সতীকে' তার ভাবী শ্বাশুড়ী দেখতে আসবে, কিন্তু আকাশ যে রকম হয়ে রয়েছে—তাই ভাবছি ছাতে কি ঘরের ভে'তর বসা'ব।"

অশ্রুমতী আকাশের পানে চাহিয়া বলিল, "না মা, ঘরের ভিতর বসাতে হবে না, মেঘ এখুনি বোধ হয় কেটে যাবে।"

"তবে ছাতেই বসা'ব। তুমি মা, রূপার ডিবেটায় গোটা কতক পান রেখে যাও।"

"আমি পান সেজে রেখেছি, কিন্তু মিষ্টিমুখ করাতে হবে ত, আগেই পান রেখে যাব?"

"ঠিক বলেছ মা! তাহ'লে মনে কর্‌তে পারে শান্তিপুরের নৌকতা। তা বেশ পরে আন্‌লেই হবে।"

এমন সময় সহসা 'খগার মা' "দিদি, দিদি, কোথা গো—" বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল। বিন্দুবাসিনী অতিশয় আগ্রহের সহিত খগার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তিনি এসেছেন না কি?"

খগার মা একটু গরবের স্বরে বলিল, ""হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি যখন বলে গেছি, আস্‌বে না।"

""কৈ, তাঁকে কি নীচে রেখে এলে নাকি—" বলিয়াই বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি খগার মাকে এক প্রকার ঠেলিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন, খগার মাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

বিন্দুবাসিনী ও খগার মা, যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনার সহিত 'মিত্র গিন্নিকে মোটর হইতে ছাতে আনিয়া বসাইলেন। তখন মনে হইল, 'যেন আকাশের সমুদয় মেঘ একখানি হইয়া হৃদয়বাবুর ছাতে নামিল।' মিত্র গৃহিণীর অভ্যাস ছিল, বাটী হইতে কোথাও যাইলে 'চশমা' পরিয়া যাইতেন ; কিন্তু তাঁহার চোখের কোনরূপ পীড়া ছিল না, শুধু বড়মানুষী চাল বজায়ের জন্য উহা ব্যবহার করিতেন।

বিন্দুবাসিনীর এক প্রতিবেশিনী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার 'বোদে' নামে একটী পুত্র থাকায় তাঁহাকে সকলেই 'বোদের মা' বলিয়া ডাকিত।

কিছুক্ষণ বিশ্রামাদির পর মিত্র গিন্নি বিন্দুবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ছেলে মেয়ে ক'টী ?"

"একটী ছেলে, দুটী মেয়ে।"

"ছেলেটী বুঝি বড় ?"

"আজ্ঞে হাঁ—"

"কোথায় ছেলেটীর বে' হয়েছে ?"

"বাগবাজারে মিত্তিরদের বাড়ী।"

"মেয়েটীর ?"

"দর্জ্জীপাড়ায় ঘোষেদের বাড়ী।"

"জামাইটী কি করে ?"

"কোম্পানীর আফিষে চাকরী করে।"

মিত্র গিন্নি একটু নীরব থাকিয়া 'খগারমাকে' সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কৈ গো মেয়েটীকে নিয়ে এস না।"

"এই আন্‌ছি" বলিয়া খগার মা একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিন্দুবাসিনী মিত্র গিন্নিকে বলিলেন, "পাত্রটী আপনার বড়ছেলে বুঝি ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার দুই ছেলে এক মেয়ে না ?"

"হুঁ—"

"আপনার মেয়েটীর কোথায় বে' দিয়েছেন ?"

"ঠন্‌ঠনে জয়কেষ্ট নাগের পুত্র নবকেষ্ট নাগের সঙ্গে।"

"মেয়েটী শ্বশুরবাড়ী, না আপনার কাছে ?"

"আমার কাছেই আছে। তার শরীর বড় ভাল নয়।"

মিত্র গিন্নি এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য একটু বিরক্তভাব দেখাইয়া কহিলেন, "কৈ মেয়েটীকে একবার আনুন না, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—"

বিন্দুবাসিনী কিঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরে বলিলেন; "কৈ খগার মা, কি হ'ল, সতীকে নিয়ে এস না ?" পুনরায় মিত্র গিন্নির প্রতি কহিলেন, "আপনার বড় ছেলেটী কি করে ?"

"কত্তার আফিষেই বেরুচ্ছে, সেই ত আফিষের সব, কত্তা নামমাত্তর বসে থাকেন। নিজে বল্‌লে গুমোর করা হয়, ছেলে আমার রত্ন, যেমন রূপ তেম্নি গুণ। কখনও মুখ তুলে কারুর সঙ্গে কথা কয় না। সিমলের আদিত্যরা তাদের মেয়ের সঙ্গে বে' দেবার জন্য ঝুলোঝুলি আবার তাদের আফিষে রাখতে চায়। মাসে পাঁচশ টাকা দেবে বলে ছিল।

আমার, ভাই বড় ছেলে কুল-কাজ কর্‌তে হবে, কাজেই সেখানে হলো না।”

“তা ত বটেই।”

এমন সময় খগার মা ‘সরস্বতীকে’ লইয়া আসিল। সতী মিত্র গিন্নিকে নমস্কার করিয়া কাছে বসিল। খগার মা মিত্র গিন্নিকে বলিল, “দেখুন; ভাল করে দেখুন। যেমন রং, তেম্‌নি মুখশ্রী আর তেমনি চুল।”

মিত্র গিন্নি একটু তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন, “আমি ত সাম্‌নেই রয়েছি গার মা, তুমি কি আমার বাড়ীতে বল্‌ছ?”

খগার মা কহিল, “হেঁ, হেঁ, না তাত ঠিক।”

বাস্তবিক সরস্বতী যখন মিত্র গিন্নির নিকট বসিল, মনে হইল যেন কালবৈশাখীর মেঘের কোলে চন্দ্রের উদয় হইল।

মিত্র গিন্নি, সরস্বতীর হাত, আঙ্গুল, কেশ ইত্যাদি মনযোগের সহিত খিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কি মা?”

“কুমারী সরস্বতী বসু।”

“তুমি লিখতে পড়তে জান?”

“জানি।”

“শিল্প কর্ম্ম কিছু শিখেছ?”

সরস্বতী নীরব।

“আচ্ছা মা তুমি একবার দাঁড়াও ত।”

সরস্বতী দাঁড়াইল।

মিত্র গিন্নি কিছুক্ষণ সরস্বতীর পায়ের পাতা, পায়ের আঙ্গুল দেখিয়া লিলেন, “আচ্ছা মা তুমি যেতে পার।” সরস্বতী প্রস্থান করিল।

মিত্র গিন্নি, বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন, "মেয়েটীর বয়স কত হবে ?"

"এই জষ্টীতে এগারয় পড়েছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিত্র গিন্নি পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা ভাই অনুমতি হয় ত উঠি।"

"সে কি দিদি! এরি মধ্যে ?"

"হ্যাঁ ভাই অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

"অনেক যখন হয়েছে, আর একটুতে কিছু এসে যাবে না। বে থা হওয়া বিধাতার ভবিতব্যি। আমার বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়া সৌভাগ্য মনে করি।"

"কি যে বলেন!"

"যদি ভর্ষা দেন, একটী কথা বলি।"

"লজ্জা দেন কেন। বলুন না ?"

"একটু ভাই মিষ্টি মুখ—"

মিত্র গিন্নি একটু চমকিত ভাবে বলিলেন, "না ভাই ও ছাড়া আমায় যা বলবেন, রাজী আছি, ওটী আমার সয় না। সকালে দুটী দাদ্‌খানি চালের ভাত, রাত্রে একটু জল সাবু, এতেই মাঝে মাঝে অম্বল হয় তা অন্য জিনিষ খাব কি ?"

বিন্দুবাসিনী, মিত্র গিন্নির শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিলেন, "হে বিধাতা আমাদের ঐরকম অম্বলে রুগী কর না কেন প্রভু!" প্রকাশ্যে কহিলেন, "একটু মিষ্টিতে অম্বল হবে না।"

"না ভাই, সত্যি আমার অসুখ করবে।"

বিন্দুবাসিনী অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া মিত্র গিন্নিকে মিষ্টিমুখ করাইতে না পারিয়া কহিলেন, "যদি অসুখ হয় তাহলে আর কি বলবো।"

"না আমাকে বলবার কিছু নেই, আরো এককথা একাজে মিষ্টিমুখ করলে প্রায়ই নিষ্ফল হতে দেখা যায়।"

"আচ্ছা তা হলে পান খেতে ত কোন আপত্তি নেই?"

"না, তা বরং দিতে পারেন।"

বিন্দুবাসিনী অশ্রুমতীকে পান আনিতে বলিয়া পরে মিত্র গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী পছন্দ হলো কি?"

"এখন ওকথা জিজ্ঞেস করা বড় ভুল, আমার পছন্দ না হলেও আপনার মুখের সাম্‌নে কি বল্‌তে পারি পছন্দ হয় নি। তবে আমি কিন্তু ভাই পষ্ট বলি কারুর খাতিরে কথা বলি না। আপনার মেয়ে অবিশ্যি খুবই ভাল, তবে বড় ছোট, আমার ছেলের সঙ্গে মানাবে না বলে মনে হচ্ছে।"

খগার মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বসন্তবাবুর সঙ্গে চমৎকার মানাবে। আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না।"

মিত্র গিন্নি খুব বুঝেছেন বেশী আদায় করবার জন্ম এই চাল চালিলেন।

মিত্র গিন্নি পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা আমি ভেবে চিন্তে খগার মাকে দিয়ে বলে পাঠাবখন।"

বিন্দুবাসিনী একটু কাতরভাবে কহিলেন, "দেখবেন দিদি, দয়া করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবেন।"

"উদ্ধার করবার মালিক যিনি তিনিই করবেন, আমি কে? আচ্ছা ভাই এইবার তাহলে বিদায় দিন—" বলিয়া মিত্র গিন্নি উঠিয়া পড়িলেন। খগার মাও মিত্র গিন্নির সহিত বিদায় হইল। ছাতের মেঘও কাটিয়া গেল।

বিন্দুবাসিনী উহাদের মোটরে পৌঁছছাইয়া দিয়া পুনরায় উপরে আসিতে, বদের মা কহিল, "কি দিদি, কি রকম বুঝলে ?"

"মনে ত হয় পছন্দ হয়েছে।"

"তা ত হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ছোট বলে একটু খুঁত রেখে গেল যে"

"ও খুঁতে বোধ হয় বাধবে না।"

"আমার মনে হয় ওটা দোকানদারী, বেশী আদায় করবার মৎলব।"

"না—না, তা নয়। মেয়ে মানুষ দোকানদারী করতে পারে।"

"ও যা মেয়ে মানুষ, পুরুষের ওর কাছে অনেক শেখবার আছে। চশমার ভেতোর থেকে চাইবার ভঙ্গি দেখেছিলে। আবার কি রকম কথার বাঁধুনি দেখলে না—'আদিত্যরা ওর ছেলেকে পাঁচশ টাকা দিয়ে রাখতে চায়, এক বেলা দাদখানি চালের ভাত এক বেলা সাবু খায়।' "ঐ কথাতে ভাই আমার বড় হাসি পেয়েছিল,—ঐ শরীরে অম্বল কি সম্ভব ?"

"যা বলেছ দিদি,—বাবা যেমন মোটা, তেমনি রং। সত্যি বলতে কি, সতী যখন ওর কাছে বসলো, আমার মনে হলো যেন ভাল্লুকে খরগোষ ধরেছে। সতী যে আঁতকে ওঠেনি এই ঢের।"

"তা যা হোক্ গে—সতী যদি ওদের ঘরে চাল দিয়ে থাকে, ঐখানেই যদি ওর বে' হয়, আশীর্ব্বাদ কর ভাই যেন সোণার চক্ষে দেখে।"

"তা ত করবুই।"

"তোমাদের কিসের সমালোচনা হচ্ছে"—বলিতে বলিতে হৃদয়বাবু আফিষ হইতে আসিলেন।

বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "সতীকে ছেলের মা দেখতে এসেছিল সেই কথাই হচ্ছে।"

"এঁ্যা, দেখে গেল নাকি, কি বল্‌লে, পছন্দ হয়েছে ত ?"

"হয়েছে।"

"বলে গেল ?"

"না।"

"তবে তোমরা কি করে বুঝলে ?"

"বুঝেছি সে কথা পরে বল্‌ব'খন, আগে কাপড় চোপড় ছাড়।"

"না—না, আগে শুনি না, কাপড় ছাড়ব'খন—এখন ত আফিষের বেলা হ'বার ভয় নেই।"

"তা নেই বটে, তবে জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে শুন্‌লে হবে না ?"

"তবু একটু শুনি না ?"

"এত ব্যস্ত কেন ? এখন শুন্‌লেও শুন্‌বে, জিরিয়ে শুন্‌লেও শুন্‌বে। খবর ভাল—নাও এখন ঠাণ্ডা হও।"

হৃদয়বাবু অগত্যে আফিষের পোষাক ছাড়িতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।



৮

"দাদা শুনেছ ?"

"তুইও শুনিছিস্ নাকি ?"

"আমি না শুন্‌লে তোমায় বল্‌তে আসি ?"

"আমিও না শুন্‌লে তোকে জিজ্ঞাস করি ?"

"তুমি কখন শুন্‌লে ? তুমি ত তখন ঘুমুচ্ছিলে ?"

"তুই কখন শুন্‌লি ? তুই ত তখন চা খাচ্ছিলি।"

"দুপুর বেলা বুঝি চা খায় ?"

"সকাল বেলা বুঝি ঘুমোয় ?"

"আচ্ছা বলদিকি, সে দিন দুপুর বেলায়, বাবা, মাকে কি বল্‌ছিল ?"

"তুই বল্‌দিকি, সে দিন সকাল বেলা, মা, গদার মাকে কি বল্‌ছিল ?"

"যাও—যাও, তুমি কেবল জ্যাটামো কর্‌ছো।"

"যা—যা, তুই কেবল গিন্নিপনা করছিস্।"

"সত্যি বল্‌ছি দাদা, গদার মা কবে এসেছিল তাও জানিনি।"

"তবে আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্—'দাদা শুনেছ'—"

"গদার মার, কি আমার শ্বশুরবাড়ীর সমন্ধে কোন কথা নয়।"

"তবে কি সমন্ধে ?"

"তুমি আগে বল, গদার মাকে, মা কি বল্‌ছিল।"

"তুই আগে বল্, কোন্ সম্বন্ধের কথা—আমায়, 'শুনেছ' বল্‌ছিস্ ?'

"সে ত বল্‌বই। আগে মার কথাটা শুনি না।"

"তুই ভারি চালাক, আগে শুনে নিয়ে, তারপর আমায় কলা দেখাও আর কি!"

"তোমায় কলা কখন দেখিয়েছি দাদা?"

একদিন অপরাহ্নে, মোক্ষদাবাবুর বাটীর ছাতে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার কন্যা উপরোক্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর বসন্ত ভগ্নিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যে চুপ করে বসে রইলি?"

"তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।"

"এতে মন খারাপের কি আছে?"

"কি কথা হচ্ছিল, তাত বল্‌লে না? আচ্ছা, আমাকে কি নিয়ে যাবার কথা?"

"তা আমি বল্‌বো না। অনেকটা ঐরকম বটে।"

"তবে ত আমার ভারী ভয়, আমি যাব না। বেশী পিড়াপিড়ী করে, দড়ীর সাহায্যে প্রাণ করিব বাহির।"

"তখন বুঝি দাদার ওপর ভালবাসাটা ভেসে যাবে?"

"আমি যা শুনিছি, তাতে দাদাই না ভেসে যায়।"

"কি কথা রে, লক্ষীটি বল্ না?"

"এই, বাবা তোমার বে'র চেষ্টা কর্‌ছেন।"

"ও—এই! আমিও বে' কর্‌বো না। বেশী জোর জুলুম করে বাড়ী থেকে চলে যাবো। গেরুয়া পড়িয়া প্রেম করিব জাহির।"

"বোনের মুখের দিকে না চেয়েই?"

"কি কথা হচ্ছিল সব বল্‌দেখি?"

"বল্‌ছি, কিন্তু তুমিও সব বল্‌বে ত?"

"নিশ্চয়ই।"

"বাবা সে দিন তিন্‌টে মেয়ে দেখে এসেছেন, দুটী পছন্দ হয় নি, একটী হয়েছে, সেটীকে মা আজ দেখতে গেছে, এই মাসেই তোমার বে' দেবে।"

বসন্ত কিছুক্ষণ আকাশের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। পদ্মাবতী পুনরায় কহিল, "দাদা, আকাশ পানে চেয়ে ঘুঁড়ির প্যাঁচ দেখ্‌ছ নাকি?"

"না ভাই, নিজের প্যাঁচের কথা ভাবছি। বাবা, মা ভারি ত্যাক্ত করে তুল্‌লে দেখছি, বেশ বাড়ীতে আমোদে দিন কাটাচ্ছিলুম, হুকুম হলো আফিষে বেরোও, এখন আবার দেখছি বে' দেবার মতলব।"

"এইবার দাদা আমার কথাটা কি বল ত?"

"সে দিন তোর শ্বশুরবাড়ীর ঝি এসেছিল তোকে নিতে, যদি না পাঠান হয় তাহলে নাগ মশাই আবার বে' কর্‌বে।"

"হো, হো, হো,—এই কথা! এর জন্যে সত্যি দাদা আমার ভারী আহ্লাদ হচ্ছে। সে ত সুখের কথা আর আমাকে সেখানে যেতে হবে না।"

"এর পর কি দশা হবে তা ভাবছিস্।"

"এমন বিশেষ কি হবে, এখন আছি পদ্মাবতী পরে না হয় লুৎফন্নিসা বা মতিবিবি হবো।"

"বলিস্ কি! আচ্ছা, তুই আগেত এমন ছিলি নি, এমন হলি কি করে?"

"খান কতক নতূন নতূন উপন্যাস পড়ে। এখন তুমি কি কর্ব্বে বল দেখি?"

"আমি—সে পরামর্শ কর্‌বখন, এখন তুই নীচে যা, মা অনেকক্ষণ গেছে, আস্‌বার সময় হয়ে এলো।"

"আর তুমি বুঝি আকাশপানে চেয়ে ভাবী বৌদিদির রূপ চিন্তা কর্‌বে।"

পদ্মাবতী একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "হ্যাঁ দাদা, কোন জাতের নাকি—"

বসন্ত পদ্মাবতীর কথায় বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তুই নীচে গেলিনি ?"

এমন সময় নীচে মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দ হইতেই পদ্মাবতী ছাতে হইতে নামিয়া যাইল। বসন্ত আকাশ পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

---

৯

মিত্র গিন্নি পাত্রী দেখিয়া বাটী পৌঁছছিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যে। রামাকে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে কত্তা এসেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"আমার ঘরের আলো জ্বেলে পাখাটা খুলে দিয়ে যা।"

রামা আজ্ঞা পালন করিয়া চলিয়া গেল। মিত্র গিন্নি বিশ্রামের জন্য ঘরে যাইলেন। সহসা পদ্মাবতী আসিয়া কহিল, "কোথায় গিয়েছিলে মা?"

মিত্র গিন্নি পদ্মাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বল্‌ছি, বসি কোথায়?"

"ছাতে—"

"তুই কোথায় ছিলি?"

"আমার ঘরে শুয়েছিলুম।"

"তোমার রাত দিন শোয়া।"

পদ্মাবতী একটু আব্দারের স্বরে কহিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে মা?"

"বসির জন্যে মেয়ে দেখতে—"

"কেমন দেখলে?"

"ভাল—"

"খুব সুন্দরী? লেখাপড়া জানে? কত বয়স মা?"

"আগে একটু জিরুই বাছা পরে শুনো।"

পদ্মাবতী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মিত্র গিন্নি কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস ?"

"ছাতে—"

"বসিকে এখন কিছু বলিস্ নি।"

পদ্মাবতী যাইতে যাইতে বলিল, "না—"

মিত্র গিন্নি মনে মনে বলিলেন, "ও আবার বল্‌বে না। যাক্‌গে, যা খুসি করুক্ গে।" পরে ঘড়ির প্রতি দেখিয়া পুনরায় মনে করিতে লাগিলেন, "তাইত কত্তা রোজ পাঁচটার মধ্যে বাড়ী আসেন, আজ এত দেরী হচ্ছে কেন, বোধ হয় আমি মটর নিয়ে গিয়েছিলুম তাই ট্রামে কি গাড়ীতে আস্‌ছে।"

এমন সময় রামা এক ঝুড়ি আম আনিয়া মিত্র গিন্নিকে বলিল, "মা, আমের ঝুড়িটা কোথায় রাখব ?"

মিত্র গিন্নি কহিলেন, "আঁব কে দিলে রে ?"

"কত্তাবাবু এনেছেন।"

"তিনি এসেছেন না কি ?"

"আজ্ঞে হাঁ—"

"এখন এই ঘরেই রেখে যা।"

রামা আমের ঝুড়ি রাখিয়া প্রস্থান করিল। মোক্ষদাবাবু উপরে আসিলে মিত্র গিন্নি কহিলেন, "আজ এত দেরী হলো যে ?"

"কার নিয়ে যায় নি, বসে ভাবছিলুম কি করে বাড়ী যাবো, ট্রামে এলে যত গরীব কেরাণীদের সঙ্গে আস্‌তে হবে বাসেও তদ্রুপ, ট্যাক্‌সিতে অনেক খরচ, কি করি। এমন সময় এক ভদ্রলোক কাজের জন্যে আফিষে এলেন। তার কাজের কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞেস কর্‌লুম, 'কোন

দিকে যাবেন ?' তিনি বল্‌লেন, 'পোস্তায় কিছু আঁব কিনে ধনেবাগানের দিকে যাবো।' আমাকে আর বল্‌তে হলো না, তিনি নিজেই জোর করে তাঁর মটরে তুলে নিলেন, আবার কিছু আঁবও কিনে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

মিত্র গিন্নি অতিশয় আনন্দের স্বরে কহিলেন, "বেশ, বেশ, তাতে দেরী হোক্‌গে।"

"আঁব অনেক দিয়েছে, নীচে আরও আছে।"

"এত আঁব আমাদের রেখে খেলে পচে যাবে, খাবার মতন গোটা কতক রেখে, বাকি রামাকে দিয়ে বাজারে বেচতে পাঠাব। নষ্ট হওয়ার চেয়ে ভাল নয় ? তোমার মনে নেই, পদীর শ্বশুরবাড়ী থেকে তত্ত্ব এলে সবই প্রায় বেচতে পাঠাতুম।"

"তুমি আমার চেয়ে ঢের হিসেবী, এ রকম হিসেবে না চল্‌লে কি পয়সা হয়। সে তুমি যা ভাল বোঝ কোরো আমায় আর জিজ্ঞেস কর্‌ছ কেন ?"

"তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি নি, অনুমতিও নিচ্ছি নি, আর এ হিসেব টিসেবের কথা নয়। এক ভদ্রলোক পয়সা খরচ করে কিনে খেতে দিলে সে গুনো কি নষ্ট করা উচিত।"

"তা তো ঠিক—"

মোক্ষদাবাবু মিনিট খানেক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি মেয়ে দেখতে গেছ্‌লে ?"

"হ্যাঁ—"

"কখন এলে ?"

"এই খানিকক্ষণ।"

"কেমন দেখলে ?"

"বেশ মেয়ে, বৌ করবার উপযুক্ত, বসির সঙ্গে মানাবেও বেশ, কিন্তু আমি সেখানে একটু খুঁত রেখে এসেছি, বলিছি যে মেয়েটি 'বড় ছোট আমার ছেলের সঙ্গে মানাবে না।' আমার যে খুব পছন্দ হয়েছে তা তাদের জান্‌তে দিই নি। ভাবে বুঝলুম তারা একটু দমে গেছে। এতে দেখো হাজার খানেক টাকা নিশ্চয়ই বাড়বে, পাঁচশো ত বটেই।"

মোক্ষদাবাবু অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে বিশ্ব! দেখ, এরকম না হলে স্ত্রী, আমি অনেক পূণ্য করেছিলুম তাই এমন রত্ন পেয়েছি, এখন আমার অদৃষ্টে বেঁচে থাকলে হয়।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলে হাজার টাকা হতে পারে।"

"কি জানি বেশী টান্‌লে যদি ছিঁড়ে যায়। সে তখন যা হয় দেখা যাবেখন। আর আমি, বামুন মেয়ে, ঝি, চাকর সকলকে দেখে আস্‌তে বল্‌ব, পরে বসি না মনে করে বাপ মা কি পছন্দ করে এল।"

"সে তুমি যা বুঝবে করো।"

"তুমি ততক্ষণ কাপড় চোপড় ছাড়, আমি নীচে আঁবগুলো দেখে আসি।"

প্রসবকালিন প্রসূতি, কন্যা হইয়াছে শুনিলে প্রায়ই জ্ঞান শূন্যা হইয়া পড়ে, সেই কারণ সন্তান প্রসব হইলে পর, পুত্র হউক বা কন্যা হউক পুরনারীরা প্রসূতিকে পুত্র হইয়াছে বলিয়া থাকেন। কেন? কন্যারা কি অপদার্থ; সংসারে কি তাহাদের কোন আবশ্যক নাই? ইহা যাহারা মনে করেন তাহারা ভয়ানক মূর্খ। কন্যারা না থাকিলে সৃষ্টি থাকিত না। উহারাই মাতা, ভগ্নি এবং স্ত্রী। উহারাই সংসারের সার, তবে কেন কন্যা হইলে প্রসূতিরা হতাশ হইয়া পড়ে?

নারী না থাকিলে পুরুষ কোথায় থাকিত? জগদ্ধাত্রী না থাকিলে পালন করিত কে? বসুমতী না থাকিলে দাঁড়াইত কোথায়? সকলেই জানে নারী না থাকিলে সংসার থাকিত না। তবে কন্যা ভুমিষ্ঠ হইলে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে কেন? অত্যাচারের জন্য কসাইয়ের হস্তে জবাই হইতে হইবে, ডাকাতেরা পীড়ন করিবে, জুয়াচোরের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া সেইজন্য। তবে সকলেই যে ঐপ্রকার তাহা নহে দেবতাও আছে, সাধুও আছে।

পাত্র পক্ষীয়দের ব্যবহারে আজ হৃদয়বাবুর মন অতিশয় খারাপ হইয়াছে। তিনি পাত্র দেখিয়া আসিয়াছেন, বিশেষ যে পছন্দ হইয়াছে তাহাও নহে। তাহার পিতাকে এবং বিষয় দেখিয়া ধারণা করিয়াছেন যে তাঁহার কন্যা সুখে থাকিতে পারে, কিন্তু পাত্র পক্ষীয়দের আচরণ এখন হইতেই যেন ভাল বোধ হইতেছে না। প্রথম মোক্ষদাবাবু পাত্রী দেখিয়া গেলেন পরে তাঁহার স্ত্রী, তারপর বাটীর রাঁধুনী, ঝি, চাকর

সকলেই দেখিয়া গিয়াছে। আজ আবার সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাদের মোটর চালক পাত্রী দেখিতে আসিবে। এই কারণে হৃদয়বাবুর মনে সুখ নাই, ইহা শুনিয়া তাঁর বেহাই মহাশয় ঐ স্থানে কন্যার বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হৃদয়বাবু চিন্তা করিতেছেন যে, 'এখন কি করি ওখানে মেয়ের বে' দেব কি না? অবস্থা ভাল মেয়ে সুখে থাক্‌তে পারে। চেষ্টাও ত অনেক কর্‌লুম, এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধত পেলুম না। আর এদের সঙ্গে অনেকটা এগিয়েও গেছি, দেনা পাওনাও একরকম মিটে গেছে, তা প্রায় তিন হাজার টাকা পড়বে। রাজী হয়ে কথা দেওয়াও হয়েছে। পাকা দেখার দিনও ঠিক হয়ে গেছে। এখন কি করা যায়?' এই প্রকার অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন—'অদৃষ্টে যা আছে হবে, কথা ফেরাব না।' এমন সময় একটী ভদ্রলোক "নমস্কার" বলিয়া হৃদয়বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

হৃদয়বাবু প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আরে কালি যে, এস এস, আমি আশা করিনি তুমি এসে হাজির হবে, এত কষ্ট করে তোমায় আস্‌তে লিখিনি, আমি কেবল লিখেছিলুম 'মোক্ষদা মিত্তির আর তাঁর পুত্রের বিষয় আমাকে পত্রে জানাতে। জানি তুমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক সেখান থেকে আমার কাছে আসা অনেক সময় নষ্ট।

কালিবাবু কহিলেন—"তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি, প্রায়ই মনে কর্‌তুম একদিন দেখা কর্‌বো কিন্তু হয়ে ওঠে না। তুমি এই বিষয় জান্‌তে না দিলে বোধ হয় আজও আসা ঘোটত না।"

"তুমি স্বয়ং এসেছ এতে যে কি আনন্দ হলো তা আর মুখে বলবো,

আজ প্রায় একুশ বৎসর পরে দেখা। এখন কেমন আছ বল, কাজ কর্ম্ম কেমন চল্‌ছে, বাড়ীর সকলেরই বা খবর কি ?”

“কাজ কর্ম্ম খুব চল্‌ছে, আছিও বেশ বাড়ীর খবরও মন্দ নয়। তোমার কি খবর, সব ভাল ত ?”

“খবর সব ভাল সুখে দুঃখে এক রকম কেটে যাচ্ছে, তবে এই এক ভাবনা মেয়েটাকে সুবিধে মত সুপাত্রে দিতে পার্‌লে নিশ্চিন্দি হই।”

“এইটি বুঝি শেষ ?”

“হ্যাঁ ভাই, এইটী হলেই বাঁচা যায়।”

“মোক্ষদাবাবুর বিষয় যা জান্‌তে চেয়েছিলে—”

হৃদয়বাবু বাধা দিয়া কহিলেন, “ওকথা এখন থাক্, আগে তুমি জিরোও—আর যখন পেয়েছি ছাড়ছি নি, অনেকদিন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া হয় নি।”

“না ভাই আজ থাক যখন এসেছি আর একটা কাজ সেরে আসি। খাওয়া দাওয়া তখন আর একদিন হবেখন।”

“ঐ কথাই রইল। এতদিন পরে পেয়েছি ছেড়ে দি আর কি। তবে ছেড়ে দিতে পারি, বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দেবার সময় আমায় যদি কেউ রক্ষে করে।” এইকথা বলিয়াই হৃদয়বাবু অন্দরে চলিয়া গেলেন।

কালিবাবু হৃদয়বাবুর একজন বাল্যবন্ধু ; ধানবাদে বিল্ডিং কনট্রাকটারী করেন। একসময় মোক্ষদাবাবুও একটী বিল্ডিংয়ের কাজ পাইয়া ধানবাদে যান, এবং কিছুকাল স্বপরিবারে সেই স্থানে বসবাস করিয়া ছিলেন। এই সংবাদ হৃদয়বাবু কোন সূত্রে অবগত হইয়া মোক্ষদাবাবুর বিষয় জানিবার জন্য কালিবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কালিবাবু পত্রে না লিখিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন।

হৃদয়বাবু অন্দর হইতে আসিয়া কালিবাবুকে কহিলেন, "কাপড় চোপড় ছাড়বে, না আগে চা খেয়ে নেবে?"

"বেশ, চা'টাই আগে সেরে নেওয়া যাক্।"

হৃদয়বাবু চা প্রস্তুত করিবার জন্য পুনরায় বাটীর মধ্যে খবর দিতে গেলেন।

পূর্ব্বে বাটীতে কোন ভদ্রলোক আসিলে তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত, এখন সে স্থলে চা এবং সিগারেট হইয়াছে, তামাক এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কেবল তামাক কেন, অনেক বিষয় এখন আর পূর্ব্বেকার মত নাই। পাল্কির স্থলে রিক্সা হইয়াছে, বুকে ঘড়ীর ও চেনের বদলে এখন তেরোলের বালার ন্যায় হাতে ঘড়ি পরা হইয়াছে। যুক্তহস্তে মেরুদণ্ড দেখাইয়া নমস্কার স্থলে বাঁম হস্তের তর্জ্জনী কপালে ঠেকান হইয়াছে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা নাম লিখিতেন শ্রীমত্যা বা শ্রীমতি দাসী কিম্বা দেবী এখন নাম লিখা দেখিলে পুরুষ কি নারী বোঝা দায়। কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় "নলিনী বসু", কুমুদিনী মিত্র ইত্যাদি। আপনারা বলিতে পারেন ইহারা পুরুষ কি নারী? অতএব হে পাঠকগণ আপনারা শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন যে আমাদের পুরুষ জাতি যেন শীঘ্র শীঘ্র মহাপ্রস্থান করেন, কালে কালে যাহা দাঁড়াইতেছে তাহাতে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে আর কিছুকাল পরে পুরুষজাতিকে হয় ত প্রসব বেদনা সহ্য করিতে হইবে।

চা আসিল, কালিবাবু ওষ্ঠ এবং রসনা যোগে তাহা উদরস্থ করিতে করিতে হৃদয়বাবুকে কহিলেন, "মোক্ষদাবাবু যখন ধানবাদে ছিলেন, তাঁর অবস্থা যে খুব ভাল ছিল তা নয়, তবে লোকটিকে খুব পরিশ্রমী আর কর্ম্মক্ষম দেখে মনে হতো উন্নতি কর্‌বে। কিন্তু প্রবাদ ছিল

ভারি কৃপণ। আমাদের তাস টাস খেলা হলে, হার পক্ষরা, জিত পক্ষদের বল্‌তো—এইবার মোক্ষদা মিত্রের নাম করে খেল্‌ছি কেমন করে জেত দেখব।"

এইকথা বলিতে বলিতে কালিবাবুর কাপের চা ডিসে ঢালিতে খানিকটা পড়িয়া গেল, তাহাতে কালিবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ নামের গুণ, আমার কতটা চা নষ্ট হলো।"

হৃদয়বাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "আর এক কাপ আন্‌বো নাকি?"

"না আর আন্‌তে হবে না, তাহলে মুখ পুড়ে যাবে।" অবশিষ্ট চা টুকু পান করিয়া কালিবাবু কহিলেন, "মোক্ষদাবাবুর আর একটী বদ্‌নাম ছিল।"

কালিবাবু মুচ্‌কে হাসিয়া হৃদয়বাবুর অন্দরের দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিলেন, "সেটা আমার কি, তোমার যে, নেই তা বল্‌তে পারি নি, তবে মোক্ষদাবাবুর অত্যন্ত বেশী ছিল। তিনি তাঁর স্ত্রীর বড় বশীভূত ছিলেন। অবশ্য সে অনেক দিনের কথা তাঁর স্ত্রীর বয়েস তখন কম ছিল।"

হৃদয়বাবু কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে হিসেবে তাহলে ওটাও ত বয়েসের সঙ্গে বেড়ে গেছে।"

"সম্ভব তাই, দুধ মরে ক্ষীর হয়।"

কালিবাবু একটী সিগারেট ধরাইয়া পুনরায় কহিলেন. "ছেলের বিষয় ভাই জানি না। বাড়ীতে গিন্নির ওপর কথা বলবার কারো ক্ষমতা নেই।"

"তুমি কি বল, ওখানে মেয়ে দেওয়া যুক্তি?"

"আমার ত মনে হয় ওখানে না দেওয়াই ভাল। মেয়েটাকে হয় ত

খেতে পরতে দেবে না। তোমার মেয়েত এখন ছেলে মানুষ একটু দেখ না।"

"দেখে দেখে ভাই বিরক্ত হয়ে গেছি। আর এদের সঙ্গে অনেকটা এগিয়েও ফেলেছি। পাকাদেখার দিন স্থির হয়ে গেছে দেনাপাওনাও এক রকম নিষ্পত্তি হয়েছে তাও প্রায় হাজার তিনেক পড়বে।"

"বল কি হে! আচ্ছা ওদের উপস্থিত ব্যাভারটা কি রকম বুঝছ?"

"ভাল মন্দ এখন ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনি; কিন্তু ভাই একটী বিষয়ে মনে খট্‌কা লাগছে।"

"কি?"

"প্রথম মোক্ষদাবাবু মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেলেন, তারপর গিন্নিও পছন্দ কর্‌লেন তবে একটু খুঁত ধরে গেলেন যে, মেয়ে বড় ছোট ছেলের সঙ্গে মানাবে না, তার জন্যে আরো পাঁচশো টাকা বাড়তে হলো। তারপর রাঁধুনি, ঝি, চাকর সকলেই দেখে গেল, আজ আবার বলে পাঠিয়েছে, তাদের মটর চালক দেখতে আস্‌বে। তাতেই ভাই আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। তাই ভাবছি কি করবো। বেয়াই মশাই বলছেন, যাদের এখন থেকেই এইরকম ব্যাভার সেখানে মেয়ের বে না দোয়াই ভাল।"

"না তাহলে ওখানে কাজ নেই।"

"কিন্তু তারা ভাই, অভদ্র বোল্‌বে, বল্‌বে—কথা দিয়ে এখন ফেরাচ্ছে।"

"বলুক্‌গে। এর পর যদি মেয়ের কোন প্রকার দুর্দ্দশা করে কি হবে, তখন ত আর ফেরান চল্‌বে না।"

"আমি যে ভাই কি কর্‌বো ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিনি।"

"ওর আর ঠিক করা করি কি? সোজা বলে পাঠাও সোফার টৌফারকে দেখান হবে না।"

"সেই কথাই ভাল।"

এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া কালিবাবুকে এবং হৃদয়বাবুকে স্নান করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

হৃদয়বাবু ও কালিবাবু হৃদয়বাবুর অন্দরে প্রবেশ করিলেন।



১১

মিত্র গিন্নির আজ অতিশয় আনন্দ। পঞ্চাশ টাকা মূল্যের বোতাম দিয়া পুত্রকে পাকা দেখিয়া গিয়াছেন এবং ছোট মেয়ে বলিয়া আরো পাচ শত টাকা বাড়াইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতেছেন, 'আমরা একখানি সাত টাকা পাঁচ আনা দামের হাফ্ গিনি দিয়ে পাকা দেখে এসেছি, তারা পঞ্চাশ টাকা দামের জিনিষ দিয়ে গেছে।' মিত্র গিন্নি খতিয়ে দেখ্লেন বিয়াল্লিশ টাকা এগার আনা লাভ আছে। এই আনন্দ প্রকাশ করবার জন্যে এখন একবার কর্ত্তাকে আবশ্যক। ত্রিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। গাত্র হরিদ্রাও ঐ দিন হইবে। কিন্তু অনেকে বলিয়াছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে নাই। তিনি ইহা শুনিয়া হাতিবাগানের টোলে নগদ চারি আনা পয়সা দিয়া বিধান লইয়া আসিয়াছেন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম কিছুদিন বাদ দিলে কোন দোষ হয় না সেইজন্য মাসের শেষে বিবাহ ধার্য্য করিয়াছেন।

মিত্র গিন্নি খোঁজ করিয়া জানিলেন, মোক্ষদাবাবু একটী জরুরী কাজের জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি একটু ক্রোধান্বিতা হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'কর্ত্তাকে অনেক দিন শাসন করা হয় নি বলে, আজকাল বড় অবাধ্য হয়েছে—না বলে কয়ে হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া হয়, আসুক একবার দেখ্ছি।' এমন সময় মোক্ষদাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্তাকে সম্মুখে দেখিয়া মিত্র গিন্নি কহিলেন, "তুমি না বলে কয়ে হঠাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়া যাও কেন বল দিকি নি?"

"আমি ত এই মাত্র গেছলুম।"

"এই মাত্তরই যাও আর দুঘণ্টা আগেই যাও, গিয়েছিলে ত ?"

"তা কি আমি অস্বীকার কর্‌ছি।"

"আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবারও সময় পাও নি ?"

"কেন তোমার ত হুকুম আছে, পয়সা রোজগার কর্‌তে হ'লে ইচ্ছা মত কাজ কর্‌বে।"

পয়সার নাম শুনিয়া মিত্র গিন্নি কিঞ্চিৎ নরম হইয়া কহিলেন—"রোজগারটা কি শুনি।"

"হঠাৎ একটী ভদ্রলোক এসে বল্‌লেন, ইংরেজ টোলায় দু'মাসের ভেতোর একখানা বাড়ী কোরে দিতে পার্‌লে ডবল লাভ দেবে। সেই জন্যে বেরিয়ে গেছলুম।"

"তা কি হলো ?"

"কথাবাত্তারা ঠিক হয়ে গেছে, কাল লেখাপড়া হবে।"

"তা হলে কাজটী পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, ভাবী বৌমার পয় আছে দেখ্‌ছি।"

"কি ? খবরদার !"

"ও, ঘাট হয়েছে।"

টাকা রোজগারের কথা শুনিয়া মিত্র গিন্নি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মোক্ষদাবাবুও আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং বাহির হইবার পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া উপবেশন কবিলেন। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব-থাকিবারপর মোক্ষদাবাবু নীরবতাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ছেলের বে ত ঠিক হয়ে গেল, এখন কি ব্যবস্থা কর্‌তে হবে হুকুম হোক্।"

"ব্যবস্থা আবার কি ?"

"এই কাকে কাকে নিমন্ত্রণ কর্তে হবে তার একটা ফর্দ্দ টর্দ্দ করা এই সব আর কি?"

"বে'র দিন বেশী লোক বলে কাজ নেই, সে দিন বল্লে গাড়ীভাড়ার জন্যে কতকগুনো পয়সা বাজে খরচে যাবে। তার চেয়ে বৌভাতে "সীমন্তিনী সম্মিলন" নাম দিয়ে নেমন্তন্ন করা যাবে, তাতে লাভ যথেষ্ট।"

"বে'র দিন না বল্লে, বৌভাতে তারা আস্বে কেন? আর বাড়ীর কাছে মোহনবাগান এইটুকুর জন্যে আবার গাড়ী কেন? সে তখন নিমন্ত্রিতদের বলা যাবে। আমি কন্যাকর্ত্তাকে বলেছি, আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক, খুব কম করে বেছে বেছে বল্লেও অন্ততঃ পাঁচশো লোক হবেই।"

"তাতে তারা কি বল্লে?"

"বল্বে আবার কি? আর বল্বার অপেক্ষাই বা কে রেখেছে। আমি ত নিয়ে যাব তারপর তারা মান বাঁচাক্‌গে। আর আমাদের দিকে বৌভাতের দিনে ঐ পাঁচশো লোকে গড়ে পাঁচশো টাকা তো বেকশুর, পারি ত আরো বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরব।"

"বেশ—বেশ, এ বুদ্ধি মন্দ কর নি। মনে কর্তুম আশী বছর না হলে তোমার বুদ্ধি হবে না। এখন দেখছি একটু একটু হচ্ছে।"

"হবে না—কার বুদ্ধি নিয়ে চল্ছি।"

মিত্র গিন্নি মোক্ষদাবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় কহিলেন—"আজ ভারী আহ্লাদ দেখ্‌ছি যে, এখন নাইতে খেতে হবে না, বেলা যে অনেক হলো।"

"হুকুম কর্লেই হয়।"

"হুকুম কর্‌ছি, যাও চান কর গে।"

## ১২

অদৃষ্টের লেখা কেহ মুছে দিতে পারে না। হৃদয়বাবুর বার বার মনে হইতে ছিল যে, মোক্ষদাবাবুর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিব না। তাঁর আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব অনেকে নিষেধও করিয়াছিলেন, তা সত্ত্বেও হৃদয়বাবু যেন মন্ত্র চালিতের মত ঐ স্থানেই বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন।

আজ বিবাহ। তাঁহার নয়নের মণি, স্নেহের দুলালী, যত্নের ধন, আদরের দুহিতার আজ বিবাহ। এখনও আমার বলিবার অধিকার আছে; কিন্তু রাত্রি পোহাইলে আর থাকিবে না। হৃদয়বাবুর মন আজ অতিশয় খারাপ। খারাপ হইলে ত চলিবে না কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেই হইবে, সংসারের নিয়ম, সকলেই করিয়া আসিয়াছে। তিনি বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি বাইরের সব দেখিগে। আর প্রফুল্ল সম্প্রদান কর্‌বে। ভেতোরে মেয়েদের বিষয় তোমার ওপর ভার রইলো। দেখ, যেন কারুর কিছুতে ত্রুটি না হয়।"

"ভেতোরের কোন বিষয় ভাবতে হবে না। আমি আছি, হিমিও এসে পড়েছে আর বৌমা ত আছেই। তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বাইরের ব্যবস্থায় থাকগে।"

হৃদয়বাবু বিন্দুবাসিনীকে যথারীতি উপদেশ দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন 'গায়ে হলুদ আসিয়াছে।' তৎক্ষণাৎ শঙ্খধ্বনি হইবামাত্র পুরনারীগণ যে যেখানে ছিলেন সকলে গাত্র হরিদ্রা দেখিবার জন্য একত্রিত হইলেন।

বরপক্ষীয়রা, লগ্ন ভ্রষ্ট আশঙ্কায় কেবল হরিদ্রা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, অন্য জিনিষ পত্র পরে আসিতেছে। সময় হইয়াছে দেখিয়া এয়োনারীরা কনে লইয়া শঙ্খধ্বনী করত গাত্র হরিদ্রা কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে অন্যান্য দ্রব্য সকল আসিয়া পড়িল। তখন সকলেই দেখিবার জন্য ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ী আরম্ভ হইল। এ ওর ঘাড়ে পড়িতেছে, সে তার পা মাড়াইয়া দিতেছে এই প্রকারে সকলকার দেখা শেষ হইল।

গাত্রহরিদ্রা সম্পন্ন হইতে জিনিষ পত্র আসিতে এবং লোক জনকে খাওয়াইতে ও বিদায় করিতে প্রায় অপরাহ্ন হইয়া পড়িল। পরে পুরনারীগণ এবং নিমন্ত্রিতগণ সকলে একত্রিত হইয়া গাত্র হরিদ্রার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। একজন কহিলেন, "জিনিষপত্রগুলো বেশ দিয়েছে।"

২য়া। "দেবে নাই বা কেন, তাদের পয়সা আছে, আর পাচ্ছেও কেমন।"

৩য়া। "কিন্তু ভাই সে হিসাবে বল্‌তে গেলে সে রকম কিছু দেয়নি।"

৪র্থা। "তা, সত্যি, ও আর এমন কি দিয়েছে।"

৫মা। "ভারী দিয়েছে! আমার সইমার সতাত বোনের বে'তে, দেখিছিলুম কাপড়খানারই দাম পাঁচশো টাকা আর এ যা কাপড় দেখলুম কতই বা দাম হবে।"

৬ষ্ঠা। "এরা, এই গেরস্তলোকের মতন দিয়েছে।"

ইহাদের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা সকলকে ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম—থাম, যা দিয়েছে, বেশ দিয়েছে লোকে যা দেবে নিন্দে কর্‌তে

নেই। তোরা যদি এক জায়গায় জড় হ'লি অম্‌নি পরনিন্দা, পরচর্চ্চা আরম্ভ হলো।"

আর একজন কহিল, "আচ্ছা ভাই আজকাল কবিতা ছাড়া বে' হয় না, আমাদের কিছু কবিতা টবিতা হয় নি বুঝি ?

তখন হৈমবতী বলিয়া উঠিল, "আমি ভাই লিখ্‌ব বলে বৌদিকে বলেছিলুম, তা বৌদি বল্‌লে, ও বাড়ীর ছোটকাকার মেয়ে 'মিলনকে' বলেছি—সে লিখে দিয়েছে ।"

তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "কৈ ? মিলনকে ত দেখছি নি।"

হৈমবতী কহিল, "আসবে'খন, স্কুলে যায় কি না তাই আসতে পারি নি।"

আর একজন বলিল, "একদিন আর স্কুলে কামাই কর্‌তে পারে না। তা সে না হয় স্কুলে গেছে তার কবিতাটাও স্কুলে গেছে না কি ?"

হৈমবতী কহিল, "না—সে বৌদির কাছে আছে।"

তখন কেহ বৌমা, কেহ বৌদিদি, কেহ বা বৌ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হৈমবতী কহিল, বৌদি বোধ হয় নীচে গেছে, আচ্ছা আমি এনে দিচ্ছি।"

হৈমবতী দু'মিমিটের মধ্যে এক গোছা লাল কাগজে ছাপা কবিতা সকলকে এক একখানি করিয়া দিতে লাগিল। তখন কেহ সুরে, কেহ গান্ধারে, কেহ বা মধ্যমে আবার কেহ বা মনে মনে পড়িতে লাগিল। কুলনারীদের পঞ্চমে পড়িতে বড় দেখা যায় না ; কিন্তু কলহ করিবার সময় সপ্তমে উঠিতে দেখা গিয়াছে। যাই হোক্ তখন বিবাহ বাড়ী কিছুক্ষণের জন্য পাঠশাল বাড়ীতে পরিণত হইল।

কবিতাটি এই ঃ—

শ্রীশ্রী৺প্রজাপতয়ে নমঃ ।

## বসন্তে সরস্বতী মিলনে ভক্তি-উপহার

এক, দশ, শত, হাজার, লক্ষ কথার পর ;
জগৎ আলো কোরে আজ আসবে দিদির বর ।
সেই কারণে বল্লে সবাই পদ্য লিখ্‌বে কে ?
আমি বাড়ীর মধ্যে আছি শ্রীহরিনাথ দে ।
বিবাহেতে পদ্য লেখা হাল ফ্যাসানের চাল ।
না জানি এ নূতন ফ্যাসান থাকবে কতকাল ।
বিদ্যা আমার কথামালা কি করেই কি করি ।
একটা দুটো কারুর থেকে কর্‌লে হবে চুরি ।
এ চুরিতে নাইকো তো আর হরিংবাড়ীর ভয় ।
থাকলে কিন্তু অনেকেয় আট্‌কে বাঁধা হয় ।
ভর্ষা করে বসে গেলুম খাতা কলম নিয়ে ।
পদ্য একটী মনে এলো আকাশ পানে চেয়ে ।
"একদিন বাঘের গলায় ফুটে ছিল হাড় ।
বক পাখিটা অনেক কষ্টে কর্‌লে তারে বার ।"
ওহো, এ রকম যে পদ্য লেখা বিবাহতে নয় ।
শুভ-মিলন বর কণের নাম দিতে হয় ।
অনেক ডাকাডাকির পর সাম্নে এলো ঝি ।
(বল্লুম তারে) বরের নামটা জেনে এসে বল্‌তে পারিস্ কি ?

বড়দি’ এসে বল্‌লে ওরে, বসন্ত নাম তার।
( য়্যাঁ ) তা হলে তো এ কবিতায় কোকিলের দরকার।
তা না হলে পদ্য লেখা মিষ্টি হবে কি ?
( কিন্তু ) জ্যেষ্টি মাসে দারুণ রোদে লোকে বল্‌বে ছি !
( তবে ) শুভ-মিলন বর কণের নাম দিয়ে যাই।
কেউ না কেউ বোল্‌তে পারে বেশ হয়েছে ভাই।

যথা :—

বসন্তের সনে সতীর হইবে মিলন।
আহ্লাদে মিলিত মোরা যত সঙ্গীগণ।
কেউ হাঁসে, কেউ কাশে, কেউ তোলে হাই।
কেউ বলে একটুখানি জরদা দেনা ভাই।
জরদা কোথা পাবো কাছে দোক্তা আছে খা।
( দূর ) তা হোতে খাওয়া ভাল দারজিলিংয়ের চা।
সম জুটী মিলে সব কাট্‌ছে সময় বেশ।
আমার কিন্তু ভাবনা কিসে পদ্য করি শেষ।

ফের যথা :—

আহা মরি ধীরি ধীরি বহিছে বাতাস।
এদেশের যত প্রাণী করে হাঁস ফাঁস।
এ শুভ-মিলন রাত্রে কোয়েলার কু।
কাঁটাল পাকার গ্রীষ্মে উড়িতেছে লু।
আমিও ক্লান্ত অতি করতে হবে মাপ।
বিদ্যাতেও কুলোচ্ছে না হচ্ছে অনুতাপ।

হে ঈশ্বর !

করজোড়ে নমি প্রভু তোমার চরণে।
চির সুখী কোরো দেব এই বর কনে ॥

ইতি—

মোহন বাগান
৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩—সাল

ছোট বোন—
মিলনমালা

---

১৩

এইমাত্র বরকনে আসিয়াছে। মিত্র গিন্নি আজ আনন্দে ভরপুর, যাহাকে ত্রিলোকের কেউ কখন হাসিতে দেখেন নাই সেই মিত্র গিন্নির মুখে আজ হাসি ধরিতেছে না। এত আনন্দের কারণ তার বধুমাতাকে খুব পছন্দ হইয়াছে। তিনি মাঙ্গলিক কার্য্য সকল শেষ করিয়া ক'নেকে লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্মুখে যাহাকে দেখিতেছেন, বলিতেছেন—"দেখছ ভাই কেমন বউ ঘরে এনেছি।"

ইহাতে কেউ মনে মনে বলিতেছে, "যার অদৃষ্ট ভাল হয় তার সবদিকেই ভাল হয়।"

কেহ বা প্রকাশ্যে বলিতেছে, "তোমার যেমন ঘর-সংসার, তেম্‌নি ঘর আলো করা বউ এনেছ। আশীর্ব্বাদ করি, সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর।"

আর একজন কহিল, "সত্যি ভাই তোমার পছন্দ আছে, হাজারে একটা এ রকম মেলে না।"

পার্শ্বের বাড়ীর ডাক্তারদের বউ, ক'নেকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ওহো! এ মেয়েটিকে যে দেখেছিলুম আমার ভাই তাঁরাচাঁদের বে'র জন্যে। আমাদের বড় ইচ্ছে ছিল এই মেয়েটাকে ঘরে আনি। তারাচাঁদেরও ভারি পছন্দ হয়েছিল।"

মিত্র গিন্নির এক দূরসম্পর্কীয়া খুড়ি কহিলেন, "তাঁরাচাঁদ তোমার কে বল্‌লে?"

"আমার ভাই।"

"তারাচাঁদ, যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

ডাক্তারদের বউ একটু গর্ব্বিত ভাবে কহিল "তার আর আশ্চর্য্য কি, তাকে কে না চেনে।"

"সে কি কাজ কর্ম্ম করে।"

তারাচাঁদ চাকুরি বাকুরি গ্রাহ্য করে না। সে খুব ভাল ঢোল বাজাতে জানে। একবার এমন ঢোল বাজিয়ে ছিল, যে, এক প্রকাণ্ড গোখ্‌রো লতা, তার বাজনা শুনে ফনা ধরে তালে তালে দুলতে লাগলো, যতক্ষণ না ঢোল থামিয়ে ছিল দুলে ছিল। এই না দেখে পৃথিবীর লোক জড় হয়ে গেছলো। সেই থেকে তারার কি নাম হলো। এমন থিয়েটার, যাত্রা নেই যে তাকে নিয়ে যায় না। ওকে নিয়ে আবার অনেকে হরিণ ধরতে যায়।"

"সে কি রকম।"

"হরিণরা নাকি খুব গান বাজনা শুনতে ভাল বাসে, তাই ওদের ধরবার সময় তারাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। ও বনের ভিতর ঢোল বাজায়, আর কাতারে কাতারে হরিণ এসে শোনে। সেই সময় অন্য লোকে তাদের ধরে ফেলে।"

"বাঃ, তোমার এমন গুণের ভাইকে ওরা মেয়ে দিলে না।"

ডাক্তারের বউ কিঞ্চিৎ দুঃখিত স্বরে কহিল, "না, মা। ঢের চেষ্টা হয়ে ছিল, এমন কি তারাচাঁদ নিজেও কতবার আনাগোনা করেছিল।"

"তা ওরা দিলে না কেন তা শুনে ছিলে।"

"ঠিক জানিনা। তবে মনে হয় ঐ ঢোলের জন্যেই। এতো মা হরিণ নয়।"

"ওদের একবার ঢোল বাজনা শোনালেই হতো।"

"যেচে, পোড়াকপাল, বলে কত লোক সাধ্য সাধনা করে পায়না, সে যাবে যেচে ঢোল শোনাতে।"

এমন সময় অতিশয় ব্যস্ত ভাবে পদ্মাবতী আসিয়া মিত্র গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা তুমি কি রুপোর সিঁদুর চুবড়ী তুলে রেখেছ?"

ডাক্তারদের বউ এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে প্রস্থান করিল। মিত্র গিন্নি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না, আমি তুলে রেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।"

তাহলে কি হলো?

তাতো বল্‌তে পারিনি। দেখ, দেখ ভাল করে খুঁজে দেখ। সিঁদুর চুবড়ী হারালে বর কনের অকল্যাণ হয়।

পদ্মাবতী সিঁদুর চুবড়ী খুঁজিবার জন্য প্রস্থান করিল। এত আনন্দেও মিত্র গিন্নি কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন।

ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রস্থান করিবার পর মোক্ষদাবাবু উপরে আসিলে মিত্র গিন্নি কহিলেন, "তুমি কোথায় ছিলে।"

মোক্ষদাবাবু কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ এবং গম্ভীর ভাবে বলিলেন "নীচে বটুকখানায়।"

"বর কনেকে আশীর্ব্বাদ না করে নীচে বসেছিলে কেন, আর তোমার কথাটা একটু ভারি ভারি বোধ হচ্ছে কেন?"

"না ও কিছু নয়।"

"তবু।"

"পরে শুনো।" বলিয়া মোক্ষদাবাবু অবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মিত্র গিন্নিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিতার

স্বরে কহিলেন, "হ্যাঁগা, কি হয়েছে বল না।"

"এখুনি শুনবে, একটু পরে শুনলে হবে না"

মিত্র গিন্নি একটু ধমক দিয়া পুনরায় কহিলেন "তোমায় এখুনি বল্‌তে হবে।"

"বলবার জন্যেইত এলুম।"

"তবে বলনা। আমার প্রাণের ভেতর কেমন কচ্ছে যে।"

মোক্ষদাবাবু একবার মিত্র গিন্নির মুখের প্রতি পরে অন্য দিকে চাহিয়া কহিলেন, "জামাই বাড়ী, বসির বের দিন হিমুকে নেমতন্ন করতে পাঠিয়ে ছিলুম, তারা সে দিন কোথায় গিয়েছিল কেউ ছিলনা। বৌভাতের নেমতন্ন করতে গিয়ে শুনে এলো জামাই ফের বে করেছে।"

শুনিবামাত্র মুহূর্ত্তের জন্য মিত্র গিন্নির হৃদপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "নতুন বৌ ঘরে এনে বেশ খবর শুনলুম।"

মোক্ষদাবাবু হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "তুমি আজ ওকথা বলো না।"

"কেন।"

আমি সে দিন বলেছিলুম "ভাবী বৌমার পয়ে একটা লাভের কাজ পেলুম" তাতে তুমি আমাকে ধমক দিয়েছিলে। মন্দের বেলা বৌমার নাম কল্লে কেন। "বুঝিছি করিছি" বলিয়া মিত্র গিন্নি দ্রুত সেখান হতে প্রস্থান করিলেন।

পদ্মাবতী সিঁদুর চুবড়ী খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে বসন্তর নিকট উপস্থিত হইল।

পূর্ব্ব রাত্র জাগরণে বসন্তর শরীর সুস্থ না থাকায় একটু নিদ্রার চেষ্টায় ছিল। এমন সময় পদ্মাবতী বসন্তকে কহিল "কি দাদা চক্ষু বুজে কার ধ্যানে আছ?"

বসন্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত চক্ষু চাহিয়া পুনরায় মুদ্রিত করিল। পদ্মাবতী পুনরায় কহিল "দাদা ঘুমুলে নাকি?" বসন্ত পুনরায় চক্ষু চাহিয়া কহিল "না, ঘুমুইনি তোর কি দরকার।"

"একটা সুখবর শোনাতে এলুম।"

"কি?"

"আগে বল দিকি, তোমায় যখন প্রথম জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কার ধ্যানে আছ।" তুমি কোন কথা কইলে না। একটু যেন বিরক্ত ভাব মনে হলো।"

"বিরক্তির আর দোষ কি, বাবা, মা পরামর্শ করে একটা নেহাৎ বালিকা ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে।"

"ও, তাই জন্যে। বউ কি চিরকাল বালিকা থাকবে?"

"চিরকাল না থাকলেও, বালিকার গোড়ায় আসতে এখনও অনেক দেরি।"

"সে যতদিনই হোক, আসবে ত।" এখন তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা বল দিকি।"

"এক দিনের দেখাতে কি বলবো। আগে দিন কতক ভাল করে দেখি।"

পদ্মাবতী মনে মনে বলিল "ভাল করে তোমায় দেখতে দিচ্ছি।" প্রকাশ্যে বলিল "ও সব বাজে কথা রেখে দাও। পছন্দ হয়েছে কিনা বল?"

"কাল বোল্‌ব।"

"না, তোমায় এখনি বল্‌তে হবে।"

"আচ্ছা বলছি, তোর কি সুখবর বল্‌লিনি।"

"কথা চাপা দিলে হবে না, বল বৌ তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।"

"সত্যি বলছি, এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"কেন আমায় ভোলাচ্ছ দাদা, বলনা ভাই।"

"তোর একথা জানবার জন্যে এত আগ্রহ কেন।"

"আমার ভয়ানক শুনতে ইচ্ছে কচ্ছে যে।"

"আচ্ছা বলছি, আগে তোর সুখবরটা কি শুনি।"

"শোনালেই বলবে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ভগ্নিপতি ফের বে' করেছে, এইমাত্র আমি আসবার সময় শুনে এলুম, বাবা মাকে বোল্‌ছে।"

বসন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল "এই বুঝি তোর সুখবর।"

কিছুকাল উভয়েই নীরব থাকিবার পর পদ্মাবতী কহিল এইবার দাদা বলো তোমার কনে পছন্দ হয়েছে কিনা।"

"আমি যা বোলবো সত্যি বল্লুম কি মিথ্যে বল্লুম তুই কি করে বুঝবি।"

"আমার বিশ্বাস কাল বে করে এসে আজ আমার কাছে মিথ্যা বলবেনা।"

"আমার শরীরটা ভাল নয় মনটাও খারাপ আজ আমি তোকে ঠিক করে বলতে পারবো না।"

"আচ্ছা তুমি নিজে না বলতে পার আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দাও।

"কি?"

"কনের রং কি রকম?"

"এমন ভাল কি।"

"আমার মতন?"

"না, তোর চেয়ে বোধ হয় একটু উজ্জ্বল হবে।"

"চোখ?"

"খুব ভাল বলা যায় না।"

"তবু?"

"মন্দই বা কি।"

পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর ক্রমশই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। একটু কাশিয়া পুনরায় কহিল।

"মুখের গড়ন?"

"উপোষ করে শুকনো ছিল ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"সেই শুকনো মুখটাই কেমন বলনা?"

"তুই আজকে আর আমায় কিছু জিজ্ঞেস করিসনি, আমার শরীরটা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে একটু ঘুমুতে দে।

স্ত্রীলোকদের তিনটী বিষয় নিন্দা করিলে তাহাদের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে, প্রথম রূপের, দ্বিতীয় রন্ধনের এবং তৃতীয় পিত্রালয়ের। একেইত সরস্বতীকে যে দেখিতেছে সেই ভাল বলিতেছে, তাহাতে আবার মিত্রগিন্নি তাহাকে অতিশয় আদর যত্ন করিতেছেন এবং সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেছেন এই কারণে পদ্মাবতী পূর্ব্ব হইতেই ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়াছিল তবে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে দাদা নিশ্চয়ই বো'য়ের পক্ষপাতি হইবেনা, কিন্তু বসন্তের নিকট আসিয়া কথার ভাবে বুঝিল যে তাহারও বৌ পছন্দ হইয়াছে এবং প্রকারন্তরে তাহার অপেক্ষা সুন্দরী বলা হইয়াছে ইহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ইহাতে

পদ্মাবতীর ক্রোধ এবং ঈর্ষ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে, বসন্তের কথার আর কোন উত্তর না দিয়া মনে মনে বলিল "দাদা তুমিও, আচ্ছা আমিও পদ্মাবতী, আমি যদি বৌয়ের সঙ্গে তোমার চির বিচ্ছেদ ঘটাতে না পারি তাহলে আমার মেয়ে মানুষ নামেই ধিক।"

পদ্মাবতী সেখান হতে একেবারে মিত্র গিন্নির নিকট যাইয়া বলিল "মা, আমি সমস্ত বাড়ী পাতি পাতি করে খুঁজে এলাম, কিন্তু সিঁদুর চুবড়ী কোথাও দেখতে পেলুম না।"

মিত্রগিন্নি কোন উত্তর না দিয়া একটু বড় রকম নিশ্বাস ফেলিলেন। পরে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছিল, যে মোক্ষদাবাবুর প্রতিবেশিনী, ডাক্তারদের বউ রূপার সিঁন্দুর চুবড়ী আত্মসাৎ করিয়াছে।

---

দেখিতে, দেখিতে এক বৎসর অতীত হইল বসন্তের বিবাহ হইয়াছে। ইতিমধ্যে মিত্রগিন্নি সরস্বতীকে দুই তিনবার নিজ বাটীতে আনিয়াছিলেন। যতদিন সরস্বতী শ্বশুরালয়ে থাকিত, মিত্রগিন্নি অতিশয় আদর যত্ন করিতেন। উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী অগ্রে সরস্বতীর জন্য আসিবে, ভাল কাপড় তাহার জন্য আনাচাই। ইহা ব্যতীত প্রত্যহই কালীঘাট, থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদি নানাস্থানে লইয়া বেড়াইতেন। যখন পিত্রালয়ে থাকিত উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী পাঠাইতেও ত্রুটী করিতেন না। সরস্বতীও মিত্রগিন্নিকে অত্যন্ত ভক্তি করিত ও ভালবাসিত তিনি না বলিলে স্নান হইবে না, আহারের সময় তাঁহাকে নিকটে থাকা চাই। শ্বশ্রূঠাকুরাণী কেশ বিন্যাস না করিয়া দিলে পছন্দ হইবে না। মিত্রগিন্নি যেমন স্নেহ করিতেন সরস্বতীও সেই প্রকার ভক্তি করিত। কিন্তু সরস্বতী এত আদরেও অতিশয় মনকষ্টে থাকিত। কর্ম্মফলে মানুষ বোধ হয় সমস্ত সুখ পায় না। সে তাহার স্বামীর নিকট যাইতে পাইত না। পদ্মাবতী কেন যে তাহাকে বিষ নয়নে দেখে তা সেই জানে। যদি কোন দিন সরস্বতী স্বামীর নিকট যাইবার বা কথা কহিবার সুযোগ পাইত, পদ্মাবতী যে কোন প্রকারে হউক সে সুবিধা নষ্ট করিয়া দিত।

এতদিন সরস্বতী পিত্রালয়ে থাকায় পদ্মাবতী উদর ভরিয়া আহার করিত ও সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। সরস্বতী শ্বশুরালয়ে আসাতে, পদ্মাবতীর আহার নিদ্রা একেবারে নাই বলিলেই হয় এবং কেবল ছিদ্র

অনুসন্ধান করিতেছে, কি প্রকারে সরস্বতীকে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ও স্বামীর বিষনয়নে ফেলিতে পারে। এবং প্রায় সর্ব্বদাই বসন্তকে আগুলিয়া থাকে যাহাতে সরস্বতীর সহিত মিলিত হইতে না পারে। বসন্তরও বিশেষ ইচ্ছা হয় না যে নববধুর সহিত মিলামিশা করে, কেনতা বসন্তই জানে। সুবিধা পাইলে পাদ্মবতী মিত্রগিন্নির নিকট সরস্বতীর বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ করিতে ছাড়ে না, কিন্তু মিত্রগিন্নি সে সমস্ত অভিযোগ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না বলিয়া, পদ্মাবতী সরস্বতীর প্রতি আরও ঈর্ষান্বিতা হয়।

একদিন বসন্ত ও পদ্মাবতী, বসন্তের কক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, সরস্বতীকে সেস্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া, পদ্মাবতী বসন্তকে কহিল—”

“দেখছ দাদা বৌ আড়িপেতে আমাদের সবকথা শুনছে, দাঁড়াও আমিও আড়ি পাতার ফল দেখাচ্ছি”, বলিয়া সরস্বতীকে ডাকিয়া কহিল—”

“বৌ তুমি এই চায়ের ডিস কাপটা ঝিকে দাওগেনা ভাই, ধুয়ে রাখবে।”

সরস্বতী কোন উত্তর না দিয়া উহা লইবার জন্ত হস্ত প্রসারিত করিতে না করিতে, পদ্মাবতী এমনভাবে তাহার হস্তে নিক্ষেপ করিল, যে উহা তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাতে পদ্মাবতী বলিয়া উঠিল—”

“বৌ, তুমিত ভারি অসাবধানি, এমন সুন্দর জিনিষটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে, মা শুনলে কি বলবে বল ত ?”

সরস্বতী আশ্চর্য্য হইয়া মৃদুস্বরে কহিল—

"আমি হাত বাড়াতে না বাড়াতে তুমি ছেড়ে দিলে যে ভাই, আমার দোষ কি ?"

"তা হলে তুমি বল্‌তে চাও আমি ভেঙ্গেছি।"

সরস্বতী কোন উত্তর করিল না। পদ্মাবতী পুনরায় কহিল—"মার আদরের বৌ কিনা, সাত খুন মাপ। আচ্ছা আমিও মার কাছে গিয়ে বলছি। দাদাওত ঘর থেকে দেখেছে।"

বসন্ত কিন্তু কক্ষ মধ্যে বেপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। সরস্বতী আর কোন কথা না কহিয়া প্রকৃত অপরাধিনীর ন্যায় ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

সরস্বতীকে, পদ্মাবতী বৌদিদি বলিতে রাজী নহে কারণ সে সরস্বতী অপেক্ষা অনেক বড়, কাজেই এত ছোট মেয়েকে বৌদিদি বলিবে কি করিয়া। কিন্তু তাহা অপেক্ষা বেশী কারণ হিংসা। সরস্বতী কিন্তু পদ্মাবতীকে দিদি বলিয়াই সম্বোধন করিত।

সরস্বতী, মিত্রগিন্নির নিকট আসিবার পূর্ব্বে পদ্মাবতী আসিয়া কহিল, "মা তোমার আদরের বৌ সেই বেলোয়ারির কাপ ডিস ভেঙ্গে ফেলেছে।"

"মিত্রগিন্নি চমকিতা হইয়া কহিলেন—"

"এ্যা বলিস্ কি ? অমন জিনিষটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে? কি করে ভাঙ্গলে?"

"দাদার চা খাবার পর, বৌকে বল্‌লুম এগুলো ঝিকে দিয়ে এস ধুয়ে রাখবে, তাতে বল্‌লে, এঁটোটা আমি নিয়ে যেতে পারব না, তুমি দাওগে" আমি বল্‌লুম "দাদার এঁটোতে কি দোষ ধরে, তখন দুটো আঙ্গুল দিয়ে এমন ভাবে ধরলে যে পড়ে ভেঙ্গে গেল। দাদাও স্বচক্ষে দেখেছে, তুমি বরং দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরো। বৌ ভারি অসাবধানি।

তুমি বোকবে বলে বলিনি, সে দিন দাদার হাতঘড়ির কাঁচ খানা ভেঙ্গে ফেলেছিল। আমি বললুম "কি করলে বৌ, দাদা বকবে যে।"

"তাতে কি বল্‌লে জান মা?"

"কি বল্‌লে?"

"বল্‌লে ও ঘড়িটা ত বাবা দিয়েছিল, তাঁকে বলে পাঠাব কাঁচখানা না হয় বদ্‌লে দেবে।"

দূরে পদ্মাবতী, সরস্বতীকে আসিতে দেখিয়া সে স্থানে হইতে প্রস্থান করিয়া অলক্ষিতে, সরস্বতী মিত্রগিন্নিকে কি বলে, শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। মিত্রগিন্নি সরস্বতীর প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টা হইলেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছিল। সরস্বতী তাঁহার নিকট আসিবামাত্র, তিনি একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন—

"বৌমা, তুমি না কি কাপ ডিস ভেঙ্গে ফেলেছ?"

সরস্বতী, পদ্মাবতীকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে তাহার বিপক্ষে মিত্রগিন্নির নিকট ঐ কথা বলিবার জন্যই সে আসিয়াছিল। সরস্বতী মৃদুস্বরে কহিল—

"আমি হাত বাড়াতে না বাড়াতে দিদি ছেড়ে দিলে।"

"একটু সাবধান হয়ে ধরে নিলেইত হতো। অছেদ্দা করে কাজ কল্লে চলবে কেন? আর বসির এঁ্যাটোতে যদি তোমার ঘেন্না হয়, তাহ'লে কি করে ঘর সংসার করবে? আর একদিন নাকি ঘড়ির কাঁচ ভেঙ্গে বলেছিলে "বাবাকে বলে সারিয়ে দেবো।"

"এ্যঁটো, কিসের এ্যাঁটো, আর ঘড়ির কথাই বা কি বলছেন।"

"বসির চা খাওয়া কাপ ডিস যা ভেঙ্গে গেল, আর বসিকে যে ঘড়ি তোমার বাবা দানে দিয়েছিলেন।"

"এঁ্যাটো ডিস বা ঘড়ির কথা আমিত মা কিছুই জানি না।"

মিত্রগিন্নি একটু উচ্চস্বরে কহিলেন—

"তাহ'লে তুমি বল্‌তে চাও পদি মিছে কথা বলে গেল।"

সরস্বতীর মনে পিতামাতার উপদেশ উদয় হইল যে গুরুজনের মুখের উপর উত্তর করিতে নাই। সুতরাং সরস্বতী মিত্রগিন্নির মুখের উপর আর কোন কথা কহিল না, কিন্তু ইহাতে মিত্রগিন্নি সরস্বতীকে দোষি সাব্যস্ত করিলেন। হায় সরস্বতী তোমার ভবিষ্যৎ যে কি হইবে তাহা ভাগ্য বিধাতাই জানেন।

মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে কহিলেন—

"এইবার থেকে খুব সাবধানে কাজ কর্ম্ম করো। বসির উচ্ছিষ্টতে ঘেন্নাকত্তে নেই, আর বাপের বাড়ীর গরব দেখিয়ে কোন কথা বল্‌তে শিখ না। আরো শিখে রাখ; আমি যদি কোন দিন বাসন মাজতে যাই তুমিও যাবে তারপর আমি তোমায় মাজতে দিনাদি সে পরের কথা, আর ছেলেমানুষ হলেও স্বামী যতক্ষণ না খাবে তুমিও খাবে না তাতে আমি বরং পাঁচশোবার খাবার খাওয়াবো। যাও এখন চুল বাঁধবার দড়ি কাঁটা নিয়ে এস।"

সরস্বতী ঘর হইতে বাহির হইতেই মনে হইল কে যেন দ্রুত চলিয়া গেল, বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহার রায়বাঘিনি ননদিনী।

পদ্মাবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্তর নিকট আসিল বসন্ত তাহাকে এপ্রকারে আসিতে দেখিয়া কহিল, "কিরে, ওমন দৌড়ে এলি কেন।"

পদ্মাবতী একটু অভিমানস্বরে কহিল—

"আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে কথা কোয়োনা, কাছে ডেকনা কিছু কর না।"

"কেন রে, কি হয়েছে। মা বুঝি বকেছে?"

পদ্মাবতী কথা কহিল না।

বসন্ত পুনরায় কহিল—"কি হয়েছে বল্ না।"

পাদ্মবতীর তথাপি উত্তর নাই।

বসন্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তিরস্বরে কহিল—"তুই ভারি অবাধ্য হইছিস, কথার জবাব দিসনা কেন।"

পদ্মাবতী ক্রন্দন স্বরে কহিল—"এখনত আমি অবাধ্য হবই। দু'দিন পরে আরো কত কি হব।"

বসন্ত অতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিল—

"অবাধ্য নয়ত কি। তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি "কি হয়েছে" তুই বলছিসনি। নম্রস্বরে পুনরায় কহিল "মা বুঝি বকেছে, কেন বক্‌লে রে, কি করিছিলি।"

পদ্মাবতী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল—"মা বক্‌বে কেন।"

"তবে।"

"না ভাই, তোমায় বলে কোন ফল নেই।"

"তবে কি বাবা বকেছেন?"

"বাবা কখন আমাদের বকেন, যা কিছু বলবার মাই তো বলেন।"

"মা বক্‌লেন কেন। কি করিছিলি?"

"কে বল্‌লে মা বকেছে?"

"তোর মাথা খারাপ হলো নাকি? আমার কাছ থেকে চলে যা।"

পদ্মাবতী অধিকতর ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল—

"যাচ্ছি।—তুমি আজ আমায় এমন কথা বল্‌লে?" বসন্তর দেহ পর্শ করিয়া পদ্মাবতী পুনরায় কহিল—

"এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কচ্ছি আর আমি কখ্‌খনো তোমার কাছে আসব না।" পদ্মাবতী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বসন্ত তাহাকে বাধা দিয়া অতিশয় আদরের সহিত কহিল—

"ছিঃ দিদিমণিটী আমার, আমি কি তোমায় সত্যি সত্যি যেতে বলিছি, ভাই বোনে এমন ঝগড়া কত হয়, রাগ করে কি। বোস্‌।"

পদ্মাবতী মনে করিতে লাগিল আর টেনে কাজ নেই, ছিঁড়ে যেতে পারে। উপবেশন করিল।

বসন্ত পুনরায় কহিল—

"সতি কি হয়েছে বলত দিদি।"

হবে আর কি আমার মাথা আর মুণ্ড, এইবার থেকে কত কি হবে। এইত সবে আরম্ভ। তোমায় একদিন বলেছিলুম, গলায় দড়ি দিয়ে মরব বোধ হয়, বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই হবে দেখছি।

"দূর গলায় দড়ি দিতে যাবি কেন—আমি থাকতে। এমন দুঃখুটা কি বলেই ফেল না ভাই।"

"বলছি কিন্তু তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করবে না।"

"তোর কথা বরাবরই অবিশ্বাস করে আসছি কি না।"

"তখনত পাঁচিল পড়েনি।"

পড়লেও এখন পাঁচিলের পরপারে যাইনিত, আর ও কাঁচা ছ্যাল যে দিন মনে করবো ঠেলা দিয়ে ফেলে দোবো।

ঐ ছ্যালই পাকা, ঠেলা দিয়ে দেখনা নিজেই উল্‌টে পড়বে।

"সে তখন যা হয় হবে। এখন তোর কি হয়েছে? কে কি বলেছে?"

"তোমার রূপে রতি গুণের সরস্বতী বউ মারকাছে বলেছে, যে, আমি কাপ ডিস ভেঙ্গেছি, আর আমরা ভারি বেহায়া, রাতদিন

ভাই বোনে গল্পকরে বেড়াই। আরো কতকি তা তোমার কাছে বোল্‌তে পারব না। সেইজন্যে মা আমাদের ওপর ভারি রাগ করেছেন। মা আমার সঙ্গে কথা কইলে না, আমি কত ডাকলুম মা যেন শুন্‌তেই পেলেনা বৌয়ের সঙ্গে কথাতেই মত্ত।

বসন্ত অতিশয় রাগিয়া .কহিল, "বটে, বড় আস্পর্দ্ধাতো দুদিন এ বাড়ীতে এসে এতো? না ওকে তাড়াতে হবে। আজই ডেকে আচ্ছা শুনিয়ে করে দিচ্ছি।"

"না দাদা এখন কিছু বলো না।"

"না বল্‌বে না। এরপর তা হলে ত মাথায় উঠে পড়বে। আজই একটা বিহিত কচ্ছি।"

"না ভাই, আমার মাথা খাও এখন বৌকে কিছু বলে কাজ নেই। আমরা যেন কিছু জানিনি এই রকম ভাবে :থাক্‌তে হবে। তারপর যখন যা কত্তে হবে আমি বলব খন।"

"আচ্ছা তোর কথাই রইল :"

"মা বোধ হয় তোমার কাছে আসবে। আমি চল্লুম।

পদ্মাবতী অতিশয় আনন্দের সহিত যাইতে যাইতে মনে করিতে লাগিল, "ওষুধ ধরিইছি।"



বসন্ত একাকী চিন্তায় মগ্ন। সে ভাবিতেছে, 'পদি যা বলে গেল তা কি সম্ভব। সরস্বতী ছেলেমানুষ, এত সাহস হতে পারে? মুখ দেখেতো মনে হয় না। পদি নিশ্চয়ই মিছে বলেছে। সরস্বতীকে একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে হয় না। একবার ডাকাই যাক্ না।'

বসন্ত সরস্বতীকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে ঘর হইতে বাহির হইল এবং বরাবর বারাণ্ডার দিকে যাইয়া অতি সন্তর্পণে এ ঘর ও ঘর করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সরস্বতীকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় নিজের ঘরে আসিয়া বসিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, 'না ডেকে কাজ নেই. পদি আবার বারণ করে দিয়ে গেছে, যদি দেখে ভারি অভিমান কর্‌বে। কিন্তু ঐকথাগুলো একবার জিজ্ঞেস কর্‌লে হতো। মার কাছে আমাদের নামে কিছু বল্‌তে ভরসা হবে কি? হতেও পারে, মা যে রকম আদর দেয়। আদর দিলেও একটা লজ্জা আস্‌বে না? আমার সঙ্গে কতদিন কথা কইতে চেষ্টা করেছিল—লজ্জায় মুখ দিয়ে কথা বার কর্‌তে পারি নি। না এ সম্ভব নয়, পদির বাড়িয়ে বলা— কিন্তু সে আমার কাছে মিথ্যা বল্‌বে কি? পদি আমার সে রকম বোন নয়। আড়াল থেকে নিশ্চয়ই শুনেছে, ছেলে বেলা থেকে ওর ঐরকম স্বভাব আছে। না, বলেছে বই কি—' বসন্ত এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল যেন দরজার নিকট কাহার মৃদু পদশব্দ, হইতেছে, সে দেখিবার উপক্রম করিতেই সরস্বতী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল, ইহাতে বসন্ত অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল।

পদ্মাবতী, সরস্বতীর বিপক্ষে মিত্রগিন্নির নিকট অভিযোগের পর মিত্রগিন্নি যখন সরস্বতীকে উচ্ছিষ্ট চায়ের কাপ এবং ঘড়ির কাঁচ ভাঙ্গার কথা বলিয়াছিল তখন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বাস্তবিকই সে ত দোষী নহে, কি প্রকারে বুঝিবে। গুরুজনের মুখের উপর কথা বলা অসভ্যতা বিবেচনা করিয়া সরস্বতী মিত্রগিন্নিকে আর কোন কথা বলে নাই। সেই অবধি তাহার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল এবং সঙ্কল্প করিয়াছিল যে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবে; তাই বসন্তর নিকট আসিবার জন্য অনেকক্ষণ হইতে সুবিধা খুঁজিতেছিল। এক্ষণে পদ্মাবতী ঘুমাইতেছে এবং আর কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বসন্তের নিকট আসিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর নিকট যাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কত কথা বলিবে কিন্তু নিকটে আসিয়া কোন কথাই কহিতে পারিল না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। বসন্ত অতিশয় অস্থির হইয়া কহিল, "এ সময় তুমি এখানে কেন, কি দরকার?"

সরস্বতী মনে করিল বলি—'আস্‌তে কি নেই', বা বলি—'তোমার সঙ্গে কথা কইতে কি ইচ্ছা করে না' কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোন কথা নির্গত হইল না, সে কেবল ঘাড় নীচু করিয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া মেঝেতে ঘসিতে লাগিল। যত সময় কাটিতে লাগিল, বসন্ত ততই অস্থির হইয়া উঠিল এবং ঘন ঘন বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পুনরায় রুক্ষস্বরে কহিল, "কৈ, কি দরকার বল্‌লে না, এখানে দাঁড়িয়ে রৈলে কেন? যাও, এখান থেকে যাও।"

সরস্বতী লজ্জায় ও ভয়ে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "আমি কবে ঘড়ি ভেঙ্গেছি?"

বসন্তর কাণে কিন্তু সমস্ত কথা প্রবেশ করিল না, কেবল ঘড়ি কথাটি শুনিতে পাইল তাহাতে সে উচ্চস্বরে কহিল, "ঘড়ি—ঘড়ি এঘরে নেই, মার ঘরে দেখগে, যাও এখান থেকে—"

সরস্বতী পুনরায় সেইভাবে কহিল, "আমি কি তোমার এঁ্যটো ছুঁইনি? আর কবে ঘড়ির কাঁচ ভেঙ্গে বলেছি বাবা সারিয়ে দেবেন।"

এবারেও পূর্ব্বকার মত বসন্ত, সরস্বতীর সমস্ত কথা শুনিতে পাইল না। শুধু শুনিল, 'তোমার এঁটো—ঘড়ি কাঁচ দেবেন—' সে একেই পূর্ব্ব হইতে বিরক্ত হইয়াছিল তাহাতে আবার অনেক সময় যাইতেছে তার উপর এই প্রকার অর্থশূন্য বাক্য শুনিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল এবং "এটা যে একটা আস্ত পাগল দেখছি—" বলিয়া উচ্চৈস্বরে মিত্রগিন্নিকে ডাকিতে লাগিল।

সরস্বতী লজ্জায়, ঘৃণায় ও ভয়ে যেন সাদা বর্ণ হইয়া গেল। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে তাহার পা উঠিতে ছিল না। বসন্ত ঘন ঘন 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করাতে সরস্বতী কোন প্রকারে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

বসন্ত জানিত না যে, তাহার গুণের ভগ্নী, সরস্বতীর বিপক্ষে তাহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট চায়ের কাপ ডিস্ ভাঙ্গা মিথ্যা অভিযোগে ঘড়ির কাঁচ অলঙ্কার দিয়াছে, তাহা যদি জানিত তাহা হইলে সরস্বতীর ঐপ্রকার অর্থশূন্য বাক্য শুনিয়াও তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিত না।

মিত্রগিন্নি তৎক্ষণাৎ আসিয়া বসন্তকে কহিলেন, "কিরে বসি ষাঁড়ের মত মা—মা করে চেঁচাচ্ছিস কেন?"

"চেঁচাবে না, তোমরা তাড়াতাড়ি আমার বে' দিয়ে একটা আস্ত পাগল ধরে এনেছ।"

"কেন কি হয়েছে ?"

"দেখ না হঠাৎ ঘরের ভেতোর এসে হাজির।"

"আস্‌বে না কেন ? সে ত আর অপরের ঘরে আসেনি। তোর ঘরে এসেছে তাতে হয়েছে কি ?"

"এসে যা তা বোক্‌তে আরম্ভ করেছে।"

"তার কি ইচ্ছে যায় না তোর সঙ্গে দুটো কথা কয়। তোরা দেখতে পারিস্ না বলে তার ত একটা ইচ্ছে আছে।"

'তোরা দেখতে পারিস্ না বলে' কথাটিতে বসন্তর অভিমান ও ক্রোধের মাত্রা কিছু বাড়িয়া উঠিল। সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তা বলে কি পাগলের প্রলাপ শুন্‌তে হবে ?"

"সে যা বলে শুন্‌তে হবে বৈ কি।"

"আবোল তাবোল—"

"আবোল তাবোল আবার কি ?"

"শোন না বল্‌ছি তোমায়—"

"না আমি তোদের কথা শুন্‌তে চাই নি।"

"এ তেমন কথা নয়, তোমার শোন্‌বার মতন—"

"হোক্ গে তবু আমি শুন্‌ব না।"

"কি হয়েছে মা, এত গোলমাল কিসের গা—" বলিতে বলিতে পদ্মাবতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বসন্ত পদ্মাবতীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পদ্মাবতীকে কহিল, "দেখ না পদি, মা একটা পাগল ধরে এনেছে, বল্‌লে বিশ্বাস করে না।"

পদ্মাবতীও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বসন্তকে কহিল, "কেন দাদা কি হয়েছে ?"

"তোদের বৌ হঠাৎ ঘরের ভেতোর এসে আবোল তাবোল বক্‌তে আরম্ভ করে দিলে, সেই কথা মাকে বল্‌তে চাচ্ছি, মা শুন্‌তে চাইছে না।"

পদ্মাবতী মিত্রগিন্নির প্রতি কহিল, "আচ্ছা মা কথাগুলো শোনই না।"

মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীর প্রতি কহিলেন, "দেখ, বৌমা পাগল হয়নি, বসিই পাগল হয়েছে। তা না হলে ওদের কথা আমাকে শোনাতে চায়।"

পদ্মাবতী উৎসাহের সহিত কহিল, "সে রকম হলে দাদা কি তোমায় বল্‌তে চাইত।" বসন্তের প্রতি কহিল, "দাদা বল ত কি কথা॥"

বসন্ত কহিল, "কথার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, এসেই বল্‌লে 'ঘড়ি' আমি বল্‌লুম 'ঘড়ি এ ঘরে নেই, মার ঘরে আছে।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, 'তোমার এঁটো, কাঁচ, দেবেন।"

মিত্রগিন্নি এইকথা শুনিবামাত্র মনে করিতে লাগিলেন 'বৌমাকে যে দোষের জন্য পূর্ব্বে শাসন করা হইয়াছিল সেই কথা নিশ্চয়ই বসির কাছে বল্‌তে এসেছিল কিন্তু বসি তা বুঝতে পারি নি।' তিনি পূর্ব্ব হইতেই সরস্বতীর উপর কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, এইকথা শুনিয়া আরও কুপিতা হইলেন এবং পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'বৌমাকে আর আস্‌কারা দেওয়া ঠিক নয়, একটুখানি মেয়ে এর মধ্যে সোয়ামীর কাছে লাগাতে ভাঙ্গাতে আসা, আজ থেকে আর আদর দেওয়া হবে না, শাসন কর্‌তে হবে; কথায় বলে—নাই দিলে মাথায় ওঠে, তা ঠিক।' তিনি মনোভাব কাহাকেও জানিতে না দিয়া বসন্তর প্রতি কহিলেন, "ও কথাতে পাগলের কি বুঝলি? বোধ হয় কোন কথা বল্‌তে এসে লজ্জায় ভাল করে বল্‌তে পারি নি।"

পদ্মাবতীও উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে বৌয়ের নামে যাহা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল সেই কথাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, দাদা কিন্তু বৌয়ের কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নি—উল্‌টে তাকে পাগল মনে করেছে। ইহাতে পদ্মাবতী অত্যন্ত আনন্দিতা হইল। মিত্রগিন্নি বুঝিলেন পদ্মাবতীও বুঝিল, কিন্তু সরস্বতীর অদৃষ্ট দোষে বসন্ত কিছুই বুঝিতে পারিল না।

পদ্মাবতী, মিত্রগিন্নিকে অতিশয় উৎসাহের সহিত কহিল, "মা, ও পাগল না হোক্ তবে একটু ছিট আছে। এখন আমার মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে বৌ বিড় বিড় করে কি বকে। তোমায় একদিন শোনাব'খন।"

মিত্রগিন্নি অতিশয় গম্ভীরভাবে, "আচ্ছা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গস্বরে বসন্তকে কহিল, "দাদা বৌকে ডেকে কি গল্প সল্প হলো?"

বসন্ত কিঞ্চিৎ ভীত ও চমকিত হইয়া কহিল, "কে ডেকেছে?"

"কেন—তুমি।"

"আমার বয়ে গেছে।"

"তা কি আর বল্‌বে।"

"সত্যি বল্‌ছি আমি ডাকিনি, ও আপনি এসেছিল।"

পদ্মাবতী প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আজ আসাই শেষ, ডেকেই আন আর আপনি আসুক।' সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

---

মিত্রগিন্নি সরস্বতীকে আর পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ করেন না। আহারের সময় কাছে বসেন না, কোন উত্তম জিনিষও আদর করে দেন না। পূর্ব্বে মিত্রগিন্নি প্রত্যহ সরস্বতীর কেশবিন্যাস করিয়া দিতেন, এখন তাহাও দেন না। বড়লোকের বাড়ী রাঁধুনী, ঝি, চাকর সকলেই আছে কাজেই মিত্রগিন্নির সরস্বতীকে ডাকিবার কোন আবশ্যক হয় না। এখন শ্বশ্রূঠাকুরাণী এবং বধূমাতাতে কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। সরস্বতীও বুঝিয়াছে যে, চা পাত্র ভাঙ্গার ঘটনা হইতে শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহাকে আর পূর্ব্বেকার মত যত্ন করেন না, স্বামীও সেইদিন হইতে পাগল বলিয়া আর নিকটে যাইতে দেন না। কথা কহিবার মধ্যে ননদিনী, তাহাও রাত্রে যখন তাহার নিকট শুইতে যাওয়া হয়। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিষেধ ছিল যে, 'বড়লোকের বধূ রাঁধুনী, ঝি, চাকরদের সহিত কথা কহিবে না' সুতরাং আজকাল সরস্বতীকে সর্ব্বদা প্রায় একাই বসিয়া থাকিতে হয়।

যদিও শীতকাল তথাপি দুপুরবেলা চতুর্দ্দিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মোক্ষদাবাবুর বাটী নিস্তব্ধ, যে যাহার কাজকর্ম্ম সারিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। মাঝে মাঝে চড়াইপাখীগুলি বারাণ্ডায় কিচির মিচির করিয়া তাহাদের ভাষায় কথোপকথন করিতেছে এবং একটী দুইটি ভ্রমর বোঁ বোঁ শব্দ করিয়া একবার কার্ণিশে বা দেওয়ালে বসিতেছে। মিত্রগিন্নি আহারাদির পর নিত্যকর্ম্ম কিঞ্চিৎ নিদ্রার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু কি জানি আজ তাঁহার মনটা কেন চঞ্চল

নিদ্রা হইল না। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং কি চিন্তা করিয়া সরস্বতীকে ডাকিলেন, সরস্বতী আসিবামাত্র কহিলেন, "দেখ বৌমা, আজ বেলা তিনটের সময় আমার সইমার মেয়ে আস্‌বে তোমায় দেখতে, তুমি এই বেলা পদির কাছে চুলটা বেঁধে নাও গে। তারা বসির বে'র সময় পচম্বায় হাওয়া খেতে গেছলো তাই আস্‌তে পারে নি। তুমি তিনটের ভেতোর চুল বেঁধে ভাল কাপড় চোপড় পরে ঠিক হয়ে থেকো।"

সরস্বতী একটু ইতঃস্তত করিয়া মৃত্নস্বরে কহিল, "চুল আপনি বেঁধে দেবেন না।"

"না, আমার এখন অন্য কাজ আছে। তুমি পদির কাছে যাও, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে, ডেকে আমার নাম করে বল গে।"

সরস্বতী ঈষৎ দুঃখিতা হইল এবং পদ্মাবতীর কক্ষে যাইয়া দেখিল সেখানে পদ্মাবতী নাই। অন্য ঘরে এবং ছাতেও দেখিতে না পাইয়া সরস্বতী মনে করিল, স্বামী আফিষ গিয়াছে যদি তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে থাকে। সে বরাবর বসন্তের কক্ষের নিকট যাইতে তাহার মনে হইল যেন কাহারা মৃত্নু মৃত্নু কথা কহিতেছে। এমন সময় এই ঘরের ভিতরে আর কে থাকিতে পারে—তবে কি স্বামী আজ আফিষে যান নি, তাহলে ত আমার এখানে দাঁড়ান উচিত নয় কিন্তু শাশুড়ী বলে দিয়েছেন দিদিকে ডেকে চুল বাঁধতে—তা না করলেও তিনি রাগ করবেন—কি করা যায়। এই প্রকার চিন্তার পর সরস্বতী দরজার অন্তরাল হইতে সঙ্কেতে পদ্মাবতীকে ডাকিল। পদ্মাবতী নিকটে আসিলে সরস্বতী কহিল, "ঘরে কে?"

পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ বিরক্তস্বরে কহিল, "দাদা! তুমি এ সময় এখানে কেন?"

"আমার চুল বেঁধে দিতে হবে।"

"এখন আমি পারব না।"

"মা যে বলে দিলেন।"

"বলুক্ গে—তুমি এখন যাও—" বলিয়া পদ্মাবতী কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সরস্বতী ক্ষুণ্ণমনে সেখান হইতে মিত্রগিন্নির নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র মিত্রগিন্নি কহিলেন, "এর মধ্যে তোমার চুল বাঁধা হয়ে গেল ?"

"না, হয় নি।"

"কেন হ'ল না ?"

সরস্বতী কিছু বলিল না। মিত্রগিন্নি পুনরায় কহিলেন, "ফিরে এলে কেন শুনি না ?"

"দিদি এখন ব্যস্ত আছে।"

"কেন, কি করছে ?"

সরস্বতী কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিছু না বলিলেও মিত্রগিন্নি রাগ করিবেন, একটা কিছু উত্তর দেওয়া আবশ্যক। সে বলিল, "দিদি গল্প করছে।"

"এখন তার ঘরে কে এল যে গল্প করছে ?"

"সে ঘরে নয়।"

"তবে কোন ঘরে ?"

সরস্বতী কোন উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় নীচু করিয়া রহিল। মিত্র গিন্নি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ঘরে গো ঠাক্রুণ ?"

সরস্বতী একবার মিত্রগিন্নির মুখের পানে চাহিয়া পরে নীচের দিকে চাহিয়া লজ্জাবিজড়িতাস্বরে কহিল, "পাশের ঘরে।"

মিত্রগিন্নি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুমি পদিকে একবার ডেকে নিয়ে এস।"

সরস্বতী ইচ্ছা নয় যে পুনরায় পদ্মাবতীর নিকট যায় কিন্তু না যাইলে মিত্রগিন্নি অসন্তুষ্টা হইবেন। ওদিকে লজ্জা, এদিকে ক্রোধ। সে পুনরায় ধীরে ধীরে বসন্তর কক্ষের নিকট যাইয়া দেখিল দরজা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বন্ধ রহিয়াছে, সঙ্কেত করিবারও উপায় নাই। সরস্বতী বড়ই মুস্কিলে পড়িল, ঘরে স্বামী রহিয়াছেন দরজার সম্মুখে যাইতে পারে না এবং ননদিনীকে ডাকিতেও পারে না বিলম্ব হইলে শ্বশ্রূঠাকুরাণী অতিশয় রাগান্বিতা হইবেন—কি করা যায়। অবশেষে সে মনে মনে ঠিক করিল যে, দরজার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাই তাহা হইলে ননদিনী দেখিতে পাইয়া নিজেই বাহির হইয়া আসিতে পারে। ইহা স্থির করিয়া সরস্বতী যেমন দরজার একদিকে হইতে অন্য দিকে যাইল তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "বৌ, তুমি তখন থেকে এখানে ঘুর্‌ছ কেন বল দেখি?"

"তোমায় মা একবার ডাক্‌ছেন—" বলিয়া সরস্বতী আর কোন কথার অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় মিত্রগিন্নির নিকট উপস্থিত হইল।

পদ্মাবতীও তৎক্ষণাৎ সরস্বতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিত্রগিন্নির নিকট আসিয়া ভয়প্রযুক্ত অথচ ক্রোধের স্বরে কহিল, "মা, আমায় ডাকছ?"

"হু, তুই বসির ঘরে গল্প কর্‌ছিলি?"

"না, আমি ত গপ্প করি নি।"

"তবে কি কর্‌ছিলি?"

"দাদাকে কোন্ মঠের সন্ন্যাসী নাকি বলেছে যে, আমার যতদিন শ্বশুরবাড়ীর যাবার কোন উপায় না হয় আমাকে প্রণায়াম আর

যোগ শেখান হয়। তাই দাদা আমাকে যোগ, প্রাণায়ামের কথা বোঝাচ্ছিল।"

"কে বসি! সে আজ আফিষ বেরুই নি।"

"না।"

ক্রোধে মিত্রগিন্নির শরীর জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "তোমার আর প্রমানে কাজ নাই বাছা, এখন পার যদি বৌমার চুলটা বেঁধে দাও গে, আর বসিকে একবার আমার কাছে ডেকে দাও।"

পদ্মাবতী সরস্বতীর প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া অতিশয় বিরক্তভাবে চুল বাঁধিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যাইল এবং বসন্তকে বলিয়া গেল 'মা' ডাক্‌ছেন।

মা ডাকিতেছেন শুনিয়া বসন্ত তৎক্ষণাৎ একখানি কম্বল লইয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিয়া রহিল। মিত্রগিন্নির নিকট যাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। মিত্রগিন্নি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন বসন্ত তাঁহার নিকট আসিল না। তখন তিনি স্বয়ং তাহার ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। তিনি শয্যার নিকটে যাইয়া বসন্তকে ডাকিতে লাগিলেন। দুই তিনবার ডাকিয়া যখন কোন সাড়া পাইলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত রাগিয়া তাহার শরীরে ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিলেন, এই প্রকারে দুই তিনবার ডাকিবার পর বসন্ত মস্তকের ঢাকা খুলিয়া চক্ষু রগড়াইতে লাগিল। মিত্রগিন্নি কহিলেন, "তুই আজ আফিষ যাস্‌নি কেন?"

বসন্ত ক্লান্তভাবে এবং কম্পিতস্বরে বলিল, "অসুখ করেছে।"

"কি অসুখ করেছে ?"

"বড্ড জ্বর হয়েছে।"

"তবে ভাত খেলি কেন ?"

"তখন বুঝতে পারিনি।"

"কখন পার্‌লি ?"

"খাবার পর।"

"দু'ঘণ্টা আগে খেয়ে এত জ্বর হলো সেটা বুঝতে পার্‌লিনি ?"

"কি করে বুঝবো—এ যে ম্যালেরিয়া।"

"ম্যালেরিয়া কোথা থেকে এলো ?"

"বালিগঞ্জের কাছে কসবায় একটা জায়গা মাপতে গেছ্‌লুম, বড় জলতেষ্টা পেতে, যাদের বাড়ী হবে তারা একগেলাস জল দেয়, সেই জল খেতে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের সুপারভাইজারবাবু খেতে দিলেন না বল্‌লেন, "বড়বাবু এখানকার জল খাবেন না, খেলেই ম্যালেরিয়া হবে বড্ড তেষ্টা পেয়ে থাকে ত ডাব খান। তাঁর কথা শুনে আমি জল না খেয়ে ডাব খেলুম।"

"জল না খেয়ে ডাব খেলি, তবে তোর ম্যালেরিয়া জ্বর কেন হলো।"

"ঐ জল খেতে গেছলুম বলে। আর ডাব গাছ ত সেই দেশের মাটীর ভিতর থেকে বেরিয়েছে।"

"বটে, তুই আমাকেও সেই দেশের মেয়ে মনে করলি বুঝি। দেখি তোর গা গরম কি না।"

মিত্রগিন্নি বসন্তর কপালে এবং গাত্রে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "গা ত বেশ ঠাণ্ডা বরং কপালে একটু একটু ঘাম হয়েছে—তবে জ্বর কি রকম ?"

"এইমাত্র ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যে—"

"হুঁ, পদি এ ঘরে কি কর্‌ছিল ?"

বসন্ত কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "কে পদি! কৈ পদি ত এখানে ছিল না, তবে একবার ডেকেছিলুম—যখন বড্ড শীত কর্‌ছিল, কম্বলে শীত ভাঙ্গছিল না তাই ওকে বল্‌লুম একখানা লেপ দিয়ে যা। তারপর ও ছিল কি চলে গিয়েছিল বল্‌তে পারি না, জ্বরে আমার হুঁস ছিল না।"

মিত্রগিন্নি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "তুই কোনও মঠে টঠে যাস্‌ ?"

"কোন্‌ মঠে ?"

"রামকৃষ্ণ মঠ, শঙ্কর মঠ, কি নিত্য মঠ, যে কোন মঠ হোক্‌।"

"না, আমি জীবনে কোন মঠে টঠে যাইনি। এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন মা ? মঠ সব পাড়াগেঁয়ে সেখানে জল টল খেয়ে এসেছি কিনা তাই বুঝি ?"

হুঁ। তাহলে বৌমাকে পাঠিয়ে দিই তোর মাথা টিপে দেবে'খন।"

বসন্ত কিঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, "সেই পাগলটাকে! না—না, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে, সে এলে আবার হয় ত জ্বর আস্‌তে পারে বরং তুমি পদিকে আস্‌তে বল, রগে একটু চুণে পানে দিয়ে দেবে মাথাটা বড় ধরে আছে।"

মিত্রগিন্নি আর কোন কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন যে, 'গদার মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বড় ভুল করে ফেলেছি।'

---

আজ শনিবার বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। বাটীর সম্মুখে কিসের কোলাহল শুনিয়া বসন্ত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ পরে পদ্মাবতীও উপস্থিত হইল। মোক্ষদাবাবুর বারান্দায় লৌহজাল দেওয়া আছে কাজেই পদ্মাবতীর আসিতে কোন সঙ্কোচের কারণ নাই।

পদ্মাবতী রাস্তার জনতা দেখিয়া বসন্তকে কহিল, "কি হয়েছে দাদা? রাস্তায় এত লোকের ভীড় কেন?"

"একটা পাগ্‌লীকে লোকগুলো ভারি জ্বালাতন কর্‌ছে।

পদ্মাবতী কিছুক্ষণ উহা দেখিয়া পুনরায় কহিল, "রাস্তার পাগলকে রাস্তার লোকে জ্বালাতন কর্‌ছে, আর ঘরের পাগল আমাদের কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"যা বলিছিস্, ওটার জন্যে ভারি জ্বালাতন হতে হয়েছে। কি করা যায় বলদিকিনি।"

"আমিও তোমায় বল্‌বো মনে কর্‌ছিলুম। চল দাদা ছাতে গিয়ে মৎলব করা যাক্।"

"ছাতে গেলে এখুনি মা এসে বক্‌বে। একেত মা সেইদিন থেকে আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না।"

"কথা কওয়া দূরের কথা আমার ত মুখ পানেও চায় না।"

পদ্মাবতী ক্রন্দনেরস্বরে পুনরায় কহিল, "তুমি ত দাদা বেটা ছেলে, তত এসে যাবে না। আমার একে কপাল মন্দ আমার যে কি দশা হবে ভেবে পাই না।"

বসন্ত সান্ত্বনাস্বরে কহিল, "কেন তুই দুঃখ কর্‌ছিস্, আমি যতদিন আছি তোর ভাবনা কিসের ?" অল্পক্ষণ উভয়ে নীরব থাকিয়া বসন্ত পুনরায় কহিল, "মা কোথায় নেমন্তন্ন গেছে রে ?"

"সই মাসীর বাড়ী।"

বসন্ত অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিল, "ও, তাহলে ফির্‌তে যার নাম রাত বারোটা, চল্ ছাতে গিয়ে পরামর্শ করিগে বাড়ীর পাগলটাকে কি করে জব্দ করা যায়। ঐ সেদিন নিশ্চয় মার কাছে আমাদের নামে কিছু বলেছিল, তা না হলে মা কি করে টের পেত যে আমি আফিষ যাই নি।"

পদ্মাবতী আনন্দের সহিত কহিল, "দাদা তুমি যদি সাহস দাও তাহলে আমি ওকে একদিনে সিধে করে দিতে পারি।" অন্দরের দিকের বারণ্ডায় পদ্মাবতী সরস্বতীকে দেখিয়া বসন্তকে মৃদুস্বরে কহিল, "দাদা, ঐ যে লক্ষীছাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদের বোধ হয় দেখ্‌তে পায় নি। তুমি আগে ছাতে যাও, আমি গোটা কতক পান নিয়ে যাচ্ছি। তারপর ঐ কটা চামড়ি ছুঁড়ির ছেরাদ্দর চাল চড়াবার ব্যবস্থা কর্‌ব'খন।"

বসন্ত তৎক্ষণাৎ ছাতে যাইল। ক্ষণকাল পরে পদ্মাবতী উপস্থিত হইলে বসন্ত কহিল, "হ্যাঁরে পদি মার ওদের বাড়ী কিসের নেমন্তন্ন রে ?"

"কাজ কর্ম্ম কিছুই নয়, হালে ওরা পশ্চিম থেকে এসেছে তাই এম্‌নি খাওয়াবে।"

"শুধু মাকে নিয়ে গেল ? তুই গেলি না, ঐ পাগলটা গেল না ?"

"বৌকে নিয়ে যাবার জন্যেইত নেমন্তন্ন, ওরা সকলকে যেতে বলে গেছ্‌ল, মা নিয়ে গেল না।"

"কেন ?"

"বোধ হয় সেদিনকার মিথ্যাকথার দরুণ, রাগে।"

"তুই যেমন বোকা! মাকে যোগ-প্রাণায়ামের কথা যদি বলিছিলি, আমাকে সেটা বলে গেলেই ত হোত—"

"কখন বলে যাবো॥"

"কেন, যখন বলে গেলি মা ডাক্‌ছে।"

"আমার সঙ্গে যে বৌ ছিল।"

"থাকলেই বা, সে ত আর আমার ঘরে আসত না। তুই ভারী বোকামী করেছিস্।"

"আমার তখন বৌয়ের উপর রাগে মাথার ঠিক ছিল না। ঐ পোড়ারমুখী গতরখাকি ত মাকে লাগিয়ে এমনটা কর্‌লে। দেখো না ওর মাথা আমি শিগ্‌গির খাচ্ছি।"

"কি আর কর্‌বি? মা যে রকম ভালবাসে—"

"সে দিন আর নেই, চাকা ঘুরে গেছে।"

"তাই নাকি! কেন রে কি জন্যে?"

"সেই ডিস্ কাপ ভাঙ্গার দিন থেকে।"

"বেশ হয়েছে। মা যেন ওর নামে গলে যেতেন।"

"ও আর কি হয়েছে, আরও কি রকম জব্দ করি দেখো না।"

"কি কর্‌বি? ওকে বাগে পাবিই বা কি করে?"

"আমার কাছে শোয়, আমি আর বাগে পাব না।"

"কি রকম জব্দটা শুনি না?"

"ভিজে খোলের সঙ্গে গাঁদালপাতার রস মিশিয়ে বিছানায় ঢেলে দেবো, মা সেদিন আমার গদি তোষক সব নতুন তৈরি করিয়ে দিয়েছে, ভারী রেগে যাবে।"

"তোর যে এত বুদ্ধি তা জান্‌তুম্ না। বেড়ে মতলব করেছিস্ তো।"

"প্রথম ত এই করে দেখি, পরে অন্য ফন্দি খাটাব'খন।"

"কিরে, ছাতে সন্ধেবেলা হিমে ভাই বোনে তোরা কি কর্‌ছিস্?" এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বের বাটীর ডাক্তারদের বৌ তাহাদের ছাত হইতে মোক্ষদাবাবুর বাটীর ছাতের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "কে মাসীমা? আমরা এই নীচে যাচ্ছিলুম। তুমি এখন ছাতে এলে যে?"

বসন্ত নামিয়া যাইল। ডাক্তারদের বৌ পদ্মাবতীর কথার উত্তরে কহিল, "কতকগুলো গুল্ শুখুতে দিয়েছি, ঝি মাগীকে তুলে রাখতে বলেছিলুম, সে সন্ধ্যে হতে না হতে বাড়ী চলে গেছে। ঘরভাড়ার ঝি সন্ধ্যে হলে আর একদণ্ড থাকতে পারে না।"

"তাইত, তোমায় আবার কষ্ট করে তুলতে হবে।"

"কি করি বল মা, ঘর সংসার কর্‌তে গেলে কি আর নিশ্চিন্দি হয়ে থাকা চলে। রোজই মনে করি তোদের সঙ্গে একটু কথা কবো, কিন্তু সময় আর হয়ে উঠে না। তোদের বউ কেমন ঘর সংসার কর্‌ছে?"

পদ্মাবতী কথার কিঞ্চিৎ সুর টানিয়া কহিল, "হ্যাঁ—য়্যাঁ ঘর কর্‌ছে বেশ!"

"ওমন করে বল্‌লি যে, তোর সঙ্গে বনে না বুঝি?"

"কপাল দোষে ননদরা বাপের বাড়ী থাকলে লোকে ঐ কথাই বলে বটে। ননদদের সঙ্গে বোয়েদের বনে না, কি বোয়েদের সঙ্গে ননদদের বনে না—তা বলা শক্ত।"

ডাক্তারদের বৌ একটু লজ্জিতা হইয়া পুনরায় কহিল, "না, না তুই দুঃখ্যু করিস্ নি, আমি তোকে ঠেস্ দিয়ে ও কথা বলিনি।"

"ওমা, মাসীমা কি বলে গো, আমি তোমার ওপর দুঃখ্যু কর্‌বো কেন? আর আমাদের দোষ হলে, তোমরা বল্‌বে না ত বল্‌বে কে?"

ডাক্তারদের বৌ আনন্দের স্বরে কহিল, "তাত ঠিক মা। বৌ বুঝি তোর অবাধ্য?"

"আমি কি হুকুম করি যে, আমার বাধ্য হবে?"

"তবে?"

"না অবাধ্য টবাধ্য নয়।"

"বসির সঙ্গে বনে না বুঝি?"

"না, তা এমন ত কিছু দেখি না; তবে দাদা বড় আমল দেয় না। বৌ আমার কাছে থাকে, রাত্তিরে আমার কাছেই শোয়।"

"ও বুঝেছি, তাহলে বসির সঙ্গে এখন ভাব-সাব হয় নি।"

"বোয়ের একটা বড় দোষ আছে।"

ডাক্তারদের বৌ আগ্রহের সহিত কহিল, কিরে, কি দোষ আছে?"

"একটু লাগাতে ভাঙ্গাতে আরম্ভ করেছে।"

"ওমা কি হবে, এক রত্তি মেয়ে এর মধ্যে ঐরকম—বসন্তর বুঝি কান ভারি কর্‌তে আরম্ভ করেছে।"

পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতাভাবে কহিল, "সেটী হবার যো নেই বলে দাদার কাছে ঘেঁস্‌তেই পারে না—আবার কান ভারি।"

"কেন ঘেঁস্‌তে পারে না রে?"

"দাদা তাকে পাগল বলে কাছে আসতে দেন না।"

"তাতেও লাগায় ভাঙ্গায়?"

"মাসীমা যেন কি! দাদাকে কেন, মাকে—মাকে, মার কাছে আমাদের নামে কত কি বলে।"

"ওমা একটুখানি মেয়ের এত গুণ! তা কি লাগায়?"

"আমাদের ভাই বোনের নামে দোষ দিয়ে কত কি বলে, সেইজন্যে মা আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না।"

"ওমা বলিস্ কি গো! তাহলে বড় সর্ব্বনেশে মেয়ে তো, ভাগ্যিস্ তারার সঙ্গে বে হয় নি।"

"তোমার নামেও মার কাছে দু'এক কথা বল্‌তে শুনেছি।"

ডাক্তারদের বৌ চমকিতা হইয়া অতিশয় আগ্রহস্বরে কহিল, "এঁ্যা, বলিস্ কি! আমার নামেও। কি বলে?"

"আমার ঠিক মনে নেই।"

"তবু মনে করে দেখ্ না?"

পদ্মাবতী কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে নীরব থাকিয়া কহিল, "কই মাসীমা, আমার ত মনে পড়ছে না। আচ্ছা তুমি মনে করে দেখ দিকিনি যে, আমাদের বাড়ী তুমি এমন কি কাজ কর্‌তে পার যাতে তোমার নামে বৌ কিছু বল্‌তে পারে।"

ডাক্তারদের বৌ কিছুক্ষণ আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, পরে কহিল, "কি এমন কাজ, আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না।"

"তাইত আমারও ত মনে পড়ছে না, একটু যদি আভাষ পাই তাহলে বল্‌তে পারি।"

"আচ্ছা বসির বে'র সিঁদুর চুবড়ি নিয়ে কোন কথা কি?"

পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মাসীমা, এইবার মনে পড়েছে—ঐ কথাই বটে।"

পদ্মাবতীর বরাবরই সন্দেহ ছিল যে, বসন্তর বিবাহের পরদিবস ডাক্তারদের বউ রূপার সিঁদুর চুবড়ী আত্মসাৎ করিয়াছে এবং উহা

উত্তমরূপে জানিবার জন্য অদ্য এই প্রকার জেরা করিতে লাগিল। চিরকালই প্রবাদ আছে, 'চোরের মন বোঁচকার দিকে।' ডাক্তারদের বৌ মনে মনে জানে 'দোষী' কাজেই সে ঐ কথা নিজেই প্রকাশ করিয়া ফেলিল। তাহার বুকের স্পন্দন কিছু দ্রুত হইতে লাগিল এবং মুখেরও ভাবান্তর হইল, ইহা পদ্মাবতী বেশ বুঝিতে পারিল। তৃষ্ণায় গলা শুখাইয়া যাইলে যে প্রকারে কথা কহে ডাক্তারদের বৌ সেইভাবে পদ্মাবতীকে পুনরায় কহিল, "তোদের বৌ কি বলেছে ?"

পদ্মাবতী আরো একটু নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কহিল, "মা একদিন বল্‌ছিল, 'বে'র সিঁদুর চুবড়ীটা যে কোথায় গেল তার ঠিক হলো না। বসির আবার কিছু অকল্যাণ না হয়।' তাতে বৌ বল্‌লে, 'আমি একজন বৌকে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখেছিলুম, পরে জেনেছিলুম সে আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে।' মা বল্‌লে, 'তাহলে যখন অত খোঁজা খুঁজি হলো আমাকে বল্‌লে না কেন?' বৌ বল্‌লে, 'মনে করেছিলুম বলি কিন্তু আমি বে'র ক'নে, বল্‌তে সাহস হলো না ; তা এখন একবার ওদের বাড়ী খোঁজ কর্‌লে হয় না।' "

"তাতে তোর মা কি বল্‌লে ?"

"বল্‌লে দেখ্‌ব'খন।"

ডাক্তারদের বৌয়ের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল, বাক্য যেন আর মুখ হইতে নির্গত হইতে চাহে না। তাহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া পদ্মাবতী নিঃসন্দেহ হইল যে, একাজ নিশ্চয়ই ইহার দ্বারা হইয়াছে। ডাক্তারদের বৌ অনেক কে সে ভাব গোপন করিয়া কহিল, "বাবা, ওতো তাহলে ভয়ানক মেয়ে, তোদের সংসারটা ছারেখারে দেবে দেখছি। এই বেলা ব্যবস্থা কর্।"

"আমি তো সেই চেষ্টায় আছি কিন্তু তোমাকে একটু সাহায্য কর্‌তে হবে।"

"তোদের বৌয়ের বিপক্ষে যা কর্‌তে বল্‌বি—আমি কর্‌বো।"

"কর্‌তে এমন বিশেষ কিছু হবে না, তবে যদি কোন কথার জন্য মার কাছে আমি তোমায় সাক্ষী মানি, তাহলে তুমি 'হ্যাঁ' বল্‌বে।"

"খুব বল্‌বো, তাঁবা তুলসী ছুঁয়ে বল্‌তে হয় তাও বল্‌বো। আচ্ছা মা কথায় কথায় রাত হয়ে গেল, এখন তবে যাই হিমে আবার গুল গুনো ভিজে যাচ্ছে—" বলিয়া ডাক্তারদের বৌ ছাত হইতে নামিয়া যাইতে আর মোটেই বিলম্ব করিল না। পদ্মাবতী, সরস্বতীর বিপক্ষে ভবিষ্যত ষড়যন্ত্রের পথ কিঞ্চিৎ মুক্ত করিয়া ছাত হইতে নামিয়া গেল।

পরদিন ডাক্তারদের বৌ, ভ্রাতা তারাচাঁদকে ডাকাইয়া, তাহার মারফত, নিজের কন্যার পায়ের মাপ ও একটা রূপার সিঁন্দুর চুবড়ী দিয়া স্যাকরাবাড়ী মল গড়াইবার জন্য পাঠাইয়া দিল।

---

পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদা মামা আজ তাঁহার সমস্ত দেহ ভাগ্নে ভাগ্নিদের দেখাইবার জন্য আকাশে উঠিয়াছেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন যে, 'তোমাদের বংশ পরম্পরায় সকলেই আমাকে মামা বলিয়া আসিতেছে তোমরাও বলিতেছ, আবার তোমাদে পুত্র, পৌত্রাদিও বলিবে, তাহলে বল দেখি, আমি তোমাদের মায়ের ভাই মামা না মামা আমার খেতাব। যেমন হালদার, চৌধুরী, মাসচটক. চট্‌খণ্ডি ইত্যাদি।'

আমি বলিলাম, 'তুমি আমাদের আদিপুরুষের শ্যালক মামা। মামা যে তোমার খেতাব তাহা আমরা বলিতে রাজী নহি, কারণ তোমার একটা দুইটা দোষ আছে। প্রথম দোষ যে, তুমি আজিকার মতন সমস্ত দেহ লইয়া প্রত্যহ দেখা দাও না। দ্বিতীয়, আবাহমান কাল হইতে কত শিশু স্বর্গীয় হাসিতে আধ আধ কথায় তোমায় 'তি' দিয়া যাইতে বলিয়া আসিয়াছে এবং বলিতেছে, কিন্তু তুমি এমন পাষাণ যে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও একটীবার 'তি' দিয়া যাইলে না। কাজেই তোমাকে আমরা মায়ের ভাই মামা বলিব না ত কি বলিব?' এইকথা শুনিয়া চাঁদা মামা লজ্জায় একখানি প্রকাণ্ড কাল মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া পড়িলেন।

হৃদয়বাবুর মনের মধ্যে অন্য একখানি মেঘ দেখা দিয়াছে কিন্তু সেখানে লুকাইবার মত স্থান নাই, সে পশ্চিম গগনের 'ঝোড়ো' মেঘ। তিনি সকালে আফিষে যাইবার সময় মোক্ষদাবাবুর ঝি মারফত সরস্বতীর একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। তাহাতে কেবলমাত্র লেখাছিল, 'বাবা

পত্র পাঠ দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিবেন। আমি এখানে বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছি যাহার দাম দুই শত টাকা।' তিনি পত্র পড়িয়া উৎকণ্ঠিত মনে আফিষ গিয়াছিলেন। এক্ষণে আফিষ হইতে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামাদির পর বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "সতীর চিঠির বিষয়ে কিছু খবর নিয়েছিলে কি?"

"বিকালে প্রফুল্লকে সতীর শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছিলুম, তার শ্বাশুড়ী দেখা কর্‌তে দেয় নি শেষে প্রফুল্ল যখন ফিরে আস্‌ছিল তখন দেখা হয় কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারে নি, সতীও কোন কথা বল্‌তে পারে নি, শুধু 'কে কেমন আছে' এই পর্য্যন্ত।"

"সতীর আকার ইঙ্গিতেও প্রফুল্ল কিছু বুঝতে পারে নি কি?"

"ওতো বল্‌লে, সে রোগা হয়ে গেছে, মনে যেন স্ফূর্ত্তি নাই।"

হৃদয়বাবু একটী বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিলেন, "ওর শ্বাশুড়ীও প্রফুল্লকে কিছু বলে নি?"

"বলেছে, 'তোমার বাপ মাকে বলো, আমার কাছে মেকি চালিয়ে ভাল করেন নি, আর তোমার ভগ্নী চিঠি লিখেছে জান বোধ হয়, টাকাটা যেন কালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' তারপর ঝিকে পাঠিয়েছিলুম তখনও সতীকে আগ্‌লে ছিল। একবার একটু সরে যেতে ঝি সতীকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ব্যাপার কি?' তাতে সে বলেছে, 'তার ননদ একদিন চায়ের বাসন ভেঙ্গে ওর নামে দোষ দেয়, আর একদিন বিছানায় বাট্‌নাগুলে দিয়ে সতীর ঘাড়ে দোষ চাপায় আর এই শীতের রাত্তিরে গদি তোষক সব সতীকে দিয়েই কাচিয়ে ছিল। আর ওর শ্বাশুড়ী জোর করে সতীকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বিছানা মাদুরের দরুণ দুশো টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।'"

"সে তো বুঝ্‌তেই পারা যাচ্ছে, সতী নিজে লিখ্‌লে নিশ্চয়ই সব খুলে লিখ্‌তো।"

"ঝি আরও সব জিজ্ঞাসা কর্‌তো, মাগী আগুনখাকীর মতন এসে প'ড়ল। ঝিকেও আসবার সময় বলেছে, 'তোমাদের গিন্নিকে বলো, আমাদের ঠকাবার জন্যে মেয়েটীকে এতদিন রেখেছিলেন।' "

হৃদয়বাবু দুই হাতে নিজের কপাল টিপিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর পুনরায় কহিলেন, "আচ্ছা ওর ননদের এরকম সতীর পেছনে লেগে লাভ কি?"

"লাভ কিছু আছে নিশ্চয়ই, তবে কি আছে তা আমরা কি করে জান্‌ব।"

"সে, সতী এলে সব জান্‌তে পারা যাবে।"

"হ্যাঁ, সে কথা বল্‌তে ভুলে গেছি, ঝিকে সতীর পাঠাবার কথা বল্‌তে বলেছিলুম—এখন পাঠাবে না।"

"তবেই তো—"

"সে না হয় যখন আসবে জানা যাবে। এখন টাকার কি কর্‌বে?"

হৃদয়বাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "টাকাকড়ি কিছু দেওয়া হবে না। মিছামিছি একটা ফন্দীবার করে টাকা আদায় কর্‌বার মতলব।"

"তাহলে মেয়েটার কি দশা কর্‌বে, ভাবছো?"

"সে যাই করুগ, টাকা আমি ওদের কিছুতেই দেবো না। মেয়ের আর কি করবে?"

"কর্‌বার ঢের আছে, খেতে দেবে না, মারধোর কর্‌বে, পীড়ন কর্‌বে।"

হৃদয়বাবুর মনের মধ্যে তাহার বড় আদরের কন্যার মুখখানি মনে পড়িল। যাহাকে খাইতে দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে অস্থির হইতেন,

যাহাকে একটু জোরে কথা বলিলে বড় বড় চোখ দিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা বাহির হইত। সেই কন্যাকে খাইতে দিবে না শুনিয়া তাঁহার অন্তর শিহরিয়া উঠিল, তিনি বিন্দুবাসিনীকে বলিলেন, "এ কি অত্যাচার বলদিকিনি, এই অন্যায় জুলুমে আজ আমি টাকা দিই কাল আবার একটা মতলব বার করে বল্‌বে টাকা দাও—"

"কি করবে বল! আমরা যখন মেয়ে পেটে ধরেছি, সইতে হবে।"

"তাহলে এ দু'শো টাকা অনর্থক যাবে!"

"উপায় কি?"

"আচ্ছা টাকা না হয় কাল পাঠিয়ে দেবো কিন্তু মেয়েকে নিয়ে এসে আর পাঠাব না।"

হে হৃদয়বাবু! আপনি কন্যার পিতা হইয়া এই প্রকার জেদ করিবেন না। সাবধান!

বিন্দুবাসিনী কহিলেন, "তা কি হয়, তারা রাখ্‌বে কেন?"

"আমি জোর করে রেখে দেবো।"

"মেয়ের উপর জোর, যে দিন দান করেছ সেইদিন হতে গেছে।"

"এ কি বিচার! আমার মেয়ের প্রতি অপরে অন্যায় করবে আর আমার কোন জোর খাট্‌বে না?"

"এই রকম বরাবর হয়ে আস্‌ছে—কি কর্‌বে বল? এখন রাত হয়েছে শুয়ে পড়, মনটাও ভাল নেই, ওসব কথা থাক। আমি একবার নীচে যাই ঝি, চাকরদের খাওয়া হলো কিনা দেখিগে।" বিন্দুবাসিনী প্রস্থান করিলেন। হৃদয়বাবু একাকী বসিয়া সরস্বতীর ভবিষ্যত চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

"ওরে ওঝি, ঝি, রামা—রামা উঠেছিস্ রে, বামুনমেয়ে নীচে গা, পদী—ও পদী, আ—মর্ সব মরেছে না কি, গেল কোথা !"

অতি প্রত্যূষে মিত্রগিন্নি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটী আলমারীর মাথায় কি অন্বেষণ করিলেন পরে বাটীর সকলকে অতিশয় ব্যগ্রস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যখন কাহারও উত্তর পাইলেন না, তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় পদ্মাবতী চক্ষুমার্জ্জনা করিতে করিতে আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ মা, সকাল বেলা আমাদের ওমন করে ডাক্‌ছ কেন গা ; কি হয়েছে ?"

মিত্রগিন্নি হতাশভাবে কহিলেন, "ওরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে !"

পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ ভীতস্বরে কহিল, "কি হয়েছে মা ?"

"সর্ব্বস্ব গ্যাছে রে, আমার সর্ব্বস্ব গ্যাছে।"

"কি গ্যাছে ?"

"আমি সে দিন সই মেয়ের বাড়ী থেকে এসে আলমারীর মাথায় হার ছড়াটা রেখেছিলুম, এখন দেখি নেই।"

"বল কি মা ! তা কি হতে পারে, তুমি ঘুমের ঘোরে হয়তো ভাল করে দেখ নি।"

"আচ্ছা মা, তুই না হয় ছাখ।"

"দেখছি। কোন্ আলমারীর—"

"খেলনার।"

"ওবাবা, ওযে উঁচু—নাগাল পাব কি করে ?"

"মর্ পোড়ারমুখী! খাটের উপর উঠে ছাখ না। আমিই কি নাগাল পাই?"

পদ্মাবতী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "মা তুমি হারালে হার, আর সকাল বেলা গাল দিচ্ছ আমাকে।"

মিত্রগিন্নি রাগান্বিতা হইয়া কহিলেন, "কি যে দাঁত বে'র করে হাঁসিস্ ভাল লাগে না! এখন আলমারীর মাথা দেখতে পারিস্ ত ছাখ।"

পদ্মাবতী পালঙ্কের উপর উঠিয়া আলমারীর মাথা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল কিন্তু কতকগুলি পুরাতন দেওয়াল পঞ্জিকা এবং ধূলা ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইল না। মিত্রগিন্নি কহিলেন, "কি রে পেলি?"

পদ্মাবতী পালঙ্ক হইতে নামিয়া কহিল, "না মা, তুমি ঠিকই দেখেছ ওখানে হার টার নেই।"

"ওরে আমি কি ভাল করে না দেখে এমন কর্‌ছি।"

"তা হলে সে হার গেল কোথা? আচ্ছা, তুমি আর কোথাও রাখ নি ত। গয়নার বাক্সয় কি অন্য জায়গায়?"

"ওরে না রে না, আমি সে হার বাক্সয় কি অন্য জায়গায় রাখি নি; আমার বেশ মনে আছে, ঐ আলমারীর মাথাতেই রেখেছিলুম। তোর যদি সন্দেহ হয়, এই নে চাবি বাক্সটাও ছাখ।"

পদ্মাবতী দেখিল বাক্সয় সমস্ত গহনা রহিয়াছে কেবল হার ছড়াটী নাই। মিত্রগিন্নি কহিলেন, "আমার কি এত ভুল হবে, তুলে রেখে মনে থাকবে না।"

"বেশ মনে করে দেখদিকিনি, আর কোথাও রেখেছ কি না?"

"ওরে আবাগী, আমার খুব মনে আছে, ঐখানেই রেখেছিলুম।"

"তা হলে কি হলো?"

"যম জানে! ডাক সব—ছেলে, বউ, ঝি, চাকর, বামুন। কি আস্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে চুরি, আজ আমি কুরুক্ষেত্র বাধাব।"

মিত্রগিন্নি অতিশয় চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। এই প্রকার চীৎকার ও হাঁকাহাঁকিতে মোক্ষদাবাবুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং মিত্রগিন্নিকে প্রায় পাগলের মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, সকালবেলা এত চেঁচাচ্ছ কেন?"

এই কথা শুনিবামাত্র মিত্রগিন্নি অধিকতর ক্রুদ্ধা হইয়া কহিলেন, "সখ হয়েছে চেঁচাচ্ছি, আমার যখন ইচ্ছা হবে চেঁচাব, চেঁচাবার আবার সকাল বিকেল কি? তোমার কথা কইবার কি এক্তার আছে, না সহ্য হয় এখান থেকে চলে যেতে পার।"

মোক্ষদাবাবু পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই যে, এইকথা বলার দরুণ বারুদে আগুন পড়িবে। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া স্নানাগারে চলিয়া গেলেন। ক্রমে বসন্ত, হেমন্ত, রাঁধুনী, ঝি, চাকর সকলে মিত্রগিন্নির নিকট উপস্থিত হইল, সরস্বতী অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল; ঘটনাটা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না; কেবল মিত্রগিন্নির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয়েই ত্রস্ত। মিত্রগিন্নি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উচ্চৈঃস্বরে পদ্মাবতীর প্রতি কহিলেন, "পদী, আগে সদর দরজায় চাবি বন্ধ করে আয় বাড়ী থেকে কাউকে বেরুতে দোব না। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার হার নিশ্চয়ই চুরি গ্যাছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁর স্থূলদেহ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণা তাহাতে রাগে চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইয়া অতি ভয়ঙ্করী দেখাইতে লাগিল; তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের ভিতর নিশ্চয়ই কেউ আমার হার চুরি করেছ? আমি সকলের বাক্স

প্যাটরা দেখবো।" তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলেন এবং প্রথমে রামার এঁবো সিন্ধুক তল্লাস করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহার ভিতর বহু আরশুলা এবং বস্ত্রাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না। পরে বামুনদিদির তোরঙ্গও দেখা হইল তাহাতেও হার মিলিল না। ঝি ঠিকে তাহার কিছু এ বাড়ীতে নাই। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া একাকিনী নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার রাখা ভুল? নিশ্চয়ই কেউ সে হার চুরি করেছে।"

কিছুক্ষণ পরে পদ্মাবতী আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ মা, হারের কিছু খোঁজ পেলে?"

মিত্রগিন্নি অত্যন্ত হতাশভাবে কহিলেন, "কৈ কিছুই তো খোঁজ পেলুম না। কি হলো বল্‌দিকি—আমার বাড়ী থেকে হারটা কর্পূরের মতন উপে গেল?"

"তার আর আশ্চর্য্য কি? দাদার বে'র পরদিন অত বড় রূপোর সিঁদুর চুবড়ীটা কি করে উপে গেছল?"

"সেদিন কম্মবাড়ী ছিল, পাঁচজন বাইরের লোক এসেছিল কিন্তু এতে তো বাইরের কেউ আসে নি; বাইরের মধ্যে কেবল ঝি, চাকর আর বামুনমেয়ে, তা ওদের তো সব খোঁজ খবর কর্‌লুম।"

"বাড়ীর সমস্ত লোকের খোঁজ খবর হয়ে গ্যাছে?"

"রামার আর বামুনমেয়ের, ঝি তো ঠিকে ওর আর কি খোঁজ কর্‌বো। আর ওদের ভেতর এমন ভরসা কারুর হবে না যে, আমার ঘরে আলমারীর মাথা থেকে চুরি করবে।"

"তা হলে তুমি আলমারীর মাথায় রাখনি, নিশ্চয়ই ভুলে আর কোথাও রেখেছ।"

"আবাগীকে মার্‌ব এইবার ঝাঁটারবাড়ি—ওরে পোড়ারমুখী যমের বরং ভুল হতে পারে কিন্তু পয়সা টাকায় আমার ভুল হবার নয়।"

"মা তুমি রাগ কর্‌ছ কিন্তু মানুষমাত্রেই ভুল হয়।"

"ওরে আমি সে মানুষ নই।"

"তবে বিশ ভরির হারটা গেল কেন?"

"গেল—বল্‌লেই গেল।"

"আর কাকে ধরবে? এখন ধরবার মধ্যে আমরা ভাইবোন আর বৌ।" পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া আব্দারেরস্বরে পুনরায় কহিল, "আচ্ছা মা, একটা কথা বল্‌ব—না কাজ নেই, তুমি হয় তো কি মনে কর্‌বে।"

মিত্রগিন্নি একটু আশান্বিতা হইয়া আগ্রহের সহিত কহিলেন, "কি কথা রে?"

"না কিছু না। তুমি মনে করবে, মেয়েটার আস্পর্দ্ধা দেখ।"

"না—না, আমি কিছু মনে করবো না। আর তুই আমার পেটের মেয়ে, মা বাপের লোকসান হলে আমরা মনে করবো বলে বল্‌বি নি।"

"এই বল্‌ছিলুম কি—না মা থাক, আমার বড় লজ্জা হচ্ছে।"

মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ কুপিতা হইয়া কহিলেন, "যা আমার কছে থেকে সরে যা, আমি মর্‌ছি নিজের জ্বালায় তোর ন্যাকাম ভাল লাগে না। মার কাছে আবার লজ্জা—মরণ আর কি!"

"রাগ কোরো না মা, বল্‌ছি—এই বৌয়ের দাদা যে দিন আসে, সে দিন হারটা ওখানে ছিল কি?"

মিত্রগিন্নি একটু নম্রস্বরে কহিলেন, "থাকলেও—সে বৌমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা ক'য়েছিল আমি ঘরে ছিলুম।"

"সত্যি কি সে চুরি করবে. তবে মনে সন্দেহ হচ্ছিল তাই বল্‌লুম। তা হলে মা হার ছড়াটা গেল কোথায়—তুমি তো বল্‌লে সকলের বাক্স তোরঙ্গ দেখেছ!"

"সকলে আর কে—চাকর আর বামুনমেয়ে।"

"কেন—আর কারুর দেখবার নেই?"

"আবার কার দেখব?"

"দাদার, আমার, হিমুর।"

"তা হলে তো বৌমারও দেখতে হয়—"

মিত্রগিন্নির কথা শেষ হইতে না হইতে পদ্মাবতী বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়—"

"তোরা সত্যি কি আমার হার চুরি করেছিস্!"

"মানুষের মনে কখন কি হয় তা কি বলা যায়।"

"তা হলেও আমার পেটের সন্তানদের স্বভাব আমি জানি নি।"

"সকলে তো আর পেটের নয়!"

"এত দুঃখেও তুই হাঁসালি। এর ভেতর আবার সতীনের পেটের আছে না কি?"

"তা না থাকুক, অন্য পেটের ত আছে।"

"অন্য পেটের আবার কে! কি বল্‌ছিস্ হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল্ না।"

"বল্‌ছি—আমাদেরও বাক্স, তোরঙ্গ দেখ।"

"না, আমি তোদের কিছু দেখব না।"

"আচ্ছা, আমাদের না দেখ, বৌয়ের দেখ—"

"ওমা বলিস্ কি গো! বৌমা আমার চোর নাকি?"

"তাকি আমি বল্‌ছি, তবে যদি ওর তোরঙ্গয় থাকে।"

"থাকে থাকুকগে। আমি বৌমার কিছু দেখতে পারবোনা।"

"তাহলে যা হয় কর বাপু, একবার দেখলে হোতো। কার মনে কখন কি হয় তাকি কেউ বোলতে পারে।" বলিয়া পদ্মাবতী বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করিল।

মিত্রগিন্নি ভাবিতে লাগিলেন "কার মনে কখন কি হয়" কথাটা নেহাৎ বাজে নয়, তা'বলে আমার ছেলে মেয়েরা, কি বৌমা, একাজ কর্‌তে পারে? কিন্তু তা'হলে হারছড়াটাই বা গেল কোথা। বসির কোন কালে বাক্স টাঙ্ক নেই, হিমুরও তাই, পদির ভাব দেখে মনে হয় না যে নিয়েছে, আর ও নিয়েই বা কোরবে কি। তবে কি বৌ মা! রাম—রাম! ছিছি আমি একি সন্দেহ করছি? বৌমার তো গয়নার অভাব নেই, তার কি এমন প্রবৃত্তি হবে? না, না, সে অসম্ভব। কিন্তু পদির যেন বৌমার ওপর একটু সন্দেহ হয়েছে, তার খুব ইচ্ছে একবার বৌমার বাক্স তোরঙ্গ দেখি, দেখলে নিশ্চয়ই পাবনা, তখন বৌমা কি মনে করবে? লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে, না, না তা কোরবো না, আমার হার না পাওয়া যায় সে ভাল তা'বলে আমি বৌমার কিছু দেখতে পারবো না।

---

২০

মিত্রগিন্নি নিজের ঘরে একাকিনী বসিয়া, হার চুরির সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছে এমন সময় পদ্মাবতী আসিয়া অতিশয় অভিমান স্বরে কহিল—"মা, বৌকে বল্‌লুম আমার সাবান ফুরিয়ে গেছে তোমার একখানা সাবান দাও, আমি মাকে বলে রামাকে দিয়ে আনিয়ে দেবোখন।" বৌ বল্‌লে "সাবান নেই।" আমি বল্‌লুম "তোমার তোরঙ্গয় অনেক ছিল, কৈ দেখি কেমন নেই।" তখন বল্‌লে "আমি তোরঙ্গ ছোঁবনা।" চাবি চাইলুম তাও দিলেনা। তুমি মা রামাকে দিয়ে এখুনি একখানা সাবান আনিয়ে দাও, বেলা হয়ে যাচ্ছে, নাইতে পাচ্ছিনা।" এইকথা বলিয়া পদ্মাবতী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

মিত্রগিন্নির মন অতিশয় সন্দিগ্ধ হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, বৌমা পদিকে চাবি দিলেনা কেন? তবে কি হার ওর কাছে আছে। হতে পারে। বৌমার অন্যায়ের দরুণ তার বাপের কাছ থেকে যে দুশো টাকা নিয়েছিলুম, তার শোধ নেবার জন্যে বোধ হয় এই মতিচ্ছন্ন হতেও পারে। এখন হয়তো নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, এর পর ভাই কি ঝি এলে চালান করে দেবে। পদী আমার বুদ্ধিমতি মেয়ে, ওর সন্দেহ হয়েছে, আমি রাজি হলুমনা দেখে তাই সাবানের অছিলায় নিজে তোরঙ্গ দেখ্‌তে চায়। তাহলে বৌমার বাক্সো প্যাঁট্‌রা গুনো তো দেখতে হবে। যদি হার পাই তাহলে খুন করে ফেলবো। একরত্তি মেয়ের পেটে—পেটে এতো?

এই প্রকার চিন্তার পর মিত্রগিন্নি সরস্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বৌমা, পদী তোমার কাছে সাবান চেয়েছিল, তুমি নাকি দিতে চাওনি?"

সরস্বতী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া মিত্রগিন্নির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ নীচু করিল—কোন উত্তর দিলনা।

মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিলেন—"চুপ করে রইলে যে কথার জবাব দাও না।"

সরস্বতী কহিল—"কই দিদি তো আমার কাছে সাবান চায়নি। আর সাবান যা ছিল দিদি তো সব নিয়েছে, আমার আর একখানিও নেই।"

"দেখ বৌমা তুমি দোষ ঢাক্‌তে আবার মিছে কথা বল্‌ছ, আজকাল ভারি মিথ্যাবাদী হচ্ছ। তোমার চাবি দাও দিকি, কেমন সাবান নেই দেখি।"

সরস্বতী তৎক্ষণাৎ নিজের অঞ্চল হইতে চাবিগুলি খুলিয়া মিত্রগিন্নির হাতে দিল। মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে ডাকিলেন—এবং সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া পদ্মাবতীর কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সরস্বতী পদ্মাবতার কক্ষে শয়ন করিত, সুতরাং তাহার বস্ত্র অলঙ্কারাদিও সমস্ত ঐ ঘরে থাকিত। মিত্রগিন্নি প্রথমে সরস্বতীর কেশ বিন্যাস সরঞ্জমাদির বাক্স খুলিতে উদ্যত হইলে পদ্মাবতী বলিয়া উঠিল—"মা ওতে সাবান থাকে না, ও যে চুল বাঁধবার বাক্স। ঐ তোরঙ্গ দেখ।" কোন চাবিটীতে খুলিতে হইবে সরস্বতীর নিকট জানিয়া লইয়া মিত্রগিন্নি তোরঙ্গ খুলিয়া দেখিলেন তার মধ্যে বস্ত্রাদি সমস্ত বিশৃঙ্খল ভাবে রহিয়াছে। ভাল ভাল কাপড় জামা গুলি এইপ্রকারে নষ্ট হইতেছে দেখিয়া মিত্রগিন্নি রুষ্ট হইয়া কহিলেন "কাপড় চোপড় গুনো এমন করে রেখেছ কেন? ভাল করে গুছিয়ে রাখতে পার না। কোথাকার হা ঘরের মেয়ে এনে জ্বালাতনে পড়েছি।"

সরস্বতী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "বেশ গুছনত ছিল। তাহলে নিশ্চয়ই আমার ট্রাঙ্ক কেউ খুলেছিল।" মিত্রগিন্নি ধমক দিয়া কহিলেন—"তোমার কাছে রইলো চাবি, পরচাবি দিয়ে কার মাথাব্যাথা পড়ে গেছে তোমার তোরঙ্গ খুলতে। কথায় কথায় মিথ্যা কথা।" সরস্বতী আর কোন কথা বলিলনা—কিন্তু সে মনে মনে বুঝিল তাহার ননদিনী নিশ্চয়ই উহা খুলিয়াছিল।

মিত্রগিন্নি তোরঙ্গ হইতে এক একখানি করিয়া সমস্ত কাপড় জামা বাহির করিলেন—কিন্তু একখানিও সাবান দেখিতে পাইলেন না, কিম্বা সাবানের অছিলায় যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাও মিলিল না। তিনি কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িলেন, এবং তোরঙ্গের মধ্যে আর না দেখিয়া বাহিরের বস্ত্রগুলি ভাঁজ করিতে আরম্ভ করিলেন। পদ্মাবতী মাতাঠাকুরাণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল। মা সাবান পেলেনা, ভাল করে দেখনা, ওর ভেতরেই আছে।"

মিত্রগিন্নি নূতন উদ্যমে পুনরায় তোরঙ্গ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইলেন। আরো দুই তিন খানি বস্ত্র বাহির করিবার পর, দেখিলেন একখানি বেনারসী কাপড়ের খুঁটে একটা কি বাঁধা রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা বাহির করিলেন। পদ্মাবতী বলিয়া উঠিল "কাপড়ে ওটা কি বাঁধা মা, সাবান ?" মিত্রগিন্নি কোন উত্তর না দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে উহা খুলিয়া দেখিলেন তাঁহার সেই বিশ ভরির সোণার হার। পদ্মাবতী মনে মনে অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া ও কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল—এই যে তোমার হার। এ হার এখানে এলো কি করে মা ?"

আর সেই হার দেখিয়া সরস্বতীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল! বুক দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং চোখে অন্ধকার দেখিল! বুঝিতে পারিলনা

যে সে দুলিতেছে না সমস্ত বাড়ীটা দুলিতেছে! এত শীতেও সরস্বতী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, আর বুঝি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেনা, মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার চক্ষু হইতে জল গড়াইতে লাগিল! মুখমণ্ডল সহসা বরফের ন্যায় সাদা হইয়া গেল, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন শুকইয়া গিয়াছে! তাহাকে দেখিলে মনে হয় একটা মৃত অসাড় দেহ দাঁড়াইয়া আছে! সে মনে মনে বলিতে লাগিল "একি, এ হার আমার ট্রাঙ্কে কি করে এলো। নিশ্চয়ই এ দিদির কাজ। বাবা, মা, তোমরা কেন আমার বে' দিয়েছিলে। শুনেছিলুম কোন জাতের মেয়ে হলে মেরে ফ্যালে আমাকে তাদের মত মেরে ফ্যালনি কেন। এইবারতো আমি গেলুম। এখন আমায় কে রক্ষা করবে, কি উপায়, হবে ননদ যে আমায় বড় বিপদে ফেল্‌লে। মা গো, বাবা গো, তোমাদের সতীর আজ বড় বিপদ। তোমরা একবার এসে রক্ষে কর। হে ঠাকুর! একবার বাবাকে মাকে পাঠিয়ে দাও। এরা যে আজ আমায় মেরে ফেল্‌বে। এস দাদা, তুমিত মাঝে মাঝে আস এসময় একবার কি এসে পড়তে পারনা? দাদা গো আমি যে আজ গেলুম! হে মা কালী, হে সত্যনারাণ, হে বাবা মহাদেব! আমায় আজ রক্ষা কর, তোমায় তো কত পূজো করিছি। আজ আমাকে বাচাও, এখানে আমার কেউ নেই। আমি কোন দোষ করিনি কিন্তু আমার ট্রাঙ্ক থেকে জিনিষ বার করেছে নিশ্চয়ই চোর বল্‌বে, আমি নির্দ্দোষী কে বিশ্বাস করবে?

সরস্বতী যখন এইপ্রকার চিন্তা করিতেছে তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিলনা বলিলেই হয়। শ্বশ্রুঠাকুরাণী কতপ্রকার গালি দিয়াছেন কিন্তু সে কিছুই শুনিতে পায় নাই। মিত্রগিন্নি ক্ষিপ্রহস্তে যখন তাহার কেশ মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া, বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন—"হারামজাদী,

তাই সাবান দেখতে পদীকে চাবি দিতে চাস্‌নি। আমার জিনিষ চুরি করা।” তখন সরস্বতীর চমক ভাঙ্গিল। সে অতিশয় কাতরস্বরে মিত্রগিন্নির পা দুইটী জড়াইয়া কহিল—“আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি মা, আমি হারের কথা কিছুই জানিনি।” “তুই কিছু জানিসনি, তাই তোর তোরঙ্গ থেকে বেরুলো” বলিয়া মিত্রগিন্নি তাহার উদরে সজোরে পদাঘাত করিলেন।

সরস্বতী অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। মিত্রগিন্নি “চোর চোর” বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিৎকার শুনিয়া, বাটীতে যে যেখানে ছিল সকলে উপস্থিত হইল। বসন্ত মিত্রগিন্নিকে কহিল—“কি হয়েছে মা?”

“ওরে, আমি আগে বুঝতে পারিনি আমি চোরের মেয়ে ঘরে এনেছি, ডাকাতের মেয়ের সঙ্গে তোর বে’দিয়েছি। এই দ্যাখ তোর বৌ আমার হার চুরি করে তোরঙ্গয় রেখেছিল। মার হারামজাদীকে মার। হারামজাদী পাকা চোর। “মার মার” বলিয়া মিত্রগিন্নি বসন্তর পা হইতে চটীজুতা লইয়া সেই মুর্চ্ছিতা বালিকার পিঠে পটাপট্‌ মারিতে লাগিলেন। যখন সত্য সত্যই জুতাটী ছিঁড়িয়া মিত্রগিন্নির হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তখন তিনি কিল, চড়, এবং লাথি মারিতে লাগিলেন। বালিকার কোমল অঙ্গ ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এই প্রকার প্রহারের পর, মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীর প্রতি কহিলেন “পদি, ঘোঁড়ার চাবুকটা নিয়ে আয়, ছোটলোকের মেয়ের দেহ কি শক্ত রে আমার হাতে পায়ে বড্ড লাগছে।” পদ্মাবতী অতিশয় উৎসাহের সহিত চাবুক আনিবার জন্য প্রস্থান করিল।

মোক্ষদাবাবু ব্যতীত এখানে সকলেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু কাহারও

সাহসে কুলাইতেছে না, যে সরস্বতীকে, মিত্রগিন্নির প্রহার হইতে রক্ষা করে, কিম্বা কোন কথা বলে। তবে বামুন দিদি, ঝি এবং ভৃত্য পরস্পরে বলিতে লাগিল যে—"এ নিশ্চয়ই পদ্মদিদির কাজ, এমন রূপে গুণে লক্ষ্মী বৌ চুরি করবে ? গিন্নিমার কি একটু বিবেচনা নেই ?"

পদ্মাবতী পুনরায় আসিয়া কহিল "চাবুক কোথা রেখেছ খুঁজে পেলুম না, খানিকটা মোটা তার এনেছি, এতে হবেনা ?"

মিত্রগিন্নি কহিলেন "গাড়ী ঘোড়া বেচবার সময় চাবুক কোথা রেখেছি মনে নেই, যাকগে ঐ তারেই হবে।"

মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীর নিকট হইতে সেই তার লইয়া পুনরায় সরস্বতীকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় হেমন্ত মিত্রগিন্নিকে কহিল "আর মেরনা মা, বৌদি হয়তো মরে গ্যাছে, তা না হ'লে তুমি এত মাচ্ছ কোন সাড়া শব্দ নেই। তোমার পায়ে পড়ি মা আর মেরোনা।

মিত্রগিন্নি হুঙ্কারের সহিত কহিলেন—"বটে, চোরকে মারবো না। তোর নাল যে গড়িয়ে পোড়্‌ল দেখছি। ঢং করে পড়ে আছে, মনে কর্‌ছে এইরকম করে থাকলে আর মারবেনা। অমন ন্যাকামো আমি খুব বুঝতে পারি।" মুর্চ্ছিতা সরস্বতীর প্রতি কহিলেন—"দাঁড়া হারামজাদী, তোর সাড়া পাই কি না দেখছি।" মিত্রগিন্নি পুনরায় পদ্মাবতীকে বলিলেন—"পদী ! উনুন থেকে শিগগির একখানা হাতা কি খুন্তি পুড়িয়ে নিয়ে আয়তো। বেশ টকটকে লাল করে নিয়ে আসবি। দেখি ওর মুচ্ছো ভাঙ্গে কি না।"

মিত্রগিন্নি এইকথা বলিবামাত্র সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই শিহরিয়া উঠিল। পদ্মাবতী হাতা বা খুন্তি পোড়াইতে রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল; কিন্তু সেখানে হাতা, খুন্তি কিছুই পাইল না, দেখিল উনানে

চায়ের জন্য কেট্‌লিতে জল ফুটিতেছে। সে মনে করিল ইহাতেও তো হাতা খুন্তির কাজ হইতে পারে, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই ফুটন্ত গরম জল মিত্রগিন্নির নিকট আনিয়া কহিল—"মা! হাতা, খুন্তি দেখতে পেলুম না, চায়ের জন্য জল ফুটছিল এনেছি, হবে না?"

মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে ধমক দিয়া কহিলেন—"হারমজাদী, আমার ইচ্ছে কর্‌ছে এইজল তোর গায়ে ঢেলে দি। তোর একটু আক্কেল হলো না যে গরম জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে জুড়িয়ে যাবে, হাতা খুন্তি হলে অনেকক্ষণ চেপে রাখতুম।"

পদ্মাবতী কহিল—"এই ততক্ষণ দাওনা, হাতা, খুন্তি না হয় খুঁজে পেতে পুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছি।"

মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীর নিকট হইতে কেট্‌লিটী লইয়া মূর্চ্ছিতা সরস্বতীর অঙ্গে সেই ফুটন্ত গরম জল ঢালিবামাত্র হেমন্ত তাঁহার পা দুইটী জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—বৌদির গায়ে গরম জল দিওনা মা, বৌদি বোধ হয় মরে গেছে। যদিও না মরে থাকে ঐ জল দিলে নিশ্চয়ই মরে যাবে। তুমি গরম জল রেখে দাও, না হলে আমি তোমার পা কিছুতেই ছাড়বোনা।"

মিত্রগিন্নি কহিলেন ছাড় পা, হারামজাদা ছুঁচো মুখো ছোঁড়া। চোরের উপর আবার দয়া কিরে? তোর দরদ দেখে বাঁচিনি যে। ছাড় পা, ছাড়।" হেমন্ত বলিল—"তুমি আগে কেট্‌লি রাখ।"

মিত্রগিন্নি ভীষণ গর্জন করিয়া কহিলেন "ভ্যাখ হিমু, ন্যাকামো করিসনি বল্‌ছি। ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগেনা। জল জুড়িয়ে যাচ্ছে ভাল চাসতো ছেড়েদে—নৈলে এই জল তোর গায়ে ঢেলে দোবো।"

"তাই দাও মা, তাই দাও, তাহলে আমার হাত আপনিছেড়ে যাবে।"

মিত্রগিন্নি এইপ্রকার বাধা পাওয়াতে, হেমন্তের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন এবং সত্য সত্যই তাহার অঙ্গে সেই গরম জল ঢালিয়া দিতে হস্ত উত্তোলন করিলেন—কিন্তু হেমন্তের মুখের প্রতি চাহিতেই দেখিলেন যে এ তাঁহার নিজের সন্তান, তখন নিরস্তা হইয়া কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে কহিলেন "আমি চোরকে সাজা না দিয়ে ছাড়বোনা। তোমরা সকলে এখান থেকে চলে যাও।"

হেমন্ত কহিল—"আমরা যাচ্ছি, তুমি কিন্তু এরকম সাজা দিওনা মা।"

পদ্মাবতী ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিল। পদ্মাবতীকে মিত্রগিন্নি কহিলেন পদী তুই ঠিক সন্দেহ করিছিলিত। আমি তোর কথা গ্রাহ্যই করিনি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে বৌমা একাজ কোরবে। ওকে বৌমা বলতে আর প্রবৃত্তি হয় না। আমি কিন্তু চোর বৌকে সহজে ছাড়ছিনি। এখন কি করা যায় বলদিকিনি?"

"ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখানে থাকলে একটা না একটা কেলেঙ্কারি কোরবে।"

"বিছানা পত্র নষ্ট করার পর পাঠিয়ে দোব মনে করিছিলুম পরে ভাবলুম ছেলেমানুষ কিছু দিন পরে দোষ সেরে যাবে।"

"কেমন সেরে যাচ্ছে তাত দেখ্‌লে। আর ছেলে মানুষে কাজ নেই, আজই পাঠিয়ে দাও।"

"আজ কি হয়! জুতোর চোটে গা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, তাও বটে, আর আজ পাঠালে ওকে চুরির সাজা দোয়া হলো কি?"

"এখন তো অজ্ঞান হয়ে আছে।"

"ও, কল্লানীর কল্লানো, মিছিমিছি চোখ বুজে পড়ে আছে। হিমু যে পাদুটো ধরে ফেল্লে, জলটাও জুড়িয়ে গেল তা না হলে—ঐ গরম

জলেই কল্লামো বার কত্তুম।"

"এখন কি কোরবে?"

"আপাতক তেতলার কুটুরী ঘরে চাবি বন্ধ করে ফেলে রেখে দি, পরে খাওয়া দাওয়া করে সাজার নতুন ব্যবস্থা করব'খন। আমিও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আয় দিকিনি দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে যাই।" মিত্রগিন্নি এবং পদ্মাবতী মুচ্ছিতা সরস্বতীকে বহন করিয়া তৃতল কক্ষে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সরস্বতীর প্রতি পদ্মাবতী অতিশয় হিংসা করিত, সেইকারণ সে বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে সরস্বতীকে বিশেষরূপে বিপদে ফেলিবার জন্য। আজ তাহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। মিত্রগিন্নি হারছড়াটি আলমারির মাথায় রাখিয়াছিলেন—পদ্মাবতী কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া মনে করিল "মার হারছড়াটি নিয়ে বৌয়ের বিছানার নীচে রাখ্‌তে পাল্‌লে—মা নিশ্চয় ওকে চোর ঠাওরাবে।" এই স্থির করিয়া পদ্মাবতী হারছড়াটী সরস্বতীর শয্যার নীচে রাখিয়া ভাবিল যে "উহা বিছানার নীচে রাখা সুবিধে নয়, যদি ঝি, চাকরে দেখ্‌তে পায় চুরি কত্তে পারে তাহালে আমার কাজ হবে না, অথচ হারছড়াটী যাবে, এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে নিশ্চয় প্রমাণ হয় যে বৌ চুরি করেছে। যে করে হোক্, হারটি বৌয়ের বাক্সোয় কি ট্রাঙ্কে রাখতে হবে।"

পদ্মাবতী এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ হারছড়াটী সরস্বতীর শয্যা হইতে বাহির করিয়া লইল, পরে গভীর রাত্রে ঘুমন্ত—সরস্বতীর অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে একখানি বেনারসী কাপড়ের খুঁটে উহা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

---

২১

সরস্বতীর যখন জ্ঞান হইল তখন রাত্রি প্রায় এক ঘটিকা। সে বুঝিতে পারিলনা—যে কোথায় বা কোন ঘরে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল, তবে সে কোনস্থানে আছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। চারিদিক ঘোর অন্ধকার। উঠিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, সমস্ত দিন অনাহার তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ বেদনা। সরস্বতী পুনরায় শয়ন করিল। বড় তৃষ্ণা, তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মা গো একটু জল দাও। ওঃ, কি অন্ধকার, নিশ্চয়ই রাত্তির, দিন হলে একটু আলো দেখতে পেতুম। আমার যে বড় তেষ্টা পেয়েছে, আর যে সহ্য কত্তে পারিনি মা। বাবাগো, শরীর কেমন কর্‌ছে যে, একটু জল কি কেউ দিতে পারে না? ওগো তোমরা কে কোথায় আছ একটু জল দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি। কেন আমার জ্ঞান হলো, অজ্ঞান হয়ে তো বেশ ছিলুম বেশ ঘুমুছিলুম, কেন ঘুম ভেঙ্গে গেল?" সরস্বতী কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই ধুলায় ধুসরিতা, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতরা বালিকার মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দন কেহই শুনিল না। কেই বা শুনিবে, বাটীতে সকলেই নিদ্রিত। মিত্রগিন্নির সে দিন অতিরিক্ত পরিশ্রম হওয়ায় সাবুর পরিবর্ত্তে গরম লুচি খাইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছেন। সরস্বতী এদিকে ওদিকে দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল যেন জানালার ফাঁক হইতে সামান্য আলো দেখা যাইতেছে, সে পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু

পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর আস্তে আস্তে হামা টানিয়া দেওয়ালের নিকটে গেল এবং দেয়াল ধরিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে দরজার নিকট পৌঁছিয়া দরজা খুলিবার জন্ত টানিতে লাগিল। সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিল দরজা বাহির হইতে বন্ধ। সরস্বতী "মাগো" বলিয়া টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল এবং পুনরায় বলিতে লাগিল, আর যে থাকতে পারিনি, আমার জিভ যে পেটের ভেতোরে টেনে নিচ্ছে, বুকে বড় যন্ত্রণা। কি হবে কেউ তো জল দিলে না। কেমন করে তেষ্টা যাবে।" সরস্বতী মেঝের উপর শয়ন করিয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে পুনরায় বলিতে লাগিল "একটু জল, বড় তেষ্টা, যে জল হোগ একটুখানি।" তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিল ও সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া পড়িল।

মোক্ষদা বাবুর ঘড়িতে দুইটা বাজিল। শীতকালে চারিদিকে কুয়াসায় আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার, সকলেই নিদ্রিত, কেবল আকাশের নক্ষত্র সকল জাগরিত হইয়া সরস্বতীর কাতর ক্রন্দন শুনিতেছিল। সরস্বতী চক্ষু উন্মীলন করিতে, জানালার নিকট মনুষ্যের ছায়ার মত কি দেখিয়া অতিশয় আগ্রহস্বরে কহিল—"ও কি! কে তুমি? ভুত পেতনী, যে হও তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একটু জল দাও।" ছায়া তৎক্ষণাৎ "চুপ" বলিয়া সরিয়া গেল। সরস্বতী সেইভাবে পুনরায় বলিয়া উঠিল—"ওগো তুমি যেও না, যদি দয়া করে এসেছ, দয়া করে একটু জল দিয়ে যাও, আর আমি কথা কবো না, একেবারে চুপ করে থাকবো।" ছায়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিল "জানালার ধারে সরে এসো।" সরস্বতী কহিল "তুমি বোধ হয় ঠাকুরপো? জান্‌লার দিকে কি করে যাবো ঠাকুরপো? আমি যে উঠতে পাচ্ছিনি।" ছায়া কহিল খুব আস্তে

আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে এসো, না হলে জল খাবে কি করে? ঘরে যে চাবি দোয়া।" সরস্বতী অতিকষ্টে মেজের উপর গড়াইয়া গড়াইয়া জানালার নিকট আসিয়া কহিল—"এই এসিছি ঠাকুরপো, কই জল?"

ছায়া—"চুপ, ঠাকুরপো নয়।"

সরস্বতী—"তবে কে তুমি? এ বাড়ীতে আমার উপর দয়া ক'রে এমন কে আছে। বল কে তুমি? তুমি কি দিদি? আরো কি ইচ্ছে আছে দিদি? ইচ্ছে তোমার যাই থাকুক আগে একটু জল দাও তেষ্টা আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনি। কেন দিদি আমাকে এমন করে সাজা দিচ্ছ, তোমার তো কিছুই করিনি।

ছায়া কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল না। ক্রন্দন দমন করিয়া কহিল—"তুমি যদি কথা কইবে, তাহলে আমি চলে যাবো, আগে বলিছি আমি ঠাকুরপো নই এখন বল্‌ছি দিদিও নয়। আমি কে তোমার জানবার দরকার নেই, তুমি শিগ্‌গির জল খেয়ে নাও। বাড়ীর যদি কেউ উঠে পড়ে তোমার জল খাওয়া ঘুচে যাবে আর আমার ভাত খাওয়া ঘুচে যাবে।"

সরস্বতী—"আচ্ছা আর আমি কথা কইবো না, দাও জল।"

ছায়া—"তোমার কাছে গেলাস কি ঘটী কিছু আছে?"

সর—তাতো জানিনি, যদি থাকে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনি, আর খুঁজতেও পারবো না।"

ছা—"বোধ হয় কিছু নেই। আচ্ছা তুমি জানালার ফাঁক দিয়ে কুঁজোর মুখ ধরে জল খেতে পারবে?"

সর—"খুব পারবো। কই শিগ্‌গির দাও।"

ছায়া একটী কুঁজোর মুখ জানালার ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া কহিল

"এই নাও, খুব আস্তে একটু একটু খাও, তাড়া হুড়ো কোরোনা, গলা শুকিয়ে আছে জল আটকে যেতে পারে।"

সরস্বতী "আচ্ছা" বলিয়া যেমন ধরিতে যাইবে অমনি কুঁজোটা ছায়ার হাত হইতে ফস্কাইয়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া সমুদয় জল পড়িয়া গেল। ছায়া শিহরিয়া "সর্ব্বনাশ! কি কর্‌লি পোড়া কপালী, আমি যে অনেক বিপদ মাথায় নিয়ে এই জলটুকু তেতলায় বয়ে এনেছিলুম।" বলিয়া কুজার ভাঙ্গা খোলাগুলি কুড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। সরস্বতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"মাগো, এ কি হলো, জল পেয়েও খেতে পেলুম না। কি হবে, আর একটু কি আন্‌তে পার না? সরস্বতী কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় কহিল—"কৈ তুমি কথা কইছনা কেন? একবার দয়া করেছিলে আর একবার কর।" সে এবারও কোন উত্তর পাইলনা। সরস্বতী মনে করিতে লাগিল—"এ নিশ্চয়ই আমার ননদিনী।

এমন সময় একটা বিড়াল বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিল সরস্বতী অতিশয় ভীতা হইয়া মৃতার ন্যায় সেই স্থানে শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে ছায়া পুনরায় আসিয়া, সরস্বতীর অঙ্গে ঠেলা দিয়া ডাকিতে লাগিল. কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া মনে করিল—"সরস্বতী বুঝি তৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গিয়াছে।" পুনরায় সে কিঞ্চিৎ জোরে ঠেলা দিতে, সরস্বতী অতিশয় ক্ষীণস্বরে বলিল "জল।" ছায়া কহিল আর তো জল পাওয়া মুস্কিল।"

সরস্বতী—"না মুস্কিল হলে হবে না, যেথা থেকে পারো এনে দাও। তুমিতো চলে গেছ্‌লে, তবে আন্‌লেনা কেন?"

ছায়া—"আমি নীচে দেখতে গেছলুম কেউ উঠেছে কি না। কুঁজোটা যেন ভেঙ্গে যায় বড্ড শব্দ হয়েছিল।"

সর—ওমনি জল আনলে না কেন ?

ছায়া—আমার কাছে যে টুকু ছিল এনেছিলুম। এত রাত্তিরে আর কোথায় জল পাবো, তাই ভাবছি !”

সর—“না ভাবলে হবে না, আনতেই হবে, না হলে আর আমি বেঁচে থাকতে পারবো না।”

ছা—“জল পাবার আর কোন উপায় দেখছি না।”

সর—“কেন আমার মনে হচ্ছে ছাতের ট্যাঙ্কে আছে, তা থেকে তো জল আন্‌তে পারো।”

ছা—“সে জল খাবে কি, সে যে বড় নোংরা।”

সর—“আমি এখন নর্দ্দমার জল পেলে খাই, সে তো গঙ্গাজল।”

ছায়া ভাবিল, “সত্যই তো সে জল এমন কি খারাপ, আর খারাপ হলোই বা, খেয়ে তো এখন জীবন বাঁচুক। প্রকাশ্যে কহিল—“কিসে করে আন্‌বো, এখানেতো কোন জায়গা নেই।

সরস্বতী হতাশ হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল—“তোমার কাপড়টা ভিজিয়ে আনো না,—না না তুমি চলে যাবে, আমার কাপড়টা নিয়ে বেশ সপ্‌সপে করে ভিজিয়ে আনো।” ছায়া মনে করিল সে কথা মন্দ নয়, কিন্তু ওর কাপড় রক্তে ভিজে রয়েছে যে ! তা থাকুকগে—ওকে বলে কাজ নেই—মরণের চেয়ে ভাল “আচ্ছা তোমার কাপড়টাই দাও।” বলিয়া ছায়া জানালার ফাঁক হইতে সরস্বতীর পরণের কাপড় খানি টানিয়া লইল। এবং ছাতের ট্যাঙ্ক হইতে ভিজাইয়া সরস্বতীকে দিল কিন্তু সরস্বতী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে কাপড়ে জল চাপিয়া কিম্বা নিংড়াইয়া পান করিবার ক্ষমতা নাই। সে সেই ভিজা কাপড় চুষিয়া জল পান করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পান করিবার পর কহিল—"আঃ বাঁচলুম ! কে তুমি আমাকে আজ বাঁচালে বল্‌লে না ?" কিন্তু সরস্বতী একথা বলিবার অনেক পূর্ব্বে ছায়া অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। সে আর কেহ নহে, মোক্ষদা বাবুর পাচিকা, আমাদের বামুন দিদি। তখন রাত্রি প্রায় চার ঘটিকা।

---

## ২২

প্রত্যহ যেমন প্রভাত হয়, আজও হইল। মোক্ষদা বাবুর বাটীতে, প্রত্যহ প্রাতে যাহারা উঠে তাহারা উঠিল। প্রত্যহ যাহারা চা পান করে তাহারা তাহা করিল। মিত্রগিন্নির চিরকালের অভ্যাস, প্রাতে মশারির মধ্যে চা পান না করিলে উঠিতে পারিতেন না, তাঁহারও প্রত্যাহিক চা পান হইল। সরস্বতী কখন চা পান করে না, সুতরাং এ সময়ে তাহার খোঁজ পড়িল না। ক্রমে যে যাহার কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বেলা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে আহারাদির পালা আসিল। কেহ আহার করিলেন, কেহ খাইল, আর কেহ বা গিলিল। অর্থাৎ অবস্থাপন্ন লোকে আহার করেন, গৃহস্থেরা খায় আর গরীব লোকেরা গেলে। মোক্ষদা বাবুর বাটীতে সকলেরই, আহার, খাওয়া এবং গেলা কার্য্য প্রত্যাহিক নিয়মে সম্পন্ন হইল। সরস্বতীকে, আহার করিতে, খাইতে বা গিলিতে কেহই খুঁজিল না। কেবল বামুন মেয়ে বা বামুন দিদি, খাইবার পূর্ব্বে, মিত্রগিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বৌদিদির ভাত কি উপরে দিয়ে আসবো ?" তাহাতে মিত্রগিন্নি কিসকিন্ধ্যা বাসিনীর মত, দন্ত খিঁচাইয়া বলিয়াছিলেন—"চোরকে আবার খেতে দোয়া কি, মাথাব্যথা দেখে বাঁচিনি যে। তোমার সঙ্গে সড় ছিল বুঝি ?" বামুন দিদি লজ্জিতা হইয়া প্রকাশ্যে কোন কথা বলিল না বটে কিন্তু মনে মনে বলিতে লাগিল—"এ বাড়ীতে নিশ্চয়ই নারী হত্যা হবে দেখতে পাচ্ছি। বড়লোক হলে কি বিবেচনা কম হয়, না ইচ্ছে করে অগ্রাহ্য করে, তোমরা বাড়ীশুদ্ধ লোক দুধের উপর চিনি দিয়ে

খাওয়া দাওয়া করে নিশ্চিন্দি হয়ে আরাম নিতে গেলে, আর সেই দুধের বাছা মলো কি রইলো একবার কেউ খবরও নিলেনা। সংসারে এই পিশাচেরা আমাদের অন্নদাতা মনিব। "ইচ্ছাময়ীর কি বিচার তা তিনিই জানেন।" মিত্রগিন্নি আহারাদির পর প্রত্যহ যেমন শয়ন করেন তেম্‌নি করিলেন এবং প্রত্যহ যেমন নাসিকা গর্জ্জন হয়, আজও সেই প্রকার ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় দুই ঘটিকা, ঝি কাজ করিতে আসিয়া দেখিল, বামুন দিদি—মেঝের উপর শুইয়া, উঃ, আঃ, গেলুমরে, মলুমরে বলিয়া চিৎকার করিতেছে। ঝি ভীতা হইয়া বামুন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল—"বামুন দিদি তুমি অমন করে কাতরাচ্ছ কেন গা ?"

"বড় অসুখ কচ্ছে।"

"কি অসুখ ?"

"পেটে বড় ব্যথা ধরেছে।".

"কি করে ব্যাথা ধরলো ?"

"খেতে বসে দু গাল ভাত যেমন মুখে দিইছি এমন ব্যথা ধরলো যে কথা কইতে পারলুম না কাউকে যে ডাকবো তারও ক্ষমতা ছিল না, এখন একটু কমেছে তাই তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছি।"

"দু গাল মুখে দিওছ বোলছ, কিন্তু ভাত যেমন বাড়া তেম্‌নি তো রয়েছে। হাত দিয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না। যাক এইবার ব্যথাটা কমেছে খেয়ে নাও। বাসন গুলো তো মাজতে হবে।

"ওবাবা তুমি আমায় মর্ত্তে বল নাকি ? আজ আমি ভাত খেলে বাঁচবো। কাটা ছাগলের মতন ছটফট কত্তে হবে।"

"কৈ তোমার এরকম অসুখতো কখনো দেখিনি।"

"অসুখ না হলে, দেখবে কি করে।"

"তাহলেতো ভাত গুনো নষ্ট হবে। গিন্নিমা শুনলে কিন্তু রক্ষে রাখবে না।"

"তাইতো, কি করি বল দিকিনি।"

"আমি আর কি বলবো বাপু।"

"তুমি যদি এক কাজ কর তাহলে রক্ষে হয়।"

"কি কাজ?"

"গিন্নিমার কাছে গিয়ে বলো, বামুন দিদির খেতে বসে পেটে বড় ব্যথা ধরেছে তাই ভাত খেতে সাহস কচ্ছে না, যদি জোর করে খায় তাহলে ব্যথা বাড়তে পারে, তাতে হয় তো পাঁচ সাত দিন পড়ে থাকতে হবে, রান্না বান্না সব বন্ধ হয়ে যাবে, তা আপনি কি বলেন। আর যদি জিজ্ঞেস করে কত গুনো ভাত, বল্‌বে মুঠো খানেক। দেখো যেন অনেক বলোনা, একথাটী আমার রেখো।"

"ঝি ভাবিল বামুন দিদিকে হাতে রাখা ভাল, ওর হাতেই খাওয়া দাওয়া।" প্রকাশ্যে কহিল—"না অমি অনেক ভাত বলে কি তোমায় বকুনি খাওয়াবো।"

"তবে তুমি এই বেলা বলে এসো।"

"মিত্রগিন্নি নিদ্রার এক অঙ্ক শেষ করিয়া যখন দ্বিতীয় অঙ্কের মহলা দিতেছিলেন—সেই সময় ঝি উপস্থিত হইয়া ডাকিল,—তিনি অর্দ্ধনেত্রে একবার চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জড়িতস্বরে কহিলন, "কি রে," ঝি বামুন দিদির শিখান মত সমস্ত কথা বলিল। শুনিয়া মিত্রগিন্নি ভাবিতে লাগিলেন—"বামুন মেয়ে যদি অসুখে পাঁচ সাত দিন পড়ে থাকে তাহলেত মুস্কিল, আমাকেই হাঁড়ি ঠেলতে হবে।"

তিনি হাই তুলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া তীব্র দৃষ্টীতে কহিলেন—"অসুখ যদি করে ভাত খেয়ে কাজ নেই। তবে ভাত গুনো নষ্ট হবে, যে চালের দর। কত গুনো ভাত?"

"এই মুটে খানেক হবে?"

"তবে গরুকে দিতে বলগে।"

ঝি প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে মিত্রগিন্নি ঝিকে ডাকিয়া পুনরায় কহিলেন—"বামুন মেয়ের ব্যথাটা কিছু কমেনি কি?"

"আগেকার চেয়ে একটু কমেছে, এখন কথাবার্ত্তা কইছে।"

"বলগে ভাত গুনো গরুকে না দিয়ে উপরে চোর হারামজাদিকে দিতে। এই নাও চাবি। আর থালায় যেন দেয় না। ঘরের মেজেতে ঢেলে দিতে বোলো। তারপর ঘর বন্ধ করে চাবি যেন আমায় দিয়ে যায়।"

ঝি বামুন দিদির নিকট আসিয়া, মিত্রগিন্নি যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন সমস্ত বলিয়া চাবিটী দিল। শুনিয়া বামুন দিদির অসুখ মন্ত্রের মত আরোগ্য হইয়া গেল—এবং ঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে মিত্রগিন্নির এখন কিছুক্ষণের জন্য ঘুম হইতে উঠিবার সম্ভাবনা নেই। বামুন দিদি মনে মনে বলিতে লাগিল—"হে মা মঙ্গল চণ্ডী! রক্ষে কোরো মা।" সে তৎক্ষণাৎ ভাতের থালা এবং একঘটী জল লইয়া সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল যে—সে ঘুমাইতেছে। দুই তিন বার ডাকিয়া কোন সাড়া পাইলনা। বামুন দিদি ভীতা হইয়া মনে করিল যে সরস্বতী বুঝি চির দিনের মত ঘুমাইয়াছে, কাহাকে আর ভাত খাওয়াইবে। তাহার সেই ভিজা কাপড়ের কিয়দংশ মুখের মধ্যে রহিয়াছে। পরণে কেবল মাত্র সেমিজ তাহাও রক্তে ও ধুলায় অতিশয় কদাকার

হইয়াছে। দারুণ শীতে ঘরের মেজের উপর ঘাড় গুঁজিয়া কুণ্ডলাকারে শয়ন করিয়া আছে। বামুন দিদি সরস্বতীর অঙ্গে ঠেলা দিয়া ডাকিল তাহাতেও জাগিবার কোনে লক্ষণ দেখা গেল না। বস্ত্র সরাইয়া মুখের মধ্যে একটু জল দিল কিন্তু জল মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বুকে হাত দিয়া দেখিল স্পন্দন অতিক্ষীণ। বামুন দিদি পুনরায় সরস্বতীকে দু তিন বার ডাকিল কিন্তু এবারেও কোন সাড়া পাইল না—তখন সে উহার মাথায় ও মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া নিজের অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল তাহাতেও সরস্বতীর চৈতন্য হইলনা। বামুন দিদি অতিশয় ভীতা ও অনুতপ্তা হইল—তাহার নিশ্চয় ধারণা হইল যে সরস্বতী বুঝি আর বাঁচিবেনা। সে কাঁদিতে লাগিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল—"গেল, সব ফুরুলো, আহা, বাছা বেঘোরে গেল, মা বাপকে একবার দেখতে পেলে না, পোড়াকপালী কি অদৃষ্টই করেছিল। এদের আর কি, ছেলের আবার বে দেবে, কিন্তু মা বাপ এমন স্বর্ণ প্রতিমা হারিয়ে কি করে বেঁচে থাকবে!

বামুন দিদি এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে দেখিল যেন সরস্বতীর চোখের পাতা একটু নড়িয়া উঠিল, কিন্তু সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, দেখিবার ভুল মনে করিয়া সরস্বতীর মুখের পানে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টী রাখিয়া দেখিল সত্য সত্যই তাহার চোখের পাতা নড়িতেছে। বামুন দিদি অতিশয় আগ্রহস্বরে "বৌ দিদি" বলিয়া ডাকিল। সরস্বতী একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া মর্ম্মভেদীস্বরে "মাগো বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

বামুন দিদি পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ডাকিবার পর, সরস্বতী চক্ষু উন্মিলন করিয়া বামুন দিদির মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টীতে

চাহিয়া রহিল। বামুন দিদি অতিশয় আনন্দিতা হইয়া কহিল—"বৌদি একবার উঠে বস্‌তে পারবে?" সরস্বতী কোন কথা না কহিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু একটু উঠিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল।

"থাক তুমি নিজে পারবে না।" বলিয়া বামুন দিদি সরস্বতীকে অতিসন্তর্পণে দেওয়ালে ঠেস দিয়া উপবেশন করাইয়া মুখ ও চোখ ধুইয়া দিল। সরস্বতী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সজীব হইয়া উঠিলে বামুন দিদি কহিল—"আস্তে আস্তে দুটী ভাত খাওনা, কাল থেকে ত কিছুই খাওনি, ক্ষিদে পায়নি কি?"

সরস্বতী অতিশয় মৃদুস্বরে কহিল—"ভাত খেতে আমার ইচ্ছে নেই আমাকে একটু জল দাও।"

বামুন দিদি বুঝিল তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে গেছে ভাত খেতে ভাল লাগবে না। সে তাহাকে জল দিল এবং "এখনি আস্‌ছি," বলিয়া সরস্বতীর ভিজা কাপড় খানি লইয়া প্রস্থান করিল যাইবার কালিন নিত্রগিন্নি ও পদ্মাবতীর কক্ষে অতি সাবধানে দেখিল—যে তাহারা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

বামুন দিদিকে নীচে আসিতে দেখিয়া ঝি কহিল—"কৈ, সে বাস্থন গুলো আন্‌লে না, বৌদিদির খাওয়া বুঝি এখন হয়নি?"

"বাস্থন এখুনি এনে দিচ্ছি। তুমি আগে আমায় দুটো বাটী ধুয়ে দাও দিকি।"

"কলে এখনও জল আসেনি কি দিয়ে ধোবো?"

"আমি রান্না ঘরের বাল্‌তি থেকে জল দিচ্ছি।"

বামুন দিদি বাটী দুটী লইয়া উনানের উপর কড়া হইতে একবাটী দুধ লইল। দুধ প্রত্যহ থাকিত। যে পরিমাণে দুধ লইল—অপর

বাটীতে সেই পরিমানে জল লইয়া কড়ার দুধে ডালিয়া দিল এবং বাটীর দুধটী অধিক উষ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে উনানের নিচে গরমের মধ্যে রাখিয়া দিল। উনানে তখনও অল্প অল্প আঁচ ছিল, পরে সরস্বতীর কাপড় খানি কাচিয়া এবং দুধের বাটী লইয়া বামুন দিদি পুনরায় সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইল। এবারেও মিত্রগিন্নির এবং পদ্মাবতীকে দেখিয়া যাইতে ভুলিল না। "বৌদি শিগ্‌গির দুধটুকু খেয়ে নাও দিকি।"

বলিয়া বামুন দিদি নিজ হস্তে—দুধের বাটিটী সরস্বতীর মুখে ধরিল, পাছে পূর্ব্বরাত্রের কুঁজার মত অবস্থা হয় বলিয়া। সরস্বতী অল্প অল্প করিয়া সমস্ত দুধটুকু পান করিল। দুধ পান করাইয়া বামুন দিদি সরস্বতীর কাপড় খানি রৌদ্রে শুকাইতে দিল, এবং পুনরায় সরস্বতীর নিকট আসিয়া কহিল—"শরীরটা এখন কেমন বোধ হচ্ছে?"

সরস্বতী এবার কিঞ্চিৎ স্বাভাবিকস্বরে কহিল "তোমার দয়াতে এবার বোধ হয় বেঁচে গেলুম, আর মরবার ভয় নেই, তবে সমস্ত শরীরে বড় ব্যথা হয়েছে; সব চেয়ে ব্যথা পেটে। আর. আমার পায়ে এত বড় ফোস্কা কি করে হলো?"

বামুন দিদি বুঝিল অচৈতন্য অবস্থায় গরম জল ঢালার ফল। প্রকাশ্যে কিছু বলিল না।

সরস্বতী পুনরায় কহিল—"হ্যাঁ বামুন দিদি, এরা কি আবার আমায় মারবে? সত্যি বামুন দিদি আমি হারের কথা কিছুই জানিনি, আমায় মিছি মিছি এমন করে সাজা দিচ্ছে।"

"কি করবে বল উপায় ত কিছু দেখছিনি।"

"এই রকম বন্ধ করে রাখবে কি?"

"বেশী কথা কোওনা, তুমি বড় কাহিল হয়ে পড়েছ।"

"অনেক কথা কইতে ইচ্ছে কর্‌ছে, কিন্তু বল্‌তে বুকে লাগছে।"

"তবে আর কথা কয়োনা, আমি আর থাকতে পারবো না, গিন্নিমার উঠবার সময় হয়ে এলো।"

"আর একটা ছুটো কথা জিজ্ঞেস করি।"

"কি।"

"কাল রাত্রিতে আমায় কে জল দিয়ে গেছলো।"

"তা আমি জানিনি।"

"নিশ্চয়ই তুমি! আর জন্মে বোধ হয় তুমি আমার মা ছিলে—তা না হলে বিপদ মাথায় নিয়ে এই শত্রু পুরীতে কেন আমায় রক্ষে কর্ত্তে আসবে, আর এই ভাত দেখে বুঝতে পার্‌ছি, এ ভাত এরা আমায় দেয়নি, এ যে তোমার খাবার ভাত তাকি আমি বুঝতে পাচ্ছিনি। কেন বামুন দিদি তুমি আমার জন্য উপোষ কল্‌লে। তোমার পায়ে পড়ি আর তুমি এমন করে ভাত এনো না, আমার কপালে যা আছে হবে।"

"আবার তুমি কথা কইছ।"

"আমি যে থাকতে পাচ্ছিনি বামুন দিদি। আর একটী কথা কবো।"

"কি কথা?"

"তুমি এতো দয়া কর্‌ছো, আর একটু দয়া করে আমার বাবাকে একবার খবর দিতে পারনা কি?"

"আমি ত বাড়ির বার হতে পাই না, তা ছাড়া গিন্নিমা বলে রেখেছেন, যে, আমার বাড়ীর খবর যদি বাইরে যায়, তাহলে ঝি চাকরদের ও ঐ রকম দশা করবো। তা সে জন্যে ভেবনা, তোমার বাবা কোন প্রকারে নিশ্চয়ই খবর পাবেন। তুমি আর কথা কোওনা, আমি এখন চল্‌লুম।"

বামুন দিদি সরস্বতীর কাপড়খানি রৌদ্র হইতে আনিয়া কহিল "তোমার কাপড় শুকিয়ে গেছে, পোরে ফেলো, সেমিজ যেমন আছে থাক। আজ কাল ভারি শীত পড়েছে, মনে করেছিলুম একখানা গরম কাপড় দিয়ে যাবো, কিন্তু গিন্নি মা যদি দেখতে পায় তাহলে আমার এখানে আসাত ঘুচে যাবেই তা ছাড়া তাড়িয়ে দিতেও পারে। রাত্রে একটু সজাগ থেকো পারিত ফোস্কার ওষুধ নিয়ে আসবখন।

বামুন দিদি ভাতের থালা ইত্যাদি লইয়া এবং ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। সরস্বতী পুনরায় কারগারে আবদ্ধ হইল।

---

## ২৩

সরস্বতীর বিপক্ষে, পদ্মাবতী অনেক প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াও তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইতে পারিল না বলিয়া রাগে ও দুঃখে পদ্মাবতীর অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। সে কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠি সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক পোড়াইয়া লইল এবং মিত্রগিন্নির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—"মা চান করে বড় শীত কচ্ছিল তাই রদ্দুরে ছাতে যাবার সময় দেখ্‌লুম তেতলার ঘরের সাম্নে কতকগুনো দেশলায়ের পোড়া কাঠি পড়েছিল। এই দেখ। তুমি রাত্তিরে ছাতে গেছ্‌লে?"

মিত্রগিন্নি কাঠিগুলি দেখিয়া সন্ধিগ্ধা ও কুপিতা হইয়া কহিল "পোড়া কপাল, আমি রাত্তিরে ছাতে যেতে গেলুম কেন?" ঘরের সাম্নেই কি সব পড়েছিল?"

"সিঁড়িতেও গোটাকতক পেয়েছি।"

"বটে, তাহলেত হারামজাদীর কাছে রাত্তিরে কেউ যায়। মিত্রগিন্নি একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন—"আচ্ছা, আশে পাশের বাড়ী থেকে আমাদের ছাতে কেউ কি আসতে পারে? ফাঁক ত অনেকখানি।"

"যারা আসবে মনে করে তারা পারে, সে ফাঁকই থাক আর নাই থাক।"

"তাহলে ত খোঁজ নিতে হবে। আর কর্ত্তাকে বলেদিচ্ছি এখুনি যেন ছাতে তারের জাল দিয়ে বন্ধ করে দেয়। ঘরটায় চাবি দোয়া আছেত?"

"আছে।"

"ঠিক দেখিছিস?"

"হুঁ—উ—উ।" আমি কুলুপধরে টেনে দেখিছি।

"সে হারামজাদী আছে ত?"

"আছে।"

"বামুন মেয়ে, ঝি, চাকর সকলকে ডেকে আন্ দিকিনি।"

পদ্মাবতী প্রস্থান করিলে মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরে বলিলেন "হিমুকেও ডেকে আনিস।

মিত্রগিন্নি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"বোধ হয় হারামজাদীকে কেউ খাবার টাবার দিতে যায়। কেই বা দেবে, এক, মনে হয় হিমু—কিন্তু সেত আজকাল বাইরের ঘরে শোয়, রাত্তিরে সেখানে থেকে তেতলায় যাওয়া কি সম্ভব। তাহলে কার একাজ। অন্ধকারে দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে নিশ্চই দেখেছে তার আর ভুল নেই, তবে কে সেইটা ধরা শক্ত। এবার থেকে সিঁড়ির দরজা ও চাবি বন্ধ করে রাখবো। আস পাশের বাড়ী থেকে আসা অসম্ভব, অত ফাঁক।"

ক্রমে একে একে বাটীর সকলেই উপস্থিত হইল। মিত্রগিন্নি তাহাদের "মারবো," "তাড়িয়ে দোবো," খেতে "দোবো না," ইত্যাদি অনেক প্রকার ভয় দেখাইয়া এবং ধমকানি দিয়া কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। শেষে হেমন্ত আসিলে তাহাকেও নানা প্রকার জেরা করিয়া বুঝিলেন, তাহার দ্বারা রাত্রে তেতলায় যাওয়া একেবারে অসম্ভব। অবশেষে মিত্রগিন্নি স্থির করিলেন যে, সরস্বতীকে পীড়ন করিলেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার আদরের কন্যা শয়তানী পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

সরস্বতী জানালার নিকট হাতের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিল' দরজা খুলিবার শব্দে চম্‌কিয়া উঠিল—এবং দেখিল শ্বশ্রুঠাকুরাণী ও ননদিনী সম্মুখে, তাহাদিগকে হঠাৎ দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীতা হইয়া বলিয়া উঠিল—"তোমাদের পায়ে পড়ি আর আমায় মের না, বড় লাগ্‌বে, আমার গায়ের ব্যথা এখনো কমেনি, যদি মার আর দিন কতক পরে মেরো, ব্যাথা গুনো ভাল হয়ে যাগ, এর উপর মাল্‌লে সহ্য কর্‌তে পারবো না। এই দেখুন পায়ের ফোস্কাও এখনো শুকোয়নি।"

দুঃখে এক লহমার জন্য মিত্রগিন্নির হৃদপিণ্ডটা কাঁপিয়া উঠিল, এবং এক লহমায় পরিবর্ত্তন হইল। তিনি কহিলেন—"তোমাকে এমন কি বেশী মারা হয়েছে যে, পঁচিশ তিরিশ দিনেও গায়ের ব্যথা কমেনি। ওসব ন্যাকামো আমার কাছে খাট্‌বে না। আমি যা জিজ্ঞেস কর্‌তে এসেছি, তা যদি সত্যি না বলো তাহলে আবার মারবো, আর যাও বা একবেলা খেতেদিচ্ছি বন্ধ করে দোবো।"

"কি জিজ্ঞেস করবেন করুন কেন সত্যি বল্‌বো না।"

"তোমায় কে ভাত দিয়ে যায়?"

"বামুন দিদি।"

"সেত দিনের বেলা, রাত্তিরে তুমি কি খাও?"

"রাত্তিরে ত কেউ কিছু দিতে আসে না।"

"মিথ্যা কথা।"

"না মা আমি সত্যি বলছি।"

"নিশ্চয় তুমি মিথ্যা বল্‌ছ। একবেলা খেয়ে সমস্ত দিন রাত থাকতে পার? আমরা একবেলা খেয়ে উঠতে পারি না।"

কি করবো, রাত্তিরে ত কেউ কিছু দিতে আসে না। আজ থেকে কি আপনি খেতে দিবেন।"

"হুঁ খ্যাংরা দোবো।"

সরস্বতী মনে করিয়াছিল যে তাহার নিষ্ঠুরা শাশুড়ী তাহাকে দুইবেলা খাইতে দিবার জন্যই বোধ হয় অনুসন্ধানে আসিয়াছেন, কিন্তু "খ্যাংরা দোবো" শুনিয়া সে দুই বাহু দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিত্রগিন্নি পুনরায় কহিলেন—"দেখ মিথ্যা কথার দরুণ তোমার এই দশা করিছি তবুও তুমি মিথ্যা কথা ছাড়লে না!"

"না মা, আমি মিথ্যা বলিনি।"

"আর মা বলে ন্যাওটপানা করতে হবে না। ভাল চাওতো সত্যি বল তা না হ'লে মেরে রক্ত গঙ্গা করবো।"

"আমি সত্য কথাই বলছি।"

"হারামজাদী তোর একটা কথাও সত্যি নয় বলিয়া, মিত্রগিন্নি, সরস্বতীর মাথাটা জানালায় সজোরে ঠুকিয়া দিলেন। পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মিত্রগিন্নি গর্জ্জন করিয়া পুনরায় সরস্বতীকে কহিলেন—"বল রাত্তিরে তোর কাছে কে আসে।" কোন উত্তর না পাইয়া মিত্রগিন্নি সরস্বতীকে মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিতে, পদ্মাবতী কহিল—"মা, ওকে মেরে আর কি হবে। মেরে কি সত্যি কথা বলাতে পারবে? এই সে দিন যে মাসিমার কাছে আমাদের নামে কতকি বলেছিল, মানাও দিকিনি, কিছুতেই মানবে না। ওকে বরং বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও আমিত তোমায় রোজ বলছি।"

"পদ্মী বড্ড মনে করে দিইছিস, আমি ওকথা একবারে ভুলে

গেছলুম।” মিত্রগিন্নি বাঘিনীর ন্যায় সরস্বতীর কেশ ধরিয়া কহিলেন “হ্যাঁরে ও ছোট লোকের বেটী ডাক্তারদের বোয়ের কাছে আমার বাড়ীর কি কুচ্ছ করিছিলি?”

সরস্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—“আমার বের পর দিন ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কখন দেখা হয়নি।” পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল “দেখলে মা, একবারে উড়িয়ে দিলে।”

মিত্রগিন্নি সরস্বতীর কেশ সজোরে টানিয়া তাহাকে মেজের উপর ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। সরস্বতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং তাহার কতকগুলি কেশ মিত্রগিন্নির মুষ্টির মধ্যে রহিয়া গেল। মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে কহিলেন—“পদ্মী তোর কথায় আজ আর ওকে মাল্‌লুম না। কিন্তু তাবলে বাপের বাড়ী পাঠাচ্ছিনি। তুই একবার রামাকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি আজ থেকে ওর সাজার নূতন ব্যবস্থা কচ্ছি।”

সরস্বতীকে বিপন্ন করিবার আদেশ, বজ্রাঘাতে মৃত্যু অপেক্ষা পদ্মাবতী শীঘ্র পালন করিয়া থাকে। রামা আসিলে মিত্রগিন্নি কহিলেন—“রামা এই ঘরের নর্দ্দমাটা বন্ধ করে দিয়ে জল ঢাল, যতক্ষণ না উপচে জল বেরিয়ে যায় ততক্ষণ ঢালবি। খুব শিগ্‌গীর যেন হয়, আমি আর বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না।”

হুকুম শুনিয়া রামা সকলের মুখের প্রতি দেখিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিল না, সে বোধ হয় মনে করিল চাকরদের কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই কেবল হুকুম তামিল করিয়া যাও, ভাল হউক বা মন্দ হউক। রামা যত শীঘ্র পারিল আদেশ মত কার্য্য করিয়া চলিয়া গেল।

মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে একখানি ছোট ছিন্ন বস্ত্র আনিতে বলিলেন।

পদ্মাবতী উহা আনিলে তিনি সরস্বতীকে কহিলেন—"এই হারামজাদী ভাল মানুষের মেয়ের মত এই কাপড় খানা পোরে ও কাপড় আর সেমিজ ছেড়েদে তা না হলে মার খাবি।"

সরস্বতী কোন কথা না কহিয়া শ্বশ্রুঠাকুরাণীর কথামত কার্য্য করিল। মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে বলিলেন—"রামাকে বলে রাখিস এই ঘরে কিছু ছোলা আর এক বাল্‌তি খাবার জল রেখে যেতে, তারপর তুই আর একটা চাবি কুলুপ এনে সিঁড়ির দরজাতেও দিয়ে আসিস, আমি এখন চললুম। মিত্রগিন্নি প্রস্থান করিলেন।

---

## ২৪

হৃদয়বাবু আফিস হইতে আসিয়া বিশ্রামাদির পর আহার করিয়া নিজ কক্ষে বসিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে বিন্দুবাসিনী আসিয়া কহিলেন "দেখ সতীর শ্বশুর বাড়ী ঝিকে পাঠিয়েছিলুম, এসে বল্‌লে সতীর খাশুড়ীর শরীর নাকি খারাপ হয়েছে তাই রিখিয়ায় হাওয়া বদলাতে গেছে সতীও সঙ্গে গেছে। রিখিয়া কোন দেশে গা?"

"বদ্যিনাথ থেকে অনেক দূরে।"

"সে কি সহর?"

না, না, সেখানে লোকজনের বিশেষ বসতি নেই, কেবল একটা দুটো বাঙ্গলা আছে!"

"কি করা যায় বলদিকিনি? সতীর জন্য প্রাণ বড় অস্থির হয়েছে।"

"তার জন্যে অস্থির কেন। সেত তার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে গেছে।"

"বাড়ীতে সকলেই রইলো, সুধু শ্বাশুড়ী বোয়ে তেপান্তর মাঠে হাওয়া খেতে গেল এরই বা মানে কি?"

"সে তাদের ইচ্ছে। আর সতীর শ্বাশুড়ী কত গুনো পুরুষের ধাক্কা তা জান?"

"জানলেও, হাজার হোগ মেয়ে মানুষ।"

"কেউ পুরুষ মানুষ সঙ্গে আছে বোধ হয়। একবার প্রফুল্লকে পাঠিয়ে, তার শ্বশুর কিম্বা আমাদের জামায়ের কাছ থেকে ভাল করে নিয়ে আসতে বল। ঝি পাঠিয়ে কি ঠিক খবর পাওয়া যায়?"

"আজ এখুনি পাঠালে হয় না?"

"এত রাত্তিরে তারা হয় ত সব ঘুমিয়েছে, এখন পাঠালে বিরক্ত হবে। কাল সকালে পাঠিও। তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন।

"আমার বড় মন কেমন কচ্ছে। কাল সতীকে ভারি খারাপ স্বপন দেখিছি।"

"কি স্বপ্ন ?"

"সতী আর আমি যেন কোথায় গেছি, সেখানে তিন দিকে পাহাড় আর একদিকে সমুদ্দুর। সমুদ্দুরে কি চমৎকার চাঁদের আলো পড়েছে, সে রকম জোছনা আমি কখন দেখিনি, আর মাঝে মাঝে ভারি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। তারপর ক্রমে ক্রমে সেই হাওয়া বাড়তে লাগলো আর দেখতে দেখতে আকাশে একখানা কাল মেঘ উঠলো। মেঘ দেখে সতী যেন বল্লে—"মা এখুনি বোধ হয় ঝড় আসবে, আমরা ফিরে যাই চল। আমি বল্লুম যে রকম জোর বাতাস হচ্ছে তাতে মেঘ বোধ হয় উড়ে যাবে; কিন্তু বলতে না বলতে সমস্ত আকাশ মেঘে ছেয়ে ফেল্লে আর ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করে ঝড় আরম্ভ হলো আর চারিদিকে বালি উড়তে লাগলো। আমরা আর চেয়ে থাকতে পাল্লুম না আমি সতীর হাত ধরে এক রকম দৌড়ে যেতে লাগলুম, এক পা এগুইত দুই পা পেছিয়ে পড়ি। একবার করে চেয়ে দেখি আর বালির ঝাপ্টায় চোখ বুজে ফেলি। তখুনি মেঘের ডাকের সঙ্গে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হলো আর সমুদ্দুরের কি ভীষণ গর্জ্জন। আমরা একটুখানি আসবার পর একবার চোখ চাইতেই দেখলুম সামনে কতকগুলো যমদূতের মতন লোক আমাদের আগলে বিকট চেঁচিয়ে উঠলো আমি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। কতকক্ষণ পরে জানিনি জ্ঞান হতে দেখি সেই যমদূতের মতন লোকগুনোর সঙ্গে একজন মেয়ে মানুষ রয়েছে।

কি বিশ্রি তাহার চেহারা, অমন চেহারা যে মানুষের হতে পারে তা আমি জানতুম না। তারপর সেই মেয়ে মানুষটা, সতীকে দেখিয়ে দিয়ে তাদের বল্‌লে—"এই মেয়েটার গয়নাগাটি, কাপড় চোপড় সব কেড়ে নিয়ে ঐখানে একটা পাতকো আছে তাতে ফেলেদে।" বলবামাত্র তারা সতীকে ধর্‌তে এলো। আমি সতীকে জড়িয়ে ধরে খুব চেঁচাতে লাগলুম, তাতে তারা খুব রেগে গিয়ে আমার কাছ থেকে সতীকে কেড়ে নিয়ে আমার হাত পা বেঁধে রেখে সতীর গয়না কাপড় সব জোর করে খুলে নিয়ে পাতকোয় ফেলে দিলে, আহা মা আমার কত কাঁদিতে লাগলো। তারপর সেই লোকগুনো আমাকে ধরাধরি করে একটা পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেল, খানিক পরে সেই মেয়ে মানুষটা তাড়াতাড়ি বল্‌লে—"এইবার ফেলেদে," বলবামাত্র তারা আমাকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিলে। পড়ে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখি ভোর হয়ে গেছে। ভোরের স্বপ্ন ফলে যায় বলে আবার ঘুমাবার চেষ্টা কল্লুম কিন্তু ঘুম আর এল না। আমার মন সতীর জন্য বড় অস্থির হয়েছে, তাকে একবার চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পাচ্ছিনি।"

হৃদয় বাবুরও অন্তর ব্যথিত হইল। পাছে বিন্দুবাসিনী আরো বেশী উতলা হন সেইজন্য তিনি সে ভাব দমন করিয়া কহিলেন—"তুমি মিছে মন খারাপ কোরনা। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। সর্ব্বদা মনের মধ্যে যে বিষয় আলোচনা করা যায় তাহাই লোকে স্বপ্ন দেখে। ও কিছু নয়। আজ মন স্থির করে থাক, কাল প্রফুল্লকে পাঠালেই সব খবর জান্‌তে পারা যাবে।"

যে সকল প্রতিবেশিনী ও আত্মীয়াগণ একদিন মিত্রগিন্নিকে বলিয়াছিল,—"তোমার দিদি পছন্দ আছে।" "ঘর আলো করা বউ এনেছ।" "হাজারে একটী মেলেনা।" তাহারা যদি এখন একবার সেই বউকে দেখে তাহলে নিশ্চয়ই বলবে "এতো সে নয় এ যে একটা মানুষের কঙ্কাল।"

প্রায় একমাস হইল সরস্বতী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ আছে। মিত্রগিন্নি তাহার সাজার নূতন ব্যবস্থার জন্য ঘরের মেজেতে জল রাখিয়াছিলেন বলিয়া, সরস্বতীকে কখন পায়ের ভরে বসিয়া বা কখন দাঁড়াইয়া কাটাইতে হইতেছে। তবে মিত্রগিন্নিকে একেবারে পাষাণী বলা যায় না, সরস্বতীর পাছে অনাহারে মৃত্যু হয় সে কারণ দয়া করিয়া তাহাকে বরাবর ছোলা ও পানীয় জল দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং ঘরের মেঝের জল শুকাইয়া যাইলে তাহাও পূরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু দুই দিন হইল সরস্বতীকে কিছুই আহার্য্য দেওয়া হয় নাই। আজ তাহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, বোধ হয় শীঘ্রই তাহার জীবন—প্রদীপ নিভিবে। তাহাকে দেখিলে জীবন্ত মনুষ্য বলিয়া মনে হয় না। দুই দিন একবারে অনাহারে আছে। জঠরানলের জ্বালা আর বুঝি সহ্য হয় না। দারুণ ক্ষুধা, ক্ষুধার তাড়নায় সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতেছে, "মরণ কোথা তুমি? একবার এসে আমাকে এ কষ্ট থেকে মুক্ত কর। হে ঠাকুর! আমাকে মরণের অসুখ দাও, যদি মেরে নাও ফ্যালো অজ্ঞান' করে রাখ, তাহলে আমি এ কষ্ট বুঝতে পারবো না। কতলোক একটুতে

মরে যায় আর আমি এত কষ্টেও মচ্ছিনি কেন। গলায় দড়ি কি করে দেয়, কে দেখিয়ে দেবে? আমার কি মরণ হবে না? আমি কি এম্‌নি অবস্থায় বরাবর থাকবো? উঃ বড় ক্ষিদে, আর যে পারিনি, কি হবে কি করে এ ক্ষিদে যাবে। ওঃ মাগো, তুমি কি করে নিশ্চিন্দি হয়ে আছ, তোমার প্রাণ কি ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে না? শুনেছি সন্তানের কষ্ট হলে মা, তা বুঝতে পারে, তবে তুমি কেন বুঝতে পাচ্ছনা মা? বামুন দিদি গো তুমি কোথায়? একবার দুটী ভাত নিয়ে এসো, যদি ভাত না পার, কিছু খাবার কি একটু দুধ, তোমার পায়ে পড়ি। ক্ষিদে তেষ্টায় যে আমার প্রাণ যায়। বাবা গো! তোমরা কেউ আসছনা কেন? আমার খেতে একটু দেরী হলে, তোমরা যে বড় অস্থির হতে। আজ তবে কেন চুপ করে আছ? তোমাদেরও কি আমার শ্বাশুড়ী ননদ বারণ করে দিয়েছে? কেন এমন হলো আমিতো কারুর কিছু ক্ষেতি করিনি। কি পাপে আমার এমন শাস্তি। কে আমায় শাপ দিলে? উঃ হু হু! পেটের ভেতর যে কেমন করে উঠছে, আর যে সহ্য হয় না।"

সরস্বতী এই প্রকার আর্ত্তনাদ করিতেছে এমন সময় জানালার নিকট পদ্মাবতী হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ বাঃ বৌ ত বেশ এ্যাক্টিং কত্তে পার তোমার ভায়ের কাছে শিখেছিলে বুঝি?"

সরস্বতী, পদ্মাবতীর কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার প্রতি করুণ দৃষ্টীতে চাহিয়া রহিল। পদ্মাবতী পুনরায় কহিল—"বৌ থামলে কেন বলে যাওনা। এটা কোন্ নাটক থেকে শিখেছিলে ভাই? "গিরিশ ঘোষের না ডি, এল, রায়ের?" সরস্বতী একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি আমায় কিছু খেতে দেবে? আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।" পদ্মাবতী কথার কিঞ্চিৎ সুর টানিয়া বিক্রুপের স্বরে কহিল—"আমিত

খেতে দোবার মালিক নই, তা যদি হতুম তাহলে ভীম নাগের সন্দেশ কি নবীন ময়রার রসগোল্লা এনে দিতুম।" সরস্বতী আর কোন কথা না কহিয়া পায়ের উপর ভর দিয়া বসিল এবং দুই হাতে নিজের উদর চাপিয়া "মাগো, বাবাগো" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ দ্বিতলে নামিয়া আসিল। মিত্রগিন্নি তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—"কিরে আছে ত?" পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ ক্রোধের ভান করিয়া কহিল "থাকবেনা ত জ্বালাবে কে। তুমি মা, ওকে পাঠিয়ে দাও, তেজে মটমট কচ্ছে।"

"কি করে বুঝলি?"

"আমি যেতেই বল্‌লে,—"তোমরা যদি খেতে দিতে না পার, বল্‌লেই হয় আমার বাবার কি ভাত নেই।"

মিত্রগিন্নি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি কহিলেন বটে, দাঁড়াও বাপের ভাত খাওয়াচ্ছি। ওমা! আমি ভাবছিলুম, রামার অসুখের দরুণ সময় মত গরুর জাব দেওয়া হয়নি বোধ হয় হারামজাদিকেও কিছু খেতে দেয়নি, তাই বেঁচে আছে কি না তোকে দেখতে পাঠিয়েছিল্‌ুম, তোর কাছে, কোথা কাকুতি মিনতি করবে তা নয় উল্টে তেজের কথা?" মনে কচ্ছিল্‌ুম আগে ওকে কিছু খেতে দিয়ে গরুর ব্যবস্থা করবো।"

"মা, তুমি ভয় পেয়ে, মরেছে কিনা দেখতে পাঠিয়েছিলে, ও আবার মরবে। বাবা, যেন কৈমাছের প্রাণ।"

"ও মরবে বলে নয় যে ভাবে রেখেছি মরে গেলে হাঙ্গাম হুজ্জুত হতে পারে সেই ভয়ে।"

"মা তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কমে আসছে দেখছি।"

"কেনরে?"

"তা নয়ত কি। তুমি ভেবে দেখনি, যাদের টাকা আছে তাদের আবার হাঙ্গাম হুজ্জুতে ভয়? টাকায় সব ভয় কেটে যায়।" তুমি মা, ওকে পাঠিয়ে দাও।"

"এইবার দোব। এখন চ, দিকিনি আগে ওর বাপের ভাতটা দেখাইগে।" মিত্রগিন্নি, পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী মনে করিল, ননদ, শ্বাশুড়ীকে বলিয়া আমার খাবার জন্য নিশ্চিয়ই কিছু এনেছে। সে অতিশয় আগ্রহের সহিত মিত্রগিন্নিকে বলিল—আমার জন্য কি এনেছেন শিগ্‌গির করে দিন, ক্ষিদেতে আমার পেটের ভিতর জ্বলে যাচ্ছে।" মিত্রগিন্নি কহিলেন "ক্ষিদেতে যেমন পেটের ভেতোর জ্বলে যাচ্ছে, তোর কথা শুনে তেম্‌নি আমার গায়ের ভেতোর জ্বলে যাচ্ছে।"

এ কথার মর্ম্ম সরস্বতী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া—"পুনরায় কহিল আপনাদের পায়ে পড়ি আমায় কিছু খেতে দিন।" মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে কহিলেন "আমারা'ত এখন কিছু আনিনি। তুই ভাত খাবি?" সরস্বতী অতিশয় আনন্দস্বরে কহিল "হ্যাঁ মা খাবো আমি অনেক দিন ভাত খাইনি। ভাত খেতে আমার বড্ড ইচ্ছে কচ্ছে।" মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীর প্রতি কহিলেন—"যা ত পদ্দী বামুন মেয়েকে বল্‌গে এখুনি দুথালা ভাত বেড়ে এইখানে দিয়ে যেতে, আর তুই আসবার সময় দুখানা আস্‌ন নিয়ে আসিস।"

পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বামুন দিদি শীঘ্র নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদির সহিত দুথালা অন্ন এবং পদ্মাবতী দুইখানি আসন লইয়া উপস্থিত হইল। মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে আস্‌ন দুখানা জানালার সম্মুখে পাতিতে বলিয়া বামুন দিদিকে কহিলেন—"বামুন মেয়ে তুমি ভাত

রেখে নিচে যাও যদি কিছু দরকার হয় বলে পাঠাব'খন। বামুন দিদি প্রস্থান করিল। সরস্বতী অতিশয় আহ্লাদের সহিত অন্নের প্রতি দৃষ্টীপাত করিতে করিতে জানালার ধারে বসিল। মিত্রগিন্নি মৃদু হাসিতে হাসিতে সরস্বতীকে কহিলেন "কিরে, তুই তাহলে ভাত খাবি?" সরস্বতী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জানালার ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া কহিল "হ্যাঁ মা এই আমার হাতে দাও।" "দিচ্ছি" বলিয়া মিত্রগিন্নি পদ্মাবতীকে কহিলেন—"বোসরে পদী, খেতে বোস।" পদ্মাবতী বসিল এবং অবশিষ্ট ভাতের থালায় মিত্রগিন্নি আহারে বসিলেন। সরস্বতী কহিল "দাও মা শিগ্‌গির দাও, আমি আর থাকতে পাচ্ছিনি।" মিত্রগিন্নি কহিলেন "তুই তো তোর বাপের ভাত খাবি, এ ভাত আমরা খাই তুই বসে দেখ্‌না।" পদ্মাবতীর প্রতি "খারে পদী" বলিয়া মিত্রগিন্নি ও পদ্মাবতী ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য এসময় মিত্রগিন্নির এবং পদ্মাবতীর মস্তকে বজ্র পড়িল না, ভূমিকম্পে মোক্ষদা বাবুর অট্টালিকা ভূমিস্মাৎ হইল না, উল্কাপাতই বা হইল কই, অগ্নিদেবেরও দেখা নেই। মিত্রগিন্নির ও পদ্মাবতীর হৃদয় স্পন্দনও এক মুহুর্ত্তের জন্য থামিল না। মা বসুমতীর যে এত ধৈর্য্য তা জানিতাম না। দর্পহারী শ্রীমধুসূদনও বোধ হয় বড়লোক দেখিয়া ভয় পেয়েছেন।

সরস্বতী পথের কাঙ্গালিনীর ন্যায় বলিল,—"ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে দুটী ভাত দাও তাতে তোমাদের কমে যাবে না। বাড়ীর কুকুর বেরাল মনে করে সুধু দুটী ভাত, আর আমি কিছু চাইনি। তোমরা ত কত ভাত ফেলে দাও, তাই মনে করে দাও। আমি আর থাকতে পাচ্ছিনি, আমার যে কি কষ্ট হচ্ছে তা তোমাদের কি করে জানাবো।

দয়া কর মা! তোমাদের পাতের দুটি দাও, কেবল আজকের মতন, আর আমি কোন দিন চাইব না, আজ আমার বড় ক্ষিদে। তোমরা আমায় যা কর্ত্তে বলবে তাই করবো, যা বলতে বলবে তাই বলবো, সুধু দুটী ভাত চাই।

মিত্রগিন্নি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "হুঁ, এইবার বেটীর তেজ কমে এসেছে। আচ্ছা বল তোর বাবা ছোটলোক, চোর, জোচ্চোর, আর তোর মা, যা না তাই।"

সরস্বতী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল—"ওগো ওকথা কি করে বলবো, তারা যে আমার গুরুজন।"

মিত্রগিন্নি কহিলেন "তাহলে তোর, আমাদের ভাত খেতে ইচ্ছে নেই বাপের ভাতই খাবি দেখছি।" সরস্বতী কোন উত্তর না দিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মিত্রগিন্নি পুনরায় কহিলেন "আচ্ছা নীচে গিয়ে গরুকে জাব দিগে যা। খড় যদি কাটা না থাকে কেটে নিবি, আর উঠোনে কয়লা দিয়ে গেছে ভেঙ্গে রান্না ঘরে তুলে রেখে আয়।" পদ্মাবতীর প্রতি কহিলেন—"পদি এই নে চাবি, খুলে দেত।" পদ্মাবতী কহিল "মা আগে আমরা বাকি ভাত গুনো খেয়েনি, চাবি খুল্‌লে এসেই যদি আমাদের ভাতে বসে পড়ে।" মিত্রগিন্নি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "পদি তোর কি বুদ্ধি মা। ঠিক বলিছিস আমি অতটা ভেবে দেখিনি।"

মিত্রগিন্নি এবং পদ্মাবতী ক্ষিপ্র হস্তে অবশিষ্ট ভাতগুলি খাইয়া সরস্বতীর ঘরের চাবি খুলিয়া দিল। কিন্তু সরস্বতী উঠিল না সেইভাবে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। মিত্রগিন্নি ধমকানি দিয়া কহিলেন "কৈ গেলিনি, ভাল কথায় না গেলে ভাত ত দোবই না উল্টে মারবো।"

সরস্বতী দেওয়াল ধরিয়া আস্তে আস্তে উঠিল এবং ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিল। মিত্রগিন্নি কহিলেন "আবার বস্‌চিস্ যে, যা শিগ্‌গির, এই বেলা গরুকে খেতে না দিলে ওবেলা দুধ পাওয়া যাবে না।"

সরস্বতী বদ্ধ বায়ু হইতে মুক্ত বাতাসে আসিয়া কিঞ্চিৎ আরাম বোধ করিল। সে উঠিল এবং সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া নীচে নামিতে লাগিল। মিত্রগিন্নি উচ্চৈঃস্বরে বামুন দিদিকে দুধ দিয়া যাইতে বলিলেন।

সরস্বতী নীচে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। সে মনে করিতে লাগিল "এখানে ত কেউ নেই এই সময় মার কাছে চলে যাইনা কেন, আর কষ্ট সহ্য কত্তে পারিনি। এরা ত আবার চাবি বন্ধ করে রাখবে, খেতে দেবে কিনা তারও ঠিক নেই যা হয় হোগ আমি মার কাছে যাই এমন সুবিধে আর হবে না। এইপ্রকার মনস্থ করিয়া, সরস্বতী অতিশয় সন্তর্পণে সদরের নিকট যাইয়া দেখিল দরজা খোলা রহিয়াছে। সে পুনরায় মনে করিতে লাগিল, এইত সাম্নে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কি করে যাবো, যেতে যেতে যদি পড়ে যাই, যদি বাড়ী চিনতে না পারি, তাহলে রাস্তার লোক কত কি জিজ্ঞাসা করবেতো, কল্লেইবা তখন বাবার নাম কল্লে তারা কি বাড়ীতে দিয়ে আসবে না? কিন্তু পড়ে গিয়ে যদি অজ্ঞান হয়ে যাই তাহলে কথা কইতে পারবো না, তখন যে তারা থানায় দিয়ে আসবে। শুনিছি কেউ হারিয়ে গেলে দিয়ে আসে। অজ্ঞানই বা হবো কেন? এইত তেতালা থেকে নীচে নেমে এলুম, এই রকম করে যাব, কাছেইত আমাদের বাড়ী।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সরস্বতী, সদরের নিকট রাস্তার ধার পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল এবং পথে লোক যাতায়াত করিতেছে

দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে গুর গুর করিতে লাগিল। সে কিঞ্চিৎ অন্তরালে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি করে যাবো, রাস্তার লোক দেখে হয়ত মনে করবে এমন সময় একলাটী রাস্তায় কেন, কত কি জিজ্ঞেসাও করবে। না গিয়ে কাজ নেই।" সরস্বতী অন্দরের দিকে ফিরিল এবং সিঁড়িতে উপবেশন করিয়া পুনরায় মনে করিতে লাগিল "কিন্তু আমি যে বড় কষ্ট পাচ্ছি আর সহ্য কত্তে পারিনি, আরো যে কত যন্ত্রণা দেবে তাও জানিনি। যে যা বলে বলুক আমি মার কাছে চলে যাই, এমন সুযোগ আর পাবোনা। এই প্রকার চিন্তাতে সে এত তন্ময় হইয়াছিল যে সে কখন উঠিয়া একেবার রাস্তায় নাবিয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই। হঠাৎ সম্মুখে পথিক দেখিয়া সরস্বতী বেগে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে করিতে লাগিল—"এরকম করে গেলে লোকে ত নিন্দে করবে, কত অখ্যাতি দেবে, তাহলে বাবা, মা, দাদা সকলে শুনতে পাবে, তাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হবে, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। না যাওয়া হবে না। বাবা যে আমায় বড্ড ভালবাসে, মা যে কত আব্দার সহ্য করে, দাদা যে আমাকে কত যত্ন করে, সেই বাবা, মা, দাদা, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীদেরওতো মাথা হেঁট হবে। ন্যা, না, না, তাহলে আমি মার কাছে যাব না, আমার যত যন্ত্রণাই হোগ, এরা আমাকে যত কষ্টই দিগ, সহ্য করবো, সেও ভাল তাবলে আমি সকলের মাথা হেঁট করাব না, তাতে আমার কপালে যা থাকে হোগ।" সরস্বতী দ্রুত পদে অন্দরের মধ্যে আসিল। আজ দুদিন একবারে অনাহারে, যে উপর হইতে নীচে আসিতে কতবার বসিয়াছে, সে কি প্রকারে দ্রুত আসিল, কে তাহাকে শক্তি দিল তাহা অন্তর্যামী জানেন।

বামুন দিদি দুগ্ধ দিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিতেই সম্মুখে সরস্বতীকে দেখিয়া কহিল—"শুনলুম তোমাকে কত কাজ কর্ত্তে বলেছেন তুমি যে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ। সব কাজ এর মধ্যে হয়ে গেছে।"

"কাজ কি করে করবো দিদি, আমার মাথা টলচে, গা, হাত, পা, ঝিম ঝিম কচ্ছে।"

"তাকি আমি জানিনি না বুঝতে পাচ্ছিনি," বলিয়া বামুন দিদি ত্রস্তভাবে উপরের দিকে দৃষ্টীপাত করিয়া নিম্নস্বরে পুনরায় কহিল "এখানে কথা কয়ে কাজ নেই, চল রান্না ঘরের কাছে যাই।"

"উভয়ে রান্না ঘরের নিকট আসিলে বামুন দিদি কহিল—"বৌদি "তুমি না লিখতে জান?"

"জানি, কেন?"

"তবে এই সময় তোমার বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দাও না।" সরস্বতী যেন কুল পাইল, আনন্দের সহিত কহিল "ঠিক বলেছ বামুন দিদি, তুমি নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার মা ছিলে, কিন্তু কাগজ কলম কোথা পাব।" বামুন দিদি ভাবিল তাও ত বটে, এখন ওসব পাই কোথা। কারুর কাছে চাইতে গেলে নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে, আর দেরীও হবে, হয়ত গিন্নিমা কি পদ্মদিদিমণি এসে পড়বে। কি করা যায়। বামুন দিদি আর কোন কথা না বলিয়া রান্না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল যদি লিখিবার কোন সরঞ্জমাদি পাওয়া যায়। কিন্তু লিখিবার কোন দ্রব্যই পাইল না। সে কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িল কিন্তু নিরুৎসাহ হইল না। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সরস্বতীকে কহিল, "বৌদি তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি বাইরের ঘরটা দেখ্‌ছি যদি খোলা থাকে" বলিয়া বামুন দিদি যাইবার উপক্রম করাতেই

সরস্বতী কহিল, "কালি কলম নাইবা হলো, বাবাকে কোন রকমে খবর দোয়া তুমি দিদি, যে করে পার একটু কাগজ আর বঁটীখানা এনে দাও আমি একটা আঙ্গুল কেটে লিখে দিচ্ছি।"

বামুন দিদি শিহরিয়া উঠিল এবং মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল "কাগজ এখুনি এনে দিচ্ছি, রান্নাঘরে কত কাগজের ঠোঙ্গা পড়ে আছে কিন্তু তুমি আঙ্গুল কাটবে কি করে বড় যন্ত্রণা হবে যে।"

"যে যন্ত্রণা পাচ্ছি তার চেয়ে বোধ হয় না।"

বামুন দিদি রান্নাঘর হইতে একটুকরা কাগজ এবং বঁটী আনিয়া সরস্বতীকে কহিল—"এনেছি বৌদি, শিগ্‌গির লিখে দাও।" সরস্বতী কাগজ ও বঁটী লইয়া কহিল "কি লিখবো।"

"হারে বোকা মেয়ে তাও বলে দিতে হবে। আচ্ছা বল্‌ছি, লেখ।" সরস্বতী তৎক্ষণাৎ বঁটীর দ্বারা দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলির অগ্রভাগ কাটিয়া বামুন দিদিকে কহিল, "বল।"

বামুন দিদি বলিতে লাগিল :—

"বাবা অনাহারে তেতলার ঘরে বন্দিনী হয়ে আছি, কেঁদে কেঁদে চোখের জল শুকিয়ে গেছে, শেষের দিন খুব কাছে আদরের সতী—ডাক বুঝি আর শোনা হলো না, যদি জীবন্ত মুক্তি—"

এমন সময় ত্রিতল হইতে মিত্রগিন্নি উৎগার তুলিতে তুলিতে বলিয়া উঠিলেন—"কয়লা গুনো পড়ে রয়েছে যে, গরুকে জাব দোয়ো হয়েছে কি ?

মিত্রগিন্নির কথা শুনিবামাত্র সরস্বতীর হাত কাঁপিয়া উঠিল এবং মূহর্ত্তে পত্রখানি পড়িয়া গেল, বামুন দিদি তৎক্ষণাৎ উহা কুড়াইয়া লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে মিত্রগিন্নিকে কহিল "খড় কাটা হচ্ছে, গরুকে আগে খেতে দিয়ে কয়লা তুলবে।" পরে সরস্বতীকে ইঙ্গিতে গোয়াল ঘরে

যাইতে বলিয়া নিজে রান্না ঘরে প্রবেশ করিল।

পত্র লিখিতে বামুন দিদি যাহা বলিয়া দিতেছিল, সরস্বতী অঙ্গুলির রক্তের দ্বারা তাহা লিখিতেছিল। কতদিন খাওয়ার অভাবে এবং দুইদিন অনশনে থাকায় সরস্বতীর শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুকাইয়া গিয়াছিল, যে টুকু বাহির হইয়াছিল তাহাতে পত্র লেখা নেহাৎ অস্পষ্ট হয় নাই' পত্রখানি অসম্পূর্ণ হইল "জীবন্ত মুক্তি" লিখিবামাত্র মিত্রগিন্নির সাড়া পাইয়া আর লেখা হইল না।

বামুন দিদি রান্না ঘরের ভিতর পত্রখানি ভাঁজ করিয়া লইল এবং অতি সন্তর্পণে বাহির হইয়া দেখিতে লাগিল মিত্রগিন্নি ও পদ্মাবতী বারান্দায় আছে কিনা। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সরস্বতীকে সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। সরস্বতী নিকটে আসিলে বামুন দিদি পত্রখানি দিয়া চুপি চুপি কহিল—"শিগ্‌গির তোমার নাম আর ঠিকানাটা লিখে দাও। সরস্বতী একবার উপরের দিকে দৃষ্টীপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "আমার নাম লিখে ঠিকানা দিলে বাবা হয়ত চিঠি দেখবে না।" বামুন দিদি কিঞ্চিৎ কুপিতা ভাবে কহিল—"তোমার মতন বোকা মেয়ে বোধ হয় দুটী নেই, তা না হলে ননদ যা মনে কচ্ছে, তাই কচ্ছে।"

"তুমি রাগ করোনা দিদি।"

"রাগ কি সাধে করি। চিঠিতে আরোও লেখবার ছিল, হল না। ভাগ্যি আমাদের, যে গিন্নি ওপর থেকেই খবর নিয়েছে, যদি নীচে এসে পড়তো তাহলে সর্ব্বনাশ হতো, গুরু রক্ষে করেছেন। যা লেখা হয়েছে ঐ ভাল, আর কাজ নেই। কিন্তু চিঠিটা যে কে লিখলে তাত জানা চাই, তাই বলছি চিঠির ভেতর তোমার নাম না লিখলে তিনি কিঁ করে বুঝবেন যে তুমি লিখেছ?"

"ও, এইবার বুঝতে পেরিছি। বলিয়া সরস্বতী পত্রের ভিতরে নিজের নাম এবং উপরে পিত্রালয়ের ঠিকানা লিখিয়া দিল। তখনও তাহার অঙ্গুলিতে অল্প অল্প রক্ত ঝরিতে ছিল।

পত্রখানি বামুন দিদি পুনরায় লইতে সরস্বতী কহিল—"কি করে পাঠিয়ে দেবে ?"

"সে ভাবনা তোমায় কত্তে হবে না। তুমি এখন উঠনে গিয়ে দাঁড়াও আমি সব বেবস্থা করে দিচ্চি।" সরস্বতী উঠানে যাইল।

---

২৬

প্রাতঃকালে হৃদয় বাবু চা পান করিয়া আফিষের কাজ করিবার উদ্যোগ করেতেছিলেন, বাটীতে আফিষের কাজ তিনি মধ্যে মধ্যে করিতেন। এমন সময় বিন্দুবাসিনী আসিয়া কহিলেন—

"হ্যাঁগা, কি হবে, আমি যে মনকে কিছুতেই বোঝাতে পাচ্চিনি।"

"প্রফুল্লকে পাঠিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কি জেনে এলো।"

„সে এসে যা বল্লে, তাতে আমার আরো সন্দেহ হচ্চে।"

"কি সন্দেহ ?"

"সতীর নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে।"

"প্রফুল্ল কোথায় ?"

"বটুকখানায়।"

"একবার ডাক দিকিনি।"

বিন্দুবাসিনী অন্দরের বারাণ্ডা হইতে প্রফুল্লকে ডাকিলেন। প্রফুল্ল হৃদয় বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। হৃদয় বাবু প্রফুল্লকে কহিলেন—"তুমি সতীর শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"ওর শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

"হয়েছিল।"

"জামাইয়ের সঙ্গে ?"

তুমি ভেতরে গিয়ে পদ্মকে জিজ্ঞাসা করগে।”

তারপর আমি ওপরে যেতেই বোধ হলো যেন আমাকে দেখে কে, একটা ঘরের ভেতোর ঢুকে পড়লো, সতির ননদ অমনি শেকলটা দিয়ে পাছে আমি এগিয়ে যাই ভেবে সামনে এসে বল্‌লে “দাদা যে বাড়ীর সব ভাল আছেন তো?”

আমি তার কথার উত্তর দিয়ে, জিজ্ঞাসা কল্‌লুম রিখিয়া থেকে চিঠি এসেছে কি? বল্‌লে দু তিন দিন হলো এসেছিল। মা লিখেছেন “তাঁর শরীর এখনো সারেনি। বৌদিদি ভাল আছে। তাদের আসতে এখনো তিন চার মাস দেরী হবে।” আমি ঠিকানা চাইলুম; বল্‌লে “বিকালে পাঠিয়ে দেব খন।” আমি চলে এলুম; কিন্তু সে যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইছেল, সেই ঘরের দিকে কেবলই চেয়ে দেখছিল।

“ঘরে কে ছিল মনে হয়, স্ত্রীলোক, না পুরুষ?”

“স্ত্রীলোক বলেই মনে হয়েছিল।”

“ওদের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে, সতীর শ্বাশুড়ী আর ননদ, অন্য স্ত্রীলোক কে আর ঘরের ভেতরে যাবে, তবে বামুন ঠাকরুণ হবে হয় ত।”

বিন্দুবাসিনী কহিলেন “রাঁধুনী হলে ঘরে শেকল দেবে কেন, আর প্রফুল্লকে আগ্‌লেই বা কথা কইবে কেন?”

হৃদয় বাবু বিন্দুবাসিনীকে বলিলেন “তাহলে, তুমি, ও কে? বল্‌তে চাও”

“আমার মনে হয় নিশ্চয়ই সতীর শ্বাশুড়ী।”

“দুর পাগল, বাড়ীতে থেকে বল্‌তে পারে, হাওয়া খেতে গেছে। এত মিথ্যা হতে পারে?”

"যারা ফন্দী বার করে টাকা নিতে পারে; তাদের কাছে কিনা হতে পারে।"

হৃদয় বাবু আর কোন উত্তর করিলেন না। বিন্দুবাসিনী হৃদয় বাবুকে পুনরায় কহিলেন—

"তুমি নিজে গিয়ে একবার খোঁজ কর। আমার বড় মন কেমন কচ্ছে। নিশ্চয়ই সতীর কিছু অমঙ্গল হয়েছে। ভোরের সপ্ন ফলে যায়।

"অমঙ্গল আবার কি হবে। ওসব মনের ভ্রম, মন্দটাই মনে আগে আসে। রবিবার না হয় আমিই যাবো। আফিষের দিন ত হবার যো নেই।"

"না রবিবার হলে চলবে না। তুমি আজই আফিষ থেকে ছুটী নিয়ে এসো। কালকেই তোমার যাওয়া চাই তা না হলে আমি অন্ন জল ত্যাগ করবো।"

"কেন তুমি মিছে উতলা হচ্ছ।

"আমি কি ইচ্ছে করে হচ্ছি। আমার মন যে বলে দিচ্ছে, তোর সতীর বড় বিপদ। তোমায় আমি মিনতি করে বলছি, তুমি কালকে যেও।"

"আচ্ছা দেখি আফিষে ছুটী দেয় কিনা। আজকাল যে কাজ পড়েছে।"

"না, দেখি না, যে করে হোগ তোমায় ছুটী নিতেই হবে।"

বেলা হইল দেখিয়া হৃদয় বাবু কাগজপত্র তুলিয়া, স্নানাহারের জন্য উঠিয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। বিন্দুবাসিনী হৃদয় বাবুর আহারের উদ্যোগ করিতে গেলেন।

যথাসময়ে হৃদয় বাবু আফিষ চলিয়া গেলেন। বিন্দুবাসিনী, সংসারের

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য নিজের কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। তাঁহার আজ কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তিনি উঠিয়া একটী দেওয়াল আল্মারী খুলিলেন, তাহার মধ্যে সরস্বতীর বহু খেল্না ছিল, একটী একটী করিয়া বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন আরো ব্যাকুলা হইয়া উঠিল, সে সমস্ত যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ঘড়ীর দিকে দেখিলেন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি পুনরায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রার ঘোরে তাঁহার মনে হইল কে যেন দরজার কড়া নাড়িতেছে, কোন বাটীতে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ সজাগ রহিলেন, পুনরায় শব্দ হওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁরই বাটী হইতেই শব্দ আসিতেছে। কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য ঝিকে আদেশ করিলেন। পরক্ষণে ঝি আসিয়া কহিল "ডাক পিয়ন একখানা বেয়ারিং চিঠি এনেছে, এক আনা পয়সা দিতে হবে।"

বিন্দুবাসিনী ভাবিতে লাগিলেন আমাদের বাড়ী বেয়ারিং চিঠি কে দেবে। ঝিকে পয়সা দিয়া বলিয়া দিলেন "ঠিকানাটা আগে বৌমাকে দেখিও ঠিক আমাদের কিনা। "আচ্ছা" বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

প্রায় দশ পনের মিনিট অতিবাহিত হইল, কেহ আসিল না দেখিয়া বিন্দুবাসিনী ঝিকে পুনরায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"চিঠিখানা কোথা, আমাদের ত ?"

"হ্যাঁ, আমাদের। বৌদিদিকে দিইছি।"

"বৌমাকে ডেকে দাও।" ঝি প্রস্থান করিল।

"কি বলছেন মা।"

বলিয়া অশ্রুমতী বিন্দুবাসিনীর নিকট উপস্থিত হইল।

বিন্দুবাসিনী কিঞ্চিৎ চমকিতা হইয়া কহিলেন।

"একি! তোমার গলাটা ধরা কেন, চোখ দুটো ছল্ ছল্ কচ্ছে। অসুখ করেছে কি?"

"না মা, আমার ত কিছু অসুখ করিনি। কৈ গলা ধরা মা!

"হুঁ, ধরা বই কি। ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?"

"না মা, আমি ত মোটেই ঘুমুই নি।"

"ওরে পাগ্‌লী মেয়ে, দুপুর বেলা একটু ঘুমুলেই বা, তাতে কি হয়েছে।"

"একটু শুয়েছিলুম।"

"বেশ করেছিলে। চিঠিটা কে দিয়েছে দেখেছ কি?"

অশ্রুমতী নীরব রহিল। বিন্দুবাসিনী পুনরায় কহিলেন। "দেখনি বুঝি।" অশ্রুমতী এবারেও কোন উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় নীচু করিয়া রহিল।" বিন্দুবাসিনী পুনরায় কহিলেন—

"চুপ করে রইলে কেন মা, বল না।"

অশ্রুমতী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—

বিন্দুবাসিনী অতিশয় উৎকণ্ঠার স্বরে কহিলেন—

"কিসের খবর অমনকরে কেঁদে উঠলে কেন মা? তোমার বাপের বাড়ীর চিঠি কি?"

অশ্রুমতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না"। বিন্দুবাসিনী পুনরায় কহিলেন, "তবে কার শীগ্‌গির বল।"

"ছোট্ ঠাকুরঝির।"

"এ্যাঁ, সতীর! কি লিখেছে? সে কোথা আছে, বেঁচে আছে ত? ভাল আছে কি?

বিন্দুবাসিনী শয়ন করিয়াছিলেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় কহিলেন "সে নিশ্চয়ই ভাল নেই, তাহলে তুমি কাঁদবে কেন, কি লিখেছে বল্ মা, শাগ্‌গির বল।" অশ্রুমতী অধিকতর কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুবাসিনীকে পত্রখানি দিল। পত্র দেখিয়া তিনি কহিলেন—"একি, এতো চিঠি নয় ভুলে কি দিলি মা।" অশ্রুমতী ভগ্নস্বরে কহিল হ্যাঁ মা, এই চিঠি, এইখানেই এসেছে। ওর খাম টাম কিছু ছিল না!" বিন্দুবাসিনী কম্পিতহস্তে পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন কিন্তু তাঁর চক্ষে জল আসাতে পড়িতে পারিলেন না, অশ্রুমতীর হাতে দিয়া কহিলেন—

"আমি অক্ষর দেখতে পাচ্ছিনি মা তুমি পড়।"

অশ্রুমতীর, পত্র পড়া শেষ হইতে না হইতে, বিন্দুবাসিনী উচ্চৈস্বরে "মা, গো সতী আমার" বলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। পাড়া প্রতিবাসিনীগণ, কেহ ছাতে, কেহ কেহ বা জানালায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। কি হইয়াছে। বোদের মা হৃদয় বাবুর বাটীর মধ্যে আসিয়া সমস্ত শুনিল, পরে বিন্দুবাসিনী চোখে মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরের তাঁহার চেতনা হইল। তিনি পুনরায় "সতী মা আমার, কেন সকলের কথা ঠেলে ওখানে তোমার বে দিয়ে ছিলুম। আমার সোনার প্রতিমার কি দুর্দ্দশা কল্লে গো।" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বোদের মা কহিল, চুপ কর দিদি, কেঁদে এখন কি হবে, যাতে প্রতিকার হয় তাই কর।"

বিন্দুবাসিনী কিঞ্চিৎ আশস্তা হইয়া কহিলেন—

১ "আমি প্রতিকার কি কোরবো। কর্ত্তাকে খবর দিতে হবে, কাকে দিয়েই বা দি।" বোদের মা কহিল,

"প্রায় চাট্টে বাজে তাঁর ত আসবার সময় প্রায় হয়ে এলো মিছে

কেন আর লোক পাঠাবে তার চেয়ে বরং তোমাতে আমাতে সতীর শ্বশুরবাড়ী যাই চল।"

ঠিক বলেছ, তাই চল; কিন্তু তারা যদি বাড়ী ঢুকতে না দেয়।"

"ইঃ, দেবে না বই কি, জোর করে যাবো। তাদের পাড়ায় কি ভদ্দরলোক নেই?

বিন্দুবাসিনী ঝিকে একখানি গাড়ি আনিতে বলিয়া অশ্রুমতীকে কহিলেন, "কর্ত্তা আর প্রফুল্ল আফিষ থেকে আসবামাত্র যেন এ বিষয় কিছু শোনানো না হয়।"

গাড়ি আসিল, বিন্দুবাসিনী এবং বোদের মা সরস্বতীর শ্বশুরালয়ে যাইলেন।



২৭

হৃদয় বাবু প্রত্যহ আফিষ হইতে বাটী আসিলেই বিন্দুবাসিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। আজ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, হৃদয় বাবু প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, বিন্দুবাসিনী বোদের মার বাটী গিয়াছেন। তিনি আফিষের পরিচ্ছদ ছাড়িলেন এবং বিশ্রামাদির পর আহার করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রফুল্ল আসিয়া বলিল, "সতী চিঠি দিয়েছে" হৃদয় বাবু অতিশয় আগ্রহের সহিত কহিলেন, "বাঁচা গেল, তার খবরের জন্তে মনটা বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছিল। আফিষের কাজে কেবলই ভুল হচ্ছিল। আজ আর কাজ করিনি সব ফেলে রেখে এসেছি। দেখি চিঠিটা।" প্রফুল্ল সরস্বতীর পত্রখানি হৃদয় বাবুর হাতে দিতে তিনি কহিলেন, "একি প্রফুল্ল, এই চিঠি নাকি ?"

"আজ্ঞ্যা হাঁ। আমিও প্রথমে মনে করিছিলুম ঝি বুঝি রাস্তা থেকে কি কাগজ কুড়িয়ে এনে দিয়েছে।"

পত্রখানি পড়িবামাত্র হৃদয় বাবুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহো হো, মধুসূদন রক্ষে কর। ঐ বাচ্ছা মেয়ের এমন কি অপরাধ যে না খেতে দিয়ে বন্ধ করে রাখে, সেতো আমার, দোষ করবার মেয়ে নয়। উঃ মানুষ এতো পাষণ্ড হতে পারে।" তিনি পত্রখানি নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে পুনরায় কম্পিতস্বরে প্রফুল্লকে কহিলেন, "প্রফুল্ল, এ সতীর হাতের লেখা বটে, কিন্তু অক্ষর গুলো এতো বড় বড় কেন আর এতো লাল কালিতে লেখা

নয়, এযে রক্তে লেখা মনে হচ্ছে, কাগজের কোনো জায়গায় জমাট হয়ে রয়েছে, কোনো জায়গায় বা উঠে গিয়ে শুধু লাল রেখা দেখা যাচ্ছে। এ নিশ্চয় রক্ত! এ আমার রক্ত আমি যে চিন্তে পাচ্ছি! ওহো হো প্রফুল্ল আমি কি করিছি, আমার মরণ হলো না কেন। মা আমার, তোমার অদৃষ্টে এই ছিল। তুমি অনাহারে মচ্ছ। আমাদের সতী ডাক আর শুন্‌তে পাবে না। যদি জীবন্ত মুক্তি—আরো কি লিখতে যাচ্ছিল, বোধ হয় মার শরীরে আর রক্ত ছিল না তাই লেখা হয়নি। ভগবান তোমার মনে এই ছিল, না না তাঁর দোষ কি, তিনি দয়াময়, এযে আমার পাপের সাজা। ওঃ আর পারিনি, প্রফুল্ল আমার বুকের ভেতোর শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হচ্ছে, কি করি কোথা যাই। আর আমি ধৈর্য্য ধরতে পাচ্ছিনি এইবার আমি পাগল হয়ে যাবো। ডাক তোমার গর্ভধারিণীকে শীগ্‌গির ডেকে আনো।" প্রফুল্ল কম্পিতস্বরে কহিল, "বাবা আপনি একটু স্থির হোন। সতীর এই অবস্থা তার ওপর আপনি অধৈর্য্য হলে কোন উপায় হবে না। মা, আর বোদের মা সতীর শ্বশুরবাড়ী গেছে, তারা এসে কি বলে শুনুন।"

"তারা সেখানে গেছে, কৈ তোমরা ত আমায় বলনি।"

"আপনার খাওয়া দাওয়ার আগে মা বলতে বারণ করে দিয়ে গেছেন।"

হৃদয় বাবু আর কোন কথা না কহিয়া কেবলমাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলে, "স্বপ্ন তাহালে সত্যি হয়।"

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা হইল। বিন্দুবাসিনী এবং বোদের মা এ পর্য্যন্ত ফিরিল না দেখিয়া হৃদয় বাবু স্থির থাকিতে পারিলে না। তিনিও সরস্বতীর শ্বশুরালয়ে যাইবার অভিপ্রায়ে নীচে আসিলেন এবং বাটী

হইতে বাহির হইবেন এমন সময় উহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে হৃদয় বাবুকে দেখিয়া বিন্দুবাসিনী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। হৃদয় বাবু বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন, "চুপ কর, বিপদের সময় অধৈর্য্য হতে নেই, চল ওপরে।" সকলে উপরে আসিয়া হৃদয় বাবুর কক্ষে বসিলেন। তখনও পর্য্যন্ত বিন্দুবাসিনীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া হৃদয় বাবু কহিলেন, "তুমি একটু স্থির হয়ে আগে আমায় বল সতী বেঁচে আছে কি না।"

"তাত জানিনি" বলিয়া বিন্দুবাসিনী অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। হৃদয় বাবু কহিলেন, "সে কি! সকলেই বিন্দুবাসিনীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। হৃদয় বাবু পুনরায় কহিলেন "তোমরা কি সতীকে দেখতে পাওনি? তারা কি দেখতে দিলে না? তেতলার ঘর কি শূন্য দেখে এলে?" বিন্দুবাসিনী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন; "আমরা তো সতীকে দেখতে পাইনি।

এ্যাঁ, তবে কি সতী আমার নেই, না খেতে পেয়ে মরে গেছে।" বলিয়া হৃদয় বাবু ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বোদের মা হৃদয় বাবুকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "সে বেঁচে আছে, তবে এই বেলা প্রতিকার না কল্লে নিশ্চয়ই মরে যাবে। আপনারা এখন শোক তাপ ভুলে আগে তার উদ্ধারের চেষ্টা করুন।" বোদের মা যদিও হৃদয় বাবুর প্রতিবেশিণী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠ হৃদয় বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সঙ্কোচ করিত না। হৃদয় বাবু একটু স্থির হইয়া কহিলেন, "তোমরা সেখানে গিয়ে কি দেখলে। তারা কি বল্লে।" বিন্দুবাসিনী কহিলেন, "আমরা সতীর শ্বশুরবাড়ী গেলে পর, ওপর থেকে একটী মেয়ে জিজ্ঞেস কল্লে "আপনারা কোত্থেকে আসছেন।" পরে জানলুম সে সতীর

ননদ। বোদের মা বললে, "বলচি, তোমাদের ওপরে যাবার সিঁড়ি কোন দিকে।" সে, সে কথায় কান না দিয়ে ফের জিজ্ঞেস কল্‌লে, "আপনারা কাদের বাড়ী থেকে আস্‌ছেন।" বোদের মা বল্‌লে, "বসন্ত বাবুর শ্বশুর বাড়ী থেকে।" ঐ কথা শুনেই সতীর ননদ অন্য দিকে মুখ, ফিরিয়ে একটু চেঁচিয়ে, "মাসি মা ডাকছ", বলে সেখান থেকে চলে গেল। কে যে তাকে ডাকলে তা আমরা কিছুই শুনতে পাইনি। বোধ হয় ঐ রকম চালাকি করে সরে গেল। আমরা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু সে আর ফিরে এলো না বোদের মা তখন আমাকে বল্‌লে, চল না আমরা সিঁড়ি খুঁজে ওপরে যাই।" আমরা এদিক ওদিক দেখ্‌চি সেই সময় একটা লোক এলো, তার বোধ হয় অসুখ করেছে। সে বল্‌লে "আপনারা একটু এগিয়ে যান সিঁড়ি পাবেন।

বোদের মা তাকে জিজ্ঞেস কল্‌লে, "তুমি কি এই বাড়ীতে কাজ কর? সে "হাঁ" বল্‌তে, বোদের মা তাকে ফের জিজ্ঞেস কল্‌লে, "ওপরে কে আছে" "গিন্নি মা, দিদিমণি আর বৌদিদি" বলে সে লোকটা একটা ঘরের ভেতোর ঢুকে পড়লো। আমরা ওপরে উঠে দেখি সিঁড়ির দরজা ভেতোর থেকে বন্ধ রয়েছে। বোদের মাকে বল্‌লুম "কি করা যায়", বোদের মা বল্‌লে "কাউকে ডাকি না।" আমার ভয় হচ্ছেলো, কি জানি কি বলবে, কি অপমান করবে। কিন্তু সতীকে দেখবার জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল বল্‌লুম "ডাক"। বোদের মা কপাটে ঘা দিয়ে ডাকতে লাগলো। প্রায় আধ ঘণ্টা ডাকাডাকির পর, দরজা খুলে সতীর ননদ, "আসুন, আসুন," বলে বারাণ্ডায় একখানি মাদুর পেতে দিয়ে বসতে বল্‌লে। আমরা বসলে পর, জিজ্ঞাসা কল্‌লে, "আপনাদের বাড়ীর সকলে ভাল আছেন ত।" আমি "হ্যাঁ"

বলে তাদের খবর জিজ্ঞাসা কত্তে, বল্‌লে, "মার শরীর ভাল নয়, তাই তিনি বৌকে নিয়ে মন্দার হিলে হাওয়া খেতে গেছেন।" বোদের মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো মন্দার হিল না রিখিয়া।" সতীর ননদ একটু থতিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "প্রথম রিখিয়ায় যান, এখন মন্দার হিলেই আছেন।" বোদের মা বলে ফেল্‌লে, নীচে একজন লোকের কাছে শুনলুম তিনি আর তাঁর বৌ ত বাড়ীতেই আছেন।" সতীর ননদ সে কথায় কান না দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "ওমা কথায় কথায় ভুলে গেছি আপনাদের নমস্কার কত্তে।" নমস্কার করেই বল্‌লে, "আপনারা একটু বসুন দাদা ওবেলা খাবে না, বামুন দিদিকে বলে আসি, সে হয় ত আবার ময়দায় জল দিয়ে বসবে।" সতীর মুখে শুনেছিলুম ওদের রান্নাঘর নীচে, কিন্তু সে নীচে না গিয়ে দোতলায় অন্যদিকে গেল। বোদের মাও তখুনি উঠে গিয়ে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়াল, খানিক পরে তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যেমন বসেছিল, বসলো। কি ব্যাপার আমি জিজ্ঞাসা কত্তে বল্‌লে, সতীর ননদ একটা ঘরের জানালায় কার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে।"

সতীর ননদ তার পর নীচে গেল। খানিক পরে আমাদের কাছে আস্‌তে বোদের মা জিজ্ঞেস কল্‌লে, "তোমার মা তা হলে বাড়ীতেই আছেন, আমরা যা শুনিছি তা ঠিক।" সে বল্‌লে "আপনারা যা শুনেচেন তা ঠিক, আমিও যা বলিচি তাও ঠিক। আমি বাড়ী ছিলুম না সকালে আমাদের পুরুত বাড়ী নেমন্তন্ন গেস্‌লুম, আপনারা আসবার একটু আগে এসেছি। এখন বামুন দিদির কাছে শুনলুম, আমি পুরুতবাড়ী যাবার পরই মা এসেছেন তারপর খাওয়া দাওয়া করে পাশের বাড়ী মাসিমার সঙ্গে দেখা কত্তে গেছেন।" বদের মা সতীর

কথা জিজ্ঞাসা কত্তে, সে, সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বল্লে, "আপনারা একটু কষ্ট করে ঘরের ভেতোর বসুন আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।" বলে ঘরে একখানা কার্পেট পেতে দিয়ে চলে গেল। আমরা গিয়ে বসলুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে বল্লে, "বাবা বেরিয়ে যাচ্ছেন আপনারা দরজাটা একবার বন্ধ করে দিন না।" বলেই, আমাদের বন্ধ করবার তর সইল না সে নিজেই বন্ধ করে দিলে। খানিক পরে জুতোর শব্দ হতে, বোদের মা উঠে জানলায় উঁকি মেরে দেখেই হেঁসে আমার ঘাড়ে পোড়লো। জিজ্ঞাসা কল্লুম "কি হয়েছে," তবুও হাঁসতে লাগলো। আমি যখন বল্লুম "এখন কি আমাদের হাঁসবার সময়। বল্লে "কি করি ভাই এত দুঃখেও হাঁসচি কেন শোন, জুতোর শব্দ হতে মনে কল্লুম সতীর শ্বশুরকে কখন দেখিনি, একবার দেখি, ওমা উঠে দেখি সতীর ননদ জুতা পায়ে দিয়ে গট মট করে জোরে জোরে পা ফেল্তে ফেল্তে যাচ্ছে আর তার পেছনে সতীর শ্বাশুড়ী পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে চলেছে।"

হৃদয় বাবু কহিলেন, সতীর শ্বাশুড়ী বাড়ীতে ছিল, ওর ননদ "এখানে নেই বলে," উড়িয়ে দেবার মতলবে ছিল, কিন্তু তোমরা আগে শুনে ফেলেছ জেনে ঐ রকম চালাকি খেল্লে। খুব ধড়িবাজ মেয়ে যা হোগ। তারপর কি হলো।" বিন্দুবাসিনী কহিলেন—তারপর সতীর ননদ ফের এসে, বল্লে, "মাকে খবর দিইছি, এখুনি আসছেন।" বলে চলে গেল। বোদের মা হৃদয় বাবুকে কহিল,—'মেয়েটা খুব চালাক, বুঝেছিল এদের কাছে থাকলে কত কি জিজ্ঞেস করবে তাই সরে গেল।"

বিন্দুবাসিনী পুনরায় কহিলেন, "প্রায় দশ পোনেরো মিনিট পরে

সতীর শ্বাশুড়ী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বোলতে লাগলো, হ্যাঁরে, পদী আমাকে ডাকতে গেসলি কেন?" ঘরে এসে আমাদের দেখে, বল্লে, "কি ভাগ্যি, আজকার মুখ দেখে উঠিছিলুম। আপনারা যে আমাদের বাড়ীতে আসবেন স্বপ্নেও ভাবিনি।" বলে কাছে বসলো। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, "কবে এসেছেন" বল্লে, "আজ সকালে"। তারপর হাওয়া খেতে যাওয়ার বানান গল্প, আরো কত কি কথাবার্ত্তা বল্লে সে সব আমার মনে নেই; কিন্তু সতীর সমন্ধে কোন কথা বল্লে না। আমরা যেমন সতীর কথা পাড়তে যাই, অন্য কথা বলে চাপা দেয়। একবার একটু চুপ কর্ত্তেই, আমি বল্লুম সতী কোথা? সে কেমন আছে? বল্লে "বলচি, আগে একটু মিষ্টিমুখ করুন।" আমরা "না" বল্লুম। অনেক পীড়াপিড়ী কল্লে, কিছুতেই রাজী হলুম না। আমরা সতীকে দেখবার জন্যে জেদ কত্তে লাগলুম, তাতে কেন কথা না কয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইল। বোদের মা যখন বল্লে, "দিদি সন্ধ্যে উৎরে গেল একবার সতীর সঙ্গে দেখা করান না? "করাচ্ছি" বলে আমাদের কাছ থেকে চলে গেল।

ঘণ্টা খানেক হয়ে গেল কেউ এলো না দেখে, বোদের মা সতীর শ্বাশুড়ী ননদকে ডাকতে লাগলো অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সতীর শ্বাশুড়ী এসে রাগভাবে বল্লে, "আপনারা চেঁচামেচি কচ্ছেন কেন, বৌমার সঙ্গে আজ দেখা হবে না।" শুনেই আমার বুকের ভেতোর কেমন করে উঠলো। আমি বল্লুম, কেন দেখতে পাব না? তার কি হয়েছে? সে বেঁচে আছে ত? বল্লে আমরা কি মেরে ফেলিছি নাকি? সে এখানে নেই।" বোদের মা, বল্লে, তেতালার ঘরে কে বন্ধ আছে।" শুনেই মাগী যেন দশবাই চণ্ডী হয়ে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে

আমাদের যাচ্ছে তাই বল্‌তে লাগলো'। আমি তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্‌লুম, দিদি রাগ করো না, তুমিও তো সন্তানের মা। একবার তাকে দেখাও।" তখন আমায় এমন লাথি মার্‌লে যে আমার নাক দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো, আর ভয়ানক যন্ত্রনা হতে লাগলো। এই দেখ এখনো কাপড়ে রক্তের দাগ রয়েছে।

বিন্দুবাসিনীর বস্ত্রে রক্ত দেখিয়া, হৃদয় বাবুর চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "তারপর।"

"তারপর সতীর শ্বাশুড়ী আমাদের কাছ থেকে চলে গেল। আমি কাঁদতে কাঁদতে তেতলার সিঁড়ির কাছে যেতেই, আমাকে আগলে দাঁড়িয়ে বললে, "খবরদার সিঁড়িতে পা দিলেই অপমান হবে।" আমি ফের পায়ে ধরে বললুম, "একবার দেখতে দিন।" বললে "সে তেতলায় নেই।" আমি, বললুম, নিশ্চয়ই আছে, আপনারা তাকে মেরে ফ্যালবার জন্যে না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন।" তখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল্‌লে,—'আচ্ছা দেখবেন খন, আগে ঘরে গিয়ে বসুন। আমরা আবার ঘরে এসে বসলুম। খানিক পরে আমাদের কাছে এসে বল্‌লে, আপনারা কিছু মনে করবেন না আমি রাগের মাথায় আপনাদের সঙ্গে বড় অন্যায় ব্যাভার করে ফেলিছি। আপনারা কুটুম্ব আমার বাড়ীতে এসেছেন এরকম করাটা আমার ভাল হয়নি। এখন দয়া করে একটু মিষ্টি মুখ করুন। তারপর আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবখন।" আমি বল্‌লুম "উনি বামুনের বিধবা মেয়ে খাবেন না।" "আপনি খাবেন ত?" বলতে, সতীকে দেখতে পাবার আশায় রাজী হলুম। খানিক পরে একটা কাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিলে, দেখে, তোমায়

বলবো কি, সে জিনিষ মানুষকে, মানুষ যে দিতে পারে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ঘেন্নায়, অপমানে, রাগে আমি যেন পাগল হয়ে উঠলুম। এমন সময় মাগি এসে বল্‌লে, "কৈ খাবার খেলেন না? তাহলে মেয়েও দেখতে পাবেন না।"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল, আমি বল্‌লুম, "আমার মেয়েকে দেখতে দিলেন না, আর বাড়ীতে পেয়ে এই রকম অপমান কল্লেন এর বিচার ভগবান করবেন।" মাগী তখন খুব রেগে উঠে বল্‌লে, আমার বাড়ীতে চোখের জল ফেলে অকল্যাণ কচ্ছো আর শাঁপ দিচ্ছ, দাঁড়াও দেখাচ্ছি" বলে চাকরকে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলো, "এই মাগী দুটোকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিয়ে যা।" আমরা আর কি ভর্সায় সেখানে থাকি চাকরের কাছে অপমানের ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।" বোদের মা কহিল, আমরা যখন নীচে নাবছি, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সতীর ননদটা হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগলো।

হৃদয় বাবু একটী বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া, বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্, আমি উপায়হীন আমাকে সইতে হবে, কিন্তু, দর্পহারী তুমি কি করে সহ্য করে আছ। বেই মশাই কেন তোমার কথা শুনিনি। ভাই কালি তুমিও ওখানে বে দিতে বারণ করেছিলে, তখন কারুর কথা শুনিনি। বেশ হয়েছে যেমন তোমাদের মত বন্ধুলোকের কথা শুনিনি, আমার তেম্নি হয়েছে। প্রফুল্ল এইবার আমায় একটু বিষ এনে দাও বাবা, না পার আমার গলাটা টিপে ধর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোগ।" হৃদয় বাবু বুকে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং নিজের গলা টিপিয়া ধরিলেন, তাঁহার মুখের ভাব এবং চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। বোদের মা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে

লাগিল, "ওমা কি হবে গো, কর্ত্তাবাবুকে ধর। উনি যে কেমনতর হয়ে গেলেন।" প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ হৃদয় বাবুর হস্তদ্বয় ধরিয়া ফেলিল। বোদের মা পুনরায় কহিল তোমরা সব চুপ কর, পরে হৃদয় বাবুর প্রতি কহিল, "আপনি এতো অধৈর্য্য হলে এদের দশা কি হবে। এখন আপশোষ করে ফল কি। যে করে পারেন আগে সতীকে উদ্ধার করুন। শোক দুঃখ্যু এখন মনের মধ্যে চেপে রেখে দিন। হৃদয় বাবু কিঞ্চিৎ প্রকৃস্থিত হইলেন এবং সকলেই পূর্ব্বাপেক্ষা স্থির হইল। বোদের মা বিন্দুবাসিনীকে কহিল, "যাও দিদি কাপড় চোপড় কাচগে, রাত অনেক হয়েছে। অশ্রুমতীর প্রতি কহিল, "বৌমা, দিদিকে কিছু খাইও, আর কর্ত্তাবাবুর কাছে প্রফুল্লকে থাকতে বোলো। আমি এখন চল্লুম।

---

## ২৮

আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা, গঙ্গাস্নানে সহস্র গো দানের ফল। মিত্র গিন্নি এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হিসাব না করিয়া কোন কার্য্যই করেন না। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, আজ একবার গঙ্গায় স্নান কত্তে পাল্‌লে অনেক টাকার কাজ করা হয়, একটী গরুর দাম কম পক্ষে দশ টাকা হিসাবে ধল্‌লেও দশ হাজার টাকা। আর আমি যে হাজার গরু কিনে দান করবো সে ক্ষমতা কখন হবে না, হলেও অত টাকা খরচ করে দান করা সে প্রাণ থাকতে পারবো না, এখন মনে কল্‌লে একটী দুটো গরুও তো দান কর্ত্তে পারি, কিন্তু কচ্ছি কই, নগদ টাকা খরচ মনে হলে প্রাণটার ভেতোর যে কেমন করে ওঠে। না এ সুযোগ ছাড়া হবে না, যে করে হোগ আজ একটা ডুব দিতেই হবে।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া, মিত্র গিন্নি ভৃত্যকে, মটর প্রস্তুত রাখিতে হুকুম করিলেন।

গঙ্গার ঘাট আজ স্নান-যাত্রিতে ভরিয়া গিয়াছে। এইটী কাশি মিত্রের স্নানঘাট, ইহার দক্ষিণ বিপরীত দিকে শবদাহ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব সম্মুখে শ্বশ্মানেশ্বর দেবের মন্দির থাকায় কেহ কেহ শ্বশ্মানেশ্বরের ঘাটও বলিয়া থাকে। আশ পার্শ্বের স্নানঘাট অপেক্ষা এইখানে অতিশয় ভীড় হইয়াছে, তাহার কারণ আজ আবার লিঙ্গ-মূর্ত্তি শ্বশ্মানেশ্বর দেবের চতুর্দ্দিকে পাঁচটী মুণ্ড বসাইয়া, উৎকল দেশীয় পূজারি ঠাকুর রাজবেশে সাজাইয়াছেন, তাঁহার এই বেশ দেখিবার অভিপ্রায়ে বহুদূর হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে, স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

উৎকলবাসিরা আমাদের যে বিলক্ষণ আহাম্মুখ মনে করে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূজা পার্ব্বণে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হুজুগে বাঙ্গালীকে নাচাইয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে এই রাজবেশ পূজারি মহাশয়ের নিজেরই, দেবাদিদেব চিরকালই ভিখারিবেশে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়ান, তিনি যে কখন রাজা হয়েছিলেন তাহা আমার জানা নাই। পূজারির চেষ্টায় তাঁহার রাজবেশে যাহা প্রণামী পাওয়া যায় তাহাতে কাহার রাজবেশ হয় পাঠক পাঠিকা আপনারাই অনুমান করিয়া লইবেন, আমার শিবের গীতে কাজ নাই।

ভিখারি ভিখারিণীদেরও আজ মরসম পড়িয়াছে। কেহ অন্ধ গান করিতেছে, কোন কানা "জয় হোগ" বলিয়া হাত পাতিতেছে, কেহবা সুস্থ পায়ে কাপড় জড়াইয়া, খোঁড়া সাজিয়া পয়সা বা চাউল আদায় করিতেছে, কতকগুলি ভিখারিণী রাস্তায় কাপড় পাতিয়া বসিয়া আছে। স্নান-যাত্রিগণ কেহ স্নান কার্য্য সারিয়া বাটী ফিরিতেছে, কেহ আহ্নিক করিতেছে কেহ বা উচ্চকণ্ঠে "নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়" ধ্বনিত করিতেছে কোন ব্যক্তি পর চর্চ্চায় ব্যস্ত আছে, কেহবা বাটী যাইয়া কি রন্ধন করিবে তাহা বলিতেছে। কতিপয় স্নানার্থিনী গঙ্গাস্নান করিয়া ধন্য হইতেছে।

কতকগুলি পুরুষ, স্ত্রীলোকদের স্নান ঘাটের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। চারিদিকেই হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! এমন সময়, কাঁপাইয়া ভিখারি দল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, মোক্ষদা বাবুর মটর, মিত্রগিন্নিকে গর্ভেধারণ করিয়া, তূর্য্যধ্বনী করিতে করিতে উপস্থিত হইল। মিত্রগিন্নি মটর হইতে অবতরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে আগে চান করবো,

না, রাজবেশ দেখবো।” প্রথমে স্নান করিবেন স্থির করিয়া তিনি, ভিখারিদের জন্য যাহা চাউল আনিয়াছিলেন তাহা গাড়ীতে রাখিবার অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভিখারিণীগণ তাঁহার নিকট চাউল যাচিঞ্জা করিতে লাগিল।

যে সকল ভিখারিণীরা রাস্তায় কাপড় পাতিয়া বসিয়াছিল, মিত্রগিন্নি প্রথমে তাহাদের চাউল দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম দুই তিনজনকে দিবার পর, চতুর্থ ভিখারিণীকে দিতে যাইবামাত্র, ভিখারিণী বলিয়া উঠিল “হঁা হঁা ঠাকরুণ করকি, আমাকে চাল দিও না।” ভিখারিণী হঠাৎ এই কথা বলাতে মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ চমকিতা ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিলেন, “কেন” ভিখারিণী কহিল, তোমায় আমি চিন্তে পেরেছি, তুমি মহাপাতকী, তোমার হাতের জিনিষ নিলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়। আমি ভিক্ষে করে খাই আর রাধাকৃষ্ণের নাম করে বেড়াই। ওপাড়ার বোদের মার মুখে শুনিছি, তুমি, রাধার অংশ তোমার বৌকে কঠিন যন্ত্রণা দিয়েছ। তোমার জিনিষ নিলে আমার ভিক্ষের ঝুলি জ্বলে যাবে। আমরা মা বলে কথা কই, কিন্তু তোমাকে মা ঠাক্রুণ বলিতে গিয়ে আমার জিব বেধে গেল, তাই শুধু ঠাক্রুণ বেরিয়ে পড়লো।”

একজন পথের ভিখারিণীর নিকট এই প্রকার অপ্রত্যাশিত অপমানিতা হওয়ায় মিত্রগিন্নি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি কহিলেন, “আমর, ছোটলোক ভিখিরী মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ।”

“আমার সঙ্গে অমন করে কথা কোয়ো না, ঠাকরুণ,—আমি তোমার বাড়ীর কচি বৌ নয় যে, যা মনে করবে তাই করবে। এই ঘাটের তুল্‌সীকে অনেকে চেনে। ঐশর্য্যি হয়েছে, মনে কোরেচ চিরদিন এই রকমই যাবে? ভেড়ুয়া সোয়ামীও চিরদিন থাকবে না। চোখ দুটী যখন

কানা হয়ে যাবে তখন এ তেজ থাকবে কোথা ?”

“মর হারামজাদী। এখুনি নাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দোবো জানিস।”

“দাঁড়া বৌ কাঁটকী, শ্বশ্মানের ঝাঁ্যাটার বাড়ি দিয়ে তোর তেজ বার কচ্ছি।” বলিয়া, তুল্‌সী ভিখারিণী দ্রুতপদে শ্বশ্মানের ভিতর হইতে একগাছি ঝাঁ্যাটা আনিয়া মিত্রগিন্নিকে মারিতে উদ্যত হইল।

তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে বিস্তর লোক আসিয়া পড়িল, এবং ভিখারিণীকে নিবৃত্তি করিল। কেহ মিত্রগিন্নিকে দোষারোপ করিতে লাগিল কেহ বা ভিখারিণীকে ধমক দিল কেহ কেহ উভয়কে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল। মিত্রগিন্নির রাগে ও অপমানে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং মস্তক ঘুরিতে লাগিল ; তিনি মটরে উঠিয়া চালককে বাটী যাইতে আদেশ করিলেন তাঁহার গঙ্গায় স্নান হইল না এবং রাজবেশও দর্শন ঘটিল না। দশ হাজার টাকা বৃথা নষ্ট হইল।

---

"আপনার হাতে ধরচি বেই মশাই, দয়া করে আমার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিন।"

"ও সব মেয়েদের ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।"

"সে কি আপনি বাড়ীর কর্ত্তা, আপনি একবার বেন ঠাক্রুণকে বলে দিলেই হবে।"

"আমায় ক্ষমা করবেন, আমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাক্‌তে রাজী নই। আপনি বাড়ীর ভেতোর খবর পাঠান।"

"শুধু খবর পাঠিয়ে কি করবো, তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল্‌তে হবে ত।"

"আপনিই বুঝিয়ে বলুন না, তাঁকে খবর দিলেই তিনি আসবেন, তাঁর কোন দ্বিধা নেই। আপনার কাছে আসবে তাতে হয়েছে কি, আর ইনি ত আপনার বন্ধু, আমিও এঁকে ধানবাদে কতবার দেখিছি।" আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে এখুনি বেরুতে হবে।" বলিয়া মোক্ষদা বাবু বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হৃদয় বাবু কালি বাবু এবং প্রফুল্ল, সরস্বতীকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে মোক্ষদা বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। কালিবাবু বিশেষ কার্য্যের জন্য এসময় কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছেন। হৃদয় বাবু কালিবাবুকে কহিলেন, দেখলে ভাই ভদ্রলোকের বিবেচনাটা, আমরা ওঁর বাড়ীতে এলুম, উনি চলে গেলেন, একবার বাড়ীর ভেতোর খবর দিয়ে যেতে পাল্লেন না, এতো জরুরী কাজ।"

"কাজ টাজ সব বাজে, ঐ বলে সরে পড়লো, আর ওর কি ক্ষমতা

আছে যে স্ত্রীকে কোন কথা বলে।"

"তুমি বলে ছিলে, পরেও জেনেছিলুম লোকটা স্ত্রীর বশীভূত, কিন্তু এতটা তা জান্‌তুম না।"

"একেবারে অপদার্থ, তুমি প্রফুল্লকে গিন্নির কাছে পাঠাও।"

প্রফুল্ল বাটীর ভিতর যাইয়া মিত্রগিন্নিকে বলিল, "বাবা এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে চান, বাটীর ভেতর আসবেন কি ?"

"তাঁকে কষ্ট করে আসতে হবে না, আমিই বাইরে যাচ্ছি।"

"সঙ্গে তাঁর একটী বন্ধু এসেছেন।"

"এলেনই বা।"

প্রফুল্ল বাহিরে আসিয়া কহিল,—"তিনি নিজেই আসছেন।" প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, মিত্রগিন্নি আসিলেন না দেখিয়া হৃদয় বাবু কিঞ্চিৎ অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি কালিবাবুকে কহিলেন,—

"কি করি ভাই আমি ত আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনি।"

"তুমি নিজেই না হয় ভেতরে যাও না।"

"যদি অপমান করে।"

"তোমার মেয়ে আগে না, মান আগে।"

"প্রফুল্লকে আর একবার পাঠালে হয় না ?"

"বেশ ত।" প্রফুল্ল পুনরায় মিত্রগিন্নির নিকট যাইল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আসছেন।" আরো প্রায় দশ মিনিট পরে মিত্রগিন্নি স্বশরীরে এবং বিনা সঙ্কোচে একেবারে বৈঠকখানায় হাজির হইলেন। হৃদয়বাবু এবং কালিবাবু উঠিয়া নমস্কার করিলেন। মিত্রগিন্নিও প্রতি নমস্কার করিয়া উহাদের বসিতে বলিলেন এবং কহিলেন, আপনারা কি জন্তে আমার সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছেন।"

হৃদয় বাবু কহিলেন, আপনাকে কষ্ট দিলুম কিছু মনে করবেন না। আমার বিশেষ অনুরোধ, যদি দয়া করে আমার মেয়েটিকে একবার পাঠিয়ে দেন।"

"আপনি কি, আপনার স্ত্রীর কাছে শোনেন নি যে, আমার শরীরে দয়া মায়া নেই।"

"তবে অনুগ্রহ করে দিন।"

"যারা অনুগ্রহের পাত্র, তাদের প্রতি অনুগ্রহ কত্তে পারি।"

ক্রোধে হৃদয় বাবুর শরীরের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল, তিনি কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে বিনা কলহে কোন প্রকারে সরস্বতীকে লইয়া যাইবেন। কিন্তু বড় কঠিন ঠাঁই। হৃদয় বাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া পুনরায় কহিলেন,—

তবে কি পাঠাবেন না?

"যদি বলি, না।"

"আপনি বলতে পারেন, আমার ত আর জোর করবার অধিকার নেই। আমি যে মেয়ের বাপ।"

"তবে জোরের মত কথা কইছেন কেন?"

হৃদয়বাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া কথা বলাতে একটু লজ্জিত হইলেন, তিনি সাধ্যমত ক্রোধ দমন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন "আপনি আমার আত্মীয়, তাতে আপনার বাড়ীতে বসে আপনার সঙ্গে জোর কত্তে পারি।"

"তবে আত্মীয়ের মত ব্যাভার করুন। আমার বাড়ীতে দয়া করে এসেছেন, আপনার বন্ধুও এসেছেন, আগে কিছু জলযোগ করুন, কুশল সংবাদ বলুন, তারপর মেয়ে নিয়ে যাবার কথা।"

জলযোগের কথায় হৃদয় বাবুর মনে হইল—বিন্দুবাসিনীকে কি প্রকার জলযোগ করিতে দিয়াছিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, পরে সেভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "সকাল বেলা আমাদের কিছু খাওয়া অভ্যাস নেই।"

"তাকি হয় বন্ধু সঙ্গে এসেছেন বিশেষ উনি আবার পুলিসের লোক।"

হৃদয় বাবু এবং কালি বাবু চমকিয়া উঠিলেন। হৃদয় বাবু কহিলেন, সেকি? আপনার বাড়ী পুলিস এনেছি মেয়ে নিয়ে যেতে?"

"আনলেনই বা পুলিসও ত মানুষ, বাড়ীতে মানুষের পায়ের ধুলা পড়া ভাগ্যের কথা।"

"আপনি বড় ভুল বুঝেছেন। ইনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু, নাম কালিচরণ বসু, আপনাদেরও পরিচিত। ধানবাদে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, বেইমশাই ওঁকে চিন্তে পেরেছেন।"

মিত্রগিন্নি সরস্বতীর প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনে সত্যসত্যই ধারণা হইয়াছিল যে হৃদয় বাবু বুঝি পুলিসের লোক সঙ্গে আনিয়া কন্যাকে লইতে আসিয়াছেন এবং তাঁহার অন্তরে একটু ভয়ও হইয়াছিল। হৃদয় বাবু যখন বলিলেন—"আমার বন্ধু এবং আপনাদের পরিচিত" মিত্রগিন্নি তখন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন এবং মনে মনে কিঞ্চিৎ আনন্দিতা হইয়া কহিলেন, ও তা হবে, তা হলেতো জলযোগ কর্ত্তেই হবে।" ভদ্র মহিলার সহিত উপযাচক হইয়া বাক্যালাপ করা সঙ্গত নয় এবং বাক্যালাপ করিতে সঙ্কোচ ও হইতেছিল বলিয়া কালিবাবু এপর্য্যন্ত মিত্রগিন্নির প্রতি কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মিত্রগিন্নিকে

কহিলেন, মাপ করবেন, বাস্তবিকই সকালে আমাদের কিছু খাওয়া অভ্যাস নেই। এখন আপনি এঁর কন্যাটিকে দয়া করে পাঠিয়ে দিলে বড়ই আনন্দিত হই।"

মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আপনারা আমার একটী উপরোধ রাখলেন না, আমিই বা কি করে আপনাদের কথা রাখি। তার মানে, আজ বৌমাকে পাঠাতে পারবো না। সে এখানে নেই।"

হৃদয় বাবু আশ্চর্য্য হইয়া এবং চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "সে কি! সরস্বতী তবে কোথায়?"

"বল্‌তে বাধ্য নই।"

"কেন।"

"আপনার মেয়ে, আমার বউ, আপনি যেদিন দান করেছেন সেইদিন থেকে "কেন" বলে কৈফেৎ চাইবার অধিকার গেছে, যেটুকু দয়া করে বল্‌চি ভাগ্যি বলে মনে করবেন।" হৃদয় বাবুর ক্রোধের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "না বল্‌লেও আমি জানি, আপনি আমার মেয়েকে বিনা দোষে ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন তার ওপর খেতে দেন না। আপনার বউ হলেও তাকে মেরে ফ্যালবার অধিকার নেই।" মিত্রগিন্নি অতিশয় রাগিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "আমার ইচ্ছের ওপর কারুর ক্ষমতা নেই যে কথা কয়। কে বল্‌লে আপনার মেয়েকে বন্ধ করে রেখিছি।"

"ধর্ম্ম বলেছে।"

"মিথ্যা কথা। আমি বন্ধ করে রাখিনি।"

"নিশ্চয়ই রেখেছেন। আপনার তেতালার ঘর দেখাবেন চলুন দিকিনি।"

"আপনার মতন ভদ্রলোককে আমি বাড়ীর ভেতোর যেতে দিতে রাজী নই। বরং আপনার এই বন্ধুকে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি।" কালি বাবুর প্রতি, "আপনি দেখবেন চলুন ত ওঁর মেয়েকে বন্ধ করে রেখিচি কিনা।"

কালিবাবু এঁদের জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ নন, কেনই বা তিনি বাটীর মধ্যে যাইবেন। তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি রহিলেন। কালিবাবু উঠিলেন না দেখিয়া, মিত্র গিন্নি তাঁহার হাত ধরিয়া উঠিতে বলিলেন। কালিবাবু অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "যাচ্ছি, আপনি ছাড়ুন।" মিত্রগিন্নি ছাড়িয়া দিলেন। কালিবাবু পুনরায় কহিলেন, আপনি কি আর মিছে বলছেন। আমিও আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, দয়া করে ওঁর মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।"

"আজ আমি কিছুতেই পাঠাব না।"

হৃদয় বাবু রাগে আত্মহারা হইয়া কহিলেন, আপনাকে পাঠাতেই হবে।"

"দেখুন, যদি মান বাঁচাতে চান, তাহ'লে আমাকে চোক রাঙ্গাবেন না। এখনি চাবগে বার করে দোবো। আমায় জানেন না, আমি একদিন মুরগীহাটার রাস্তায়, আমার সহিসকে এমন চাবগে দিইছিলুম যে রাস্তায় লোকজমা হয়ে গেসলো আমি দৃকপাত করিনি। এতো আমার বাড়ী।" মিত্রগিন্নি কোন কথার অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। হৃদয় বাবু রাগে দুঃখে, এবং অপমানে আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে জল গড়াইতে লাগিল। কালিবাবু কহিলেন,—

চল এখন যাওয়া যাগ, এদের কাছে সোজায় কাজ হবে না, কোন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে রীতিমত ব্যবস্থা কত্তে হবে। হৃদয় বাবু, কালি বাবু এবং প্রফুল্ল, মোক্ষদাবাবুর বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

মিত্রগিন্নি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বজ্রস্বরে পদ্মাবতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "যেখান থেকে পারিস একটা বেত কি চাবুক আমাকে এনে দে, না হলে তোর পিঠের চামড়া রাখবো না। ওদের কে খবর দিলে সে সন্ধান নিচ্ছি, গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত খবর গেছে, কে দিয়েছে জান্‌তে পাল্‌লে তাকে কুঁচি কুঁচি করে কেটে ফেলবো।"

মা আজ ভয়ঙ্কর রাগিয়াছেন দেখিয়া পদ্মাবতী কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে বেত বা চাবুক খুঁজিতে প্রস্থান করিল। বাটীর অনেক স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে ছাতে যাইয়া দেখিল দুই তিনটী বেতের ভাঙ্গা ঝুড়ি রহিয়াছে। মোক্ষদা বাবুর কনট্রাকটারী কাজ, কাজেই এই প্রকার ঝুড়ি নষ্ট হইয়া প্রায়ই পড়িয়া থাকিত পদ্মাবতী পুলকিতা হইয়া একটী ঝুড়ি হইতে কতকটা বেত লইল এবং মিত্রগিন্নির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল "মা, বেত খানিকটে পেয়েছি কিন্তু বেঁকে আছে সোজা করে নিতে হবে, ঝুড়ি থেকে খুলে এনেছি কিনা।" মিত্র-গিন্নি কোন কথা না বলিয়া, পদ্মাবতীর হাত হইতে বেত লইয়া সরস্বতীর নিকট যাইলেন। পদ্মাবতীকেও সঙ্গে লইতে ভুলিলেন না। সরস্বতী শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে, বেত্র হস্তে আসিতে দেখিয়া মনে করিতে লাগিল, "আজ আবার কোন রকম নতুন শাসন হবে।" সে যেমন বসিয়াছিল সেই-ভাবেই বসিয়া রহিল। আজ তাহার কোন প্রকার চঞ্চলতা বা ভীতির লক্ষণ দেখা গেল না। মিত্রগিন্নি সরস্বতীকে কহিলেন, "হারামজাদী মা বাপকে কি করে খবর দিইচিস বল, না বল্‌লে এই বেতের বাড়ী দিয়ে

পিটের চামড়া তুলে দোবো।” তোর বাপ বাড়ীতে এসে অপমান করে যায়, তোর কাছে তার শোধ তুলবো।” সরস্বতী কোন কথা কহিল না। মিত্রগিন্নি তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন।

প্রথম আঘাতে সরস্বতী কেবল, “উঃ মাগো”, বলিয়া উঠিল। দ্বিতীয় আঘাতে, উঃ হু হু বাবাগো, গেলুম যে,” বলিয়া চীৎকার করিল। মিত্রগিন্নি যখন নির্দ্দয়রূপে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন, সরস্বতী মেঝের উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং ঘন ঘন নিশ্বাসের সঙ্গে আঃ, উঃ, বাবারে মারে, গেলুম যে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মিত্রগিন্নি থাস্ত দিয়া কহিলেন, “সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি, মারের যন্ত্রণা বুঝতে পারিস নি, আজ বুঝিয়ে দিলুম, এইবার বাড়ী থেকে দূর করে দেবো।” পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ মা, এইবার তুমি ঠিক বুঝেছ, এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।”

“আর একটু দেরী আছে।” পদ্মাবতী হতাসভাবে কহিল, আবার দেরী কেন?”

“ওর বড়লোক মা, বাপ এসে আমার বাড়ী জল খায়নি; আগে জলখাবার পাঠিয়ে দি, তারপর তাড়াব।”

“আবার দিনকতক দেরী হবে ত?”

“দিনকতক কি, আজই পাঠিয়ে কাল দূর করবো। আমি এখন চল্লুম, তুই দরজায় চাবিটা দে।” বলিয়া মিত্রগিন্নি প্রস্থান করিলেন। পদ্মাবতী হাঁসিতে হাঁসিতে, সরস্বতীকে কহিল, “বৌ, তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে মার কাছে কত ওকালতি কল্লুম দেখলে ত। আমি কিন্তু ভাই, তোমার কখন কিছু করিনি, আমার ওপর যেন রাগ কোরো না।

সরস্বতী বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিভূতা। তাহার অঙ্গ কোথাও ফুলিয়া গিয়াছে, কোথাও কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে আবার কোথাও বা বেতের দাগের সঙ্গে রক্তের দাগ পড়িয়াছে এবং সে উহার জ্বালায় অস্থির হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে, পদ্মাবতীর বাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। পদ্মাবতী চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

মিত্রগিন্নি নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন। সরস্বতীর পিতা কি প্রকারে সংবাদ পাইল তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। ক্ষণেকপরে কিছু টাকা লইয়া নীচে আসিলেন এবং জনৈক লোককে ডাকিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে রামা সংবাদ দিয়া গেল "সে আসিয়াছে।" মিত্রগিন্নি সেই লোকটীকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে কি বলিলেন, সেও উত্তরে কি বলিল, পরে মিত্রগিন্নি তাহাকে কয়টী টাকা দিলে, সে চলিয়া গেল। মিত্রগিন্নি পুনরায় নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। প্রায় দশ পোনেরো মিনিট পরে পদ্মাবতী আসিয়া কহিল, "মা তেতালার ঘরে চাবি দিইচি, এই নাও চাবি। হ্যাঁ মা সত্যি কাল বৌকে পাঠিয়ে দেবে ?"

"হুঁ"

"আজ দিলে না কেন ?"

"বুঝেছি দিলুম না।"

"ওর বাপের বাড়ী আবার খাবার পাঠান কেন গা; এতো অপমান করে গেল ওদের আবার খোসামোদ ?"

"তোর পরামর্শ নিতে ভুলে গেসলুম। এখন একবার ঝিকে ডেকে দাওগে।"

পদ্মাবতী প্রস্থান করিল।

"কেন ডাকছেন মা," বলিয়া ঝি ঘরের সম্মুখে আসিল। মিত্রগিন্নি কহিলেন, "তোমার কাজ কর্ম্ম সারা হয়ে গেছে ?"

"এদিককার সব হয়েছে কেবল পোড়া কড়াখানা মাজলেই হয়।"

"সে হবে খন। এখন একবার তোমায় বসির শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। কিছু খাবার পাঠাবো।" "এখন গেলে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে পোড়া মাজবো কখন।"

"এসে। আর এইটুকু যেতে আসতে সন্ধ্যে হবে কেন।"

"গিয়েই কি চলে আসা যায় মা, একটু বসতে হবে দুটো কথা কইতে হবে।

"না বসতে হবে না কথাও কইতে হবে না, কেবল যাবে আর আসবে।"

"ওমা, যাবো, আর আসবো কি গো। তা হ'লে কি বাড়ীর নম্বর দেখে আসবো নাকি ? তা মা নম্বর তো ইংরিজিতে থাকে, আমি তো বুঝতে পারবো না।"

"না, না, নম্বর দেখে আস্তে হবে না। তত্ত্ব নিয়ে যাবে।"

"ঝি কিঞ্চিৎ আনন্দিতা হইয়া মনে করিল, তাহ'লে ত লাভ আছে, পয়সাও পাওয়া যাবে আর যা নিয়ে যাবো তা থেকেও কিছু পাবো। ঝি কহিল, 'আপনি যখন বোলছো যাই, এসেই না হয় পোড়া মাজবো। তা হ'লে কাপড় খানা ছেড়ে আসি।"

"না, কাপড় ছাড়তে হবে না।"

"সে কি মা, এযে নোংরা কাপড়, তাতে আবার খানিকটা ভিজে গেছে।"

"তা হোগ্‌গে।"

"তারা কি মনে করবে।"

"কিছু মনে করবে না।" তারা জানবে কি করে।"

"আমাদের খুঞ্চিপোষ খানা ত নোংরা হবে।"

"কিছু নোংরা হবে না। তোমায় কিছু নিতে হবে না, শুধু বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবে।" ঝি কিঞ্চিৎ দুঃখিতা হইয়া কহিল,—

"রাম তো বাড়ী চেনে।„

"সে যেতে পারবে না, তার শরীর এখন ভাল সারেনি। অন্য লোক যাবে।"

ঝি মনে করিতে লাগিল, বাড়ী দেখাবার বেলা আমি আর বিদেয়ের বেলা অন্য লোক। প্রকাশ্যে কহিল, "তবেই তো মা, আমার পোড়া মাজতে হবে। আবার আমার বোনপোর হাম হয়েছে, ঠিক ভরসন্ধে বেলা শেতলা তলায় খবর দিতে হবে, তাহ'লে কখন কি কোরবো। আর আমিও মা বাড়ী ঠিক চিন্তে পারবো না, কতদিন যাইনি।"

"গেলেই চিন্তে পারবে। আর ওদের ঠেঙ্গে কিছু নিওনা, আমি তোমায় একটা টাকা দেবোখন।" "ঝি ভাবিল আমি জিনিষ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিনি তারা হয় তো আমায় কিছু দেবে না, আর যদিও দেয় হয়তো আট আনা দেবে, গিন্নি মার কাছে এক টাকা পাবো।" সে কিঞ্চিৎ খুসি হইয়া কহিল, "সে জন্যে কি, তোমাদেরি তো খাচ্চি মা। আমি এম্‌নি যেতুম, কেবল ঐ কড়া আর শেতলাতলা।" খাবার আনা হয়েছে"?

"আন্‌তে গেছে, এলো বলে।"

"তবে হাত পা ধুয়ে আসি," বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল। মিত্রগিন্নি ঝিকে কি পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় পদ্মাবতী আসিয়া কহিল, "মা, বাইরে কে এসে বলছে, "গিন্নিমাকে একবার দরকার।"

"যাচ্ছি", বলিয়া মিত্রগিন্নি নীচে নামিয়া আসিতে, সেই পূর্ব্বেকার লোকটী কহিল, "মা আর দুটী টাকা দিতে হবে।"

"আবার টাকা, আচ্ছা দিচ্ছি, সব ঠিক ত?"

"হ্যাঁ মা, পয়সা নিয়েছি ঠিক হবে না।"

মিত্রগিন্নি তাহাকে দুইটী টাকা দিলেন। ঝি পুনরায় মিত্রগিন্নির নিকট আসিতে তিনি কহিলেন,—

"এই লোকটীর সঙ্গে যাও।" ঝি সেই অপরিচিত লোকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু বিরক্তভাবে কহিল, "এর সঙ্গে যাব?"

"যাও না, তাতে কি হয়েছে, এতো আমাদের চেনা লোক।" ঝি পুনরায় তাহার মুখপানে চাহিয়া পরে মিত্রগিন্নির মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "না মা, আমি একলা যেতে পারবো না, বাড়ীর আর কাউকে সঙ্গে দাও।"

"সঙ্গে আবার কাকে দেবো, এখন তো বাড়ীতে কেউ নেই।"

"কেন থাকবে না, বড় দাদা বাবু ত আছেন।"

"এসেছে, আচ্ছা তাকেই বল্‌ছি। ডাক দিকিনি।"

"ডাক্‌ছি। কৈ খাবার কই?"

"ঐযে রকের ওপর।"

অপরিষ্কার রোয়াকের উপর কাপড় ঢাকা একটী পাত্র দেখিয়া ঝির সন্দেহ হইল। সে মনে করিল ছেলের শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার জিনিষ ওরকম জায়গায় কেন? নিশ্চয়ই এর ভেতোর কিছু মেচকোফের আছে। প্রকাশ্যে কহিল,—"আমি এখন যেতে পারবো না মা।"

"তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, বসি ত সঙ্গে যাবে। আচ্ছা তোমায় দুটো টাকা দেবোথন।"

এক টাকার স্থানে দু' টাকা শুনিয়া ঝি আহ্লাদিতা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, চুলোয় যাগগে। খাবার জিনিষ নোংরায় রাখুগ আর পরিস্কারেই রাখুগ আমার কি আমার কিছু পেলেই হলো। প্রকাশ্যে কহিল ''আপনি মুনিব একশোবারি বল্ছেন না গিয়েই বা করি কি! "তাদের কি বল্তে হবে?"

"বলবে, আপনারা তার বাড়ীতে গিয়ে কিছু খান্নি তাতে তাঁর বড় দুঃখু হয়েছে, সেইজন্যে তিনি যৎসামান্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

"ওতে কি আছে মা?"

"বোলবোখন আগে দিয়ে এস না।"

"শুনেই যাই না। কি জিনিষ না জেনেই বা যাই কি করে।"

"কেষ্টনগরের খাবাব।"

"ফেষ্টনগরের খাবার ঘরের ভেতরে না রেখে ওখানে রেখেছ কেন?"

কি কারণে জানি না, ঝি কেষ্টকে ফেষ্ট বলিত। মিত্রগিন্নি ধমক দিয়া কহিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গে বোকতে পারিনি, তুমি যাবে কি না বল।"

"গিন্নি মা, আপনি রাগ করেন কেন। তুমিই বলুন না, সঙ্গে কি নিয়ে যাচ্ছি জানা দরকার নয় কি?"

"বেশ জেনে রাখ, বরানগরের মিষ্টি আছে?"

"ওমা, কোলকাতায় ভাল ভাল মিষ্টি থাকতে তুমি মা বরাগনের * মিষ্টি দিতে গেলে। তাদের যদি একথা বলি, হাঁসবে যে, আর মনে করবে বোট্কেরা করেছে। হয় ত ফিরিয়ে দেবে।"

---

* শূকরদের

"তোমরা তাদের বাড়ীতে রেখে দিয়ে চলে আসবে।"

মিত্রগিন্নি কহিলেন "বরানগরের" ঝি শুনিল বরাগনের। জিনিষটা যে কি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এবং "বাড়ীতে রেখে দিয়ে আসবে," বলাতে, ঝির অতিশয় সন্দেহ হইল, সে মনে করিতে লাগিল, এর ভেতোর কিছু ঠকামো আছে, আর বাড়ীর ঝি, চাকর থাকতে, বাইরের লোককে দিয়ে পাঠানই বা কেন। যে মানুষের হাতে জল গলে না, পাল পাব্বনে পর্য্যন্ত কাউকে একটী পয়সা দেয় না, সেই বা দুটো টাকা দিতে চায় কেন। নিশ্চয়ই কিছু কারসাজী আছে। আর ছেলের শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে যা ভাব তা বৌ নিয়ে ঘর কত্তেই বোঝা যাচ্ছে। না, আমি যাবো না যদি বিপদে পড়ি কে আমায় রক্ষে করবে। আমি গরীব মানুষ পেয়দাকে পান খেতে টাকা দোবো কোত্থেকে, এরা বড় লোক এদের ভয় কি।" ঝিকে নীরব থাকিতে দেখিয়া মিত্রগিন্নি কহিলেন,—'কি ভাবছো, দেরী কচ্ছ কেন, শীগ্‌গির যাওনা সন্ধ্যে হয়ে এলো যে?" ঝি চমকিতা হইয়া কহিল, "ওমা, সন্ধ্যে হোলো কি গো, না তা হ'লে আর আমার যাওয়া হলো না মা, আমাকে শেতলাতলায় খবর না দিলে মা শেতলা ভারি রেগে যাবেন, শেষকালে আমার বোনপোর হাম যদি নাট খাইয়ে দেন। সর্ব্বনাশ, তা হলে কি হবে গো। হে মা রক্ষে কর, অপরাধ নিও না মা আমি এক্ষুনি যাচ্ছি?" বলিয়া ঝি দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। ঝি, এই প্রকারে বলিয়া যাওয়াতে মিত্রগিন্নি তাহার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে ঝিকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু ঝাঁড় দেওয়া এবং বাসন মাজা মনে হওয়াতে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। তিনি বসন্তকে ডাকিয়া সেই লোকটীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মিত্রগিন্নি পুত্রের শ্বশুরালয়ে কি পাঠাইলেন তাহা কেহই জানিল না এবং তিনিও ঝিকে ঠিক বলিলেন না, কি জিনিষ। একবার বলিলেন ''কৃষ্ণনগরের খাবার'' পরে কহিলেন ''বরানগরের মিষ্টি'', কিন্তু পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে বরানগরের পরিবর্ত্তে ঝি যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল মিত্রগিন্নি বাস্তবিকই তাহাই পাঠাইয়াছিলেন। পাঠক পাঠিকা ইহা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক মনে করিবেন ; কিন্তু আমি কি করিব বলুন, মিত্রগিন্নির কার্য্যের উপর আমার কোন হাত নাই, তিনি যাহা করিয়াছিলেন আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম, অতএব আপনারা আমাকে ঘৃণা করিবেন না।

---

৩১

হৃদয় বাবু, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব এবং মোক্ষদাবাবুর প্রতিবেশীদের সাহায্যে অদ্য প্রাতঃকালে, সরস্বতীকে নিজ বাটীতে আনিয়াছেন। সরস্বতীর সর্ব্বাঙ্গে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া এবং তাহার শ্বশুরালয়ের অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল তিনি বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ক্রমে ক্রমে, চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, ভট্টাচার্য্য ঘোষজা, বোসজা, মিত্রজা, চৌধুরী এবং দে মহাশয়গণ সকলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাটুয্যে মহাশয় হৃদয় বাবুকে কহিলেন,—শুনলুম আজ মেয়েকে এনেছো নাকি?" হৃদয় বাবু কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই, অনেক কষ্টে আর অনেক অপমান সহ্য করে এনেছি।"

চাটু—বেশ করেছ, সে এখন কেমন আছে? তার প্রতি কি রকম অত্যাচার শুনলে?"

হৃ—তা ধারণা করা যায় না এখনও তার সমস্ত অঙ্গে বেতের দাগ রয়েছে।

চাটু—বল কি! তারা মানুষ না পিশাচ।"

বাঁড়ুর্য্যে বলিয়া উঠিল, "চাটুর্য্যে, তুমি কি বল্‌তে চাও পিশাচদের মায়া মমতা নেই।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ঠিক, ঠিক, তারা চণ্ডাল।"

বোসজা কহিলেন, "ভট্‌চাজ তোমার একথা যদি চণ্ডালরা শোনে,

নিশ্চয়ই তোমাকে তারা বল্‌বে, আমাদের জাতে কে কোথায় এমন করে বৌকে পীড়ন করে দেখাও দিকিনি।”

মিত্রজা কহিলেন, “বাস্তবিক এরকম অন্যায় অত্যাচার কখন কোন জাতের ঘরে শুনিনি, তাতে আবার তারা শিক্ষিত বড়লোক ছি! ছি! ওদের ব্যাভারে আমাদেরও কায়েত বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।”

ভট্টা—শিক্ষিত বড়লোক বলেই বুঝি ওদের মেয়েটা ভবানীপুরে থিয়েটার কত্তে যায়?”

মি—ঐ রকম গুজব একটা শুনিছিলুম বটে।” চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন,—“কাল আবার কি পাঠিয়েছিল শোননি বুঝি?”

সকলেই বলিয়া উঠিলেন, কৈ না, কি, শুনি না?”

চৌ—তারা যা খেতে ভালবাসে তাই কুটুম বাড়ী পাঠিয়েছিল।”

ভট্টা—তাই নাকি। হৃদয় বাবুর প্রতি; “কি হে হৃদয়! ব্যাপারটা কি?”

হৃদয় বাবু কহিলেন, “সে কথায় আর কাজ কি ভাই। ওরকম ঘৃণিত কাজ যারা কত্তে পারে তারা আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেয় এইটী হলো সব চেয়ে আশ্চর্য্য?”

ভট্টা—কি কাজটা কি?”

চৌ—তিনকড়ি বাঁড়ুয্যের কাগজে আজ লিখেছে দেখো এখন।”

দে মহাশয়, হৃদয় বাবুর প্রতি কহিলেন, “আচ্ছা করে ঘা কতক দিতে পাল্‌লে না। কে নিয়ে এসেছিল?”

হৃ—জামাতা বাবাজী স্বয়ং একটী লোক সঙ্গে করে এসেছিলেন। আমরা মনে করিছিলুম মেয়েকে বুঝি খুন করে পাঠিয়েছে। পাড়ার অনেকে মারবার উয্যোগ করেছিল, আমি বারণ কল্‌লুম। মারামারি

করে কেলেঙ্কারী করে কি লাভ ?" মিত্রজা কহিলেন, হেঙ্গাম হুজ্জুত না করে খুব ভাল কাজ করেছ, তখন আবার তোমার মেয়ে সেখানে ছিল তাহলে হয় ত তাকে সত্যই খুন কোত্তো।"

দে মহাশয় কহিলেন "হৃদয় এইবার তুমি আদালতের আশ্রয় নাও, আমি ওদের পঞ্চাশ হাজারে ঘা দেয়াচ্ছি। তুমি শুধু রাজী হও, খরচ বিশেষ কত্তে হবে না, কেবল আউট পকেট (Out Pocket) দিও এটর্ণি কষ্ট (Attorney Cost) কিছু লাগবে না, সে আমি দায়িক।" হৃদয় বাবু কহিলেন, আমি ভাই জগদম্বার চরণ আশ্রয় করে আছি, মানুষ কে কাকে জব্দ কত্তে পারে। এ আমার কর্ম্মফল আর মেয়েটারও তাই, তা না হলে দুনিয়ার মেয়ে শ্বশুর বাড়ী ঘর সংসার কচ্ছে আর আমাদের বরাতে এমন হলো কেন।"

দে—না, না ছাড়া হবে না ওসব মেয়েলী কথা ছেড়ে দাও। সতীর গয়না গাটি, নিশ্চয়ই কিছু দেয় নি ?"

হৃ—জ্যান্ত অবস্থায় মেয়েকে আন্‌তে পেরেছি তাই ভাগ্যি বলে মানি আবার গয়নাগাটি।"

দে—বল কি, ওর ত অনেক টাকার গয়না ছিল ভাল ভাল দামী কাপড় চোপড়ও ত বিস্তর ছিল। না ভাই ওদের সহজে ছাড়া হবে না, তুমি রাজী হও সব আদায় করে দিচ্ছি। তোমায় মামলা কত্তেই হবে।"

হৃ—তুমি যেমন পাগল। আমার এই মনস্তাপের ওপর ঘরের টাকা খরচ করে, আদালতে ভদ্দর অভদ্দরদের পায়ে তেল দিয়ে খোসামোদ কোত্তে যাবো কুটুম্বর সঙ্গে মকর্দ্দমা কত্তে।"

দে—তোমায় কিছু কত্তে হবে না আমি সব ভার নেবোখন।"

হৃ—ওসবে কিছু লাভ নেই বরং অনিষ্ট। যদি কখন এই অন্যায়

অত্যাচারের দরুণ তাদের মনে অনুতাপ আসে, তাহ'লে হয় ত সতীকে আবার আদর যত্ন করে নিয়ে যেতেও পারে ; কিন্তু মামলা মকর্দ্দমা কল্লে সতীর ভবিষ্যতে কোন আশাই থাকবে না।"

দে মহাশয় দেখিলেন বেগতিক। হৃদয় বাবু মোকর্দ্দমা করিতে রাজী নন, তিনি ওসমন্ধে আর কিছু না বলিয়া কেবল বলিলেন,—

"তুমি বলে ছেড়ে দিলে, আমি হলে ভাই বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দিতুম।

বোসজা কহিলেন,—"আমি হলে একদিন গিয়ে সে মাগিকে সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিতুম।"

বাঁড়ুয্যে কহিল,—"আমার মেয়েকে অমন কল্লে বাড়ীর কর্ত্তাকে খড়মপেটা কত্তুম।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, খড়মপেটা কি, আমি হলে তাদের ভিটে মাটী চাটী কত্তুম। আমরা বাবা দখিণে লোক, কথায় বলে কোলকেতায় এলে খুড়োর নামে আর্জ্জি দাখিল করে যায়। শুনবে, আমার ভাগ্নে অসুখে উঠতে পাত্তনা, বিজয়া দশমীর দিন বিছানা থেকেই আমাকে নমস্কার করে ছিল বলে তাকে আলাদা করে দিইছি। তার বাপের যজমান নিয়ে দুপয়সা করিছি বোলে আর বেশী কিছু কল্লুম না।"

বোসজা কহিলেন,—"বেশ করেছ ভট্চাজ, এতেও আমরা শিখতে পাচ্ছিনি, এইটিই হলো বিশেষ দুঃখুঃ। আমি দেখছি যার মেয়েকে পীড়ন করেছে তার চেয়ে তোমাদের রাগটা কিছু বেশী, বলে মার চেয়ে দরদ যার তাকে বলে ডাইনি। কেন ভায়ারা ওকে মিছে উত্তেজিত চ্ছা, সকলকে ত জানা আছে, কোন উবগারের জন্যে ডাকতে গেলে ছেলেকে শিখিয়ে দেবে "বল্ বাড়ী নেই।"

ভট্টা—তাইত হে বোসজা বেশ ওকালতী শিখেছ ত, তুমি আবার উকিল হলে কবে। যা বলবার হৃদয় ভায়া ত নিজেই বল্‌তে পারে। তোমার মাথাটা হঠাৎ ব্যথা করে উঠ্‌লো যে।”

বো—এটা কোলকাতা সহর তুমি ভুলে যাচ্ছ বলে মাথাটা ব্যথা করে উঠলো। অর্থাৎ এখানে ভাগ্নে টাগ্নে নেই। দেশে যাও, দেখগে কোন গরীবের পিতৃ কি মাতৃ বিয়োগ হয়েছে, তাকে বলগে বেরশো উচ্ছুগ্‌গু শ্রাদ্ধ না কল্‌লে এক ঘরে কোরবো, কিম্বা কার কন্যা বয়স্থা হয়েছে পয়সা অভাবে বে দিতে পাচ্ছে না, তাকে বলগে শীগ্‌গির কন্যা পাত্রস্থ না কল্‌লে তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ কোরে দেবো। আর খোঁজ নাওগে কার বাড়ীর মেয়েরা, কাকে দেখে হেঁসেছে তাকেও এক ঘরের ব্যবস্থা করগে।”

ভট্টা—বোসজা দেখছি ভারি মুরুব্বী হয়ে পড়েছ। তোমার কথা গুলো একটু বড় বড় হয়ে পড়ছে যে। সাম্‌লে কথা কও, তোমার মতন অনেক কায়েত বাচ্ছাদের শিক্ষা দিয়েছি।”

বো—“আমাদেরও ত এইমাত্র দিলে, যে ভগ্নিপতির যজমানে অবস্থা ফিরিয়ে ভগ্নিকে আর নাবালক ভাগ্নেকে আলাদা কত্তে হয়।” বোসজার কথায় ভট্টাচার্য্য চটিয়া উঠিলেন। তাঁহার কোমর হইতে কাপড় খুলিয়া গেল এবং গজদন্তের নস্যর কোটাটী পড়িয়া সমস্ত নস্য ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অতিশয় রাগিয়া হৃদয় বাবুকে কহিলেন,—“দেখছো ভাই হৃদয় তোমার সাম্‌নে বোসজা আমায় কি রকম অপমান কচ্ছে। আমি উঠি এখানে আর থাকা উচিৎ নয়। ওর বেল্লিকপানা বুঝবথন।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাপড়ের কশি টানিতে টানিতে উঠিয়া পড়িলেন। চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পুনরায় বসাইয়া কহিলেন,—“হৃদয়ের মনের অবস্থা

আজ বড়ই খারাপ, এসময় তোমাদের রাগারাগি করাটা কি উচিৎ? তারা কল্‌লে অত্যাচার সে বিষয় সৎ পরামর্শ না করে নিজেরাই ঝগড়া কচ্ছ।

চাটুর্য্যে মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"সেদিন ঠিক এই রকম কাণ্ড, বলি শোনো। ট্রামে আস্‌ছি, আমার পাশের একটী ভদ্রলোক, একটা হ্যালের প্লাকার্ড পড়তে লাগলো, "নাট্যমন্দিরে, "তপতী", মসারি, শিশিরকুমার ভাদুড়ী।" পড়েই তার অন্য পাশের লোককে বল্‌লে, "আজকাল শিশির বাবুর মতন এক্টার নেই বল্লে হয়।" উত্তরে সে লোকটী বল্‌লে, "যতই হোগ দানি বাবুর মত নয়।" প্রথম লোকটী একটু রেগে গিয়ে বল্‌লে রেখে দিন আপনার দানি বাবু, কখন কাউকে একটা পয়সা দান কত্তে শুনিনি তাকে যখন দানি বল্‌ছেন তখন আপনি ত তাকে শিশির বাবুর চেয়ে বড় বলবেনই। ভাদুড়ীর কাছে দানিবাবুর এখনও ঢের শেখবার আছে।" দ্বিতীয় লোকটীও রেগে বল্‌লে। "যান, যান আপনি ত সব খবর রাখেন, শিশির বাবু নিজে বলেন, "আমি ভাগ্যবান যে, লোকে আমাকে দানিবাবুর সঙ্গে তুলনা করে।" তখন প্রথম ব্যক্তি ভীষণ চটে গিয়ে বল্‌লে, "ওসব গল্প কথা ছেড়ে দিন। এইমাত্র চাক্ষুশ দেখলুম, ভাদুড়ী মশাই মসারি সাজবেন, আপনার দানি বাবু পারে?" এই রকম কথা কাটাকাটীর পর ক্রমে হাতাহাতির যোগাড় দেখে, সাক্ষী দেবার ভয়ে আমি ত নেবে পড়লুম; কিন্তু আমিও ভাবতে লাগলুম যে বাস্তবিক মশারি সাজবে কি রকম। অনেক ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক কত্তে না পেরে আমি আবার সেই হ্যালের প্লাকার্ড দেখতে গেলুম, যে ব্যাপারটা কি। গিয়ে দেখি নাট্যমন্দিরের প্লাকার্ডের যেখানে "রাজা শিশিরকুমার ভাদুড়ী" লেখা ছিল তার বাঁদিক ঘেঁসে

সতীশ কবিরাজের 'শ্বাসারীর' প্লাকার্ড মেরে দিয়ে গেছে, কাজেই রাজা লেখাটা শ্বাসারী লেখাটা যে চাপা পড়ে গেছে, তার আবার বাঁদিকে বোধ হয় ষ্টার থিয়েটার থেকে 'অযোধ্যার বেগম' বা অন্য কোন লেখা যার শেষের অক্ষরে "ম" আছে, তাই মেরে দিয়ে গেছলো তারপর বৃষ্টিতে বা অন্য কোন কারণে বাকি অক্ষরগুলো উঠে গিয়ে শুধু "ম" অক্ষরটী "শ্ব" অক্ষরে চাপা পড়ে মসারি দাঁড়িয়ে গেছে। এই দেখে নিজেই খানিকটা হেঁসে নিলুম আর মনে কল্লুম তারা কি আহাম্মুখ একটু ভেবে দেখলে না ঐ নিয়ে মিছে ঝগড়া কত্তে লাগলো! তোমাদেরও আজ সেই দশা দেখছি।"

ভট্টা—সে তুমি যাই বল চাটুর্য্যে বোসজার আজকাল ভারি কথা হয়েছে। কোলকেতার লোক বোলে মনে করে আমি কি হয়ে পড়িছি।" থাকতো যদি আচার্য্যিদের জমীদারীতে, বুঝতুম কত বড় বোস।"

চাটু—আচার্য্যিরা তোমার কেউ হয় নাকি?"

ভট্টা—বাবার পিসেমশাই। আর বামুন জমীদার মাত্রেই আমার কেউ না কেউ হয়।"

চাটু—তোমরা হলে ভট্চার্য্যি, আর তারা আচার্য্যি, তোমার বাবার পিসে কি করে হলো?"

বোসজা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল;—শ'বাজারের সাম্নে যদি শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হয় তাহ'লে কেন হবে না।"

ভট্টা—শুন্‌লে চাটুর্য্যে বোস কি বল্‌লে।"

চাটু—যেতে দাও না ভাই আজ হৃদয়ের মনের অবস্থা কি রকম তা তোমরা বুঝতে পাচ্ছ না।" কেহ কেহ কহিলেন "সত্যি ত"। সকলেই কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর, চৌধুরী মহাশয় হৃদয় বাবুর প্রতি কহিলেন,

তোমার মেয়েকে ডাক্তার টাক্তার দেখিওছ, যে রকম মারপিট করেছে, শরীরের ভেতোর কোথায় কিছু যদি হয়ে থাকে ?"

হৃ—না ভাই, আজও ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। কাল কাউকে দেখাতেই হবে।"

চৌ—কাকে দেখাবে মনে কচ্ছ ?"

হৃ—যোগেন বাবুকে।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"সে ত এলোপ্যাথিক, তার চেয়ে হোমিও-প্যাথিক দেখালে হয় না ?"

চৌ—হোমিওপ্যাথিক আমার ভাই বিশ্বাস নেই, কি একটু চন্নামিত্রের মত জল দেয় তাতে মনের তৃপ্তি হয় না।"

ভট্টা—তাহলে তুমি বোল্‌তে চাও হোমিওপ্যাথিক কিছু নয়।"

চৌ—তাকি আমি বোলতে পারি, তবে হাড়টাড় ভেঙ্গে গেলে হোমিওপ্যাথিকে বিশেষ কিছু কত্তে পারে কি ?"

ভট্টা—ভাল ডাক্তার হলে কেন পারবে না। আমাদের বাড়ীর কাছে, কেষ্ট বাবু বলে একজন ডাক্তার ছিলেন, তার ঔষধ কথা কইতো।"

বোসজা মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "কথা কওয়া কি বোল্‌ছ, হোমিওপ্যাথিকে কেটে জোড়া দেয় এমন ডাক্তার আছে। শ্যামপুকুরে জ্যোতিষ বলে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছে, তার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা বলি শোন।" "এক কালীপূজোর দিন জ্যোতিষ একটী দশ সের তুবড়ীর খোলে বারুদ ঠাসছিলো, এমন সময় তার বাড়ীর সাম্নে রাস্তায় ধড়াস করে একটী শব্দ হোলো, তারপর লোকজনের ভয়ানক গোলমাল হতে লাগলো। খানিক পরে জ্যোতিষের, কুতকুতে

নামে একটা ছেলে জ্যোতিষের কাছে এসে বল্লে, "বাবা, আমাদের পাশের বাড়ীর একটা ছেলে, ঘুঁড়ি ওড়াতে ওড়াতে ছাত থেকে পড়ে গেছে, তুমি একবার শীগ্গির দেখবে চল। শুনেই জ্যোতিষ তুবড়ীর বারুদ আধ ঠাষা ফেলে রেখে দেখতে গেল। গিয়ে দেখে রাস্তায় লোকে লোকারণ্য, ছেলেটীর মাথার খুলি কেটে চুরমার হয়ে গেছে। জ্যোতিষকে দেখে ছেলের বাপ কেঁদে বল্লে "ডাক্তার বাবু সর্ব্বনাশ হলো আমার ছেলেটী গেল।" ডাক্তার চশমার ভেতোর থেকে ছেলের বাপের দিকে আড়চোখে চেয়ে বল্লে, "কেন আপনি দুঃখুঃ কচ্ছেন, আমি দু ফোঁটা ওষুধে আপনার ছেলেকে ফের ঘুঁড়ি ওড়াতে পাঠাচ্ছি।" ভাল ডাক্তারদের প্রায়ই চশমা চোখে থাকে, তা না হলে বোধ হয় সূক্ষ্ম নাড়ী গুলো দেখতে পায় না। তারপর ডাক্তার তার, কুতকুতে বাচ্ছাকে, একটা সন্না আর ওষুধের বাক্সোটা আন্তে বল্লে। কুতকুতে ঐসব আন্লে পর, ডাক্তার বল্লে, "তুমি এখানে দাঁড়াও দেখো যেন ফাটা মাথায় মাছি বসে না, আমি বারুদ হাত ধুয়ে আসি তা না হলে সেফ্টীক হতে পারে। ডাক্তার হাত ধুয়ে এসে সেই সন্না দিয়ে মাথা ভাঙ্গার হাড় মাংস গুলো একটী একটী করে তুলে নিয়ে সেই ছেলেটার ধড়ের কাছে রেখে দিতে লাগলো। যখন সমস্ত হাড়মাংসর কুঁচি জড়ো হলো, ডাক্তার গম্ভীরভাবে ওষুধের বাক্সো থেকে একটী শিশি তুলে নিলে। তারপর সেই হাড়মাংসর ওপর উঁচু করে ধরে ছিপিটা খুলে টপ করে এক ফোঁটা ওষুধ দিলে, দিতেই কুচো গুলো জুড়ে এক হয়ে গেল। সকলে দেখে অবাক, তারপর আর একটী ওষুধের শিশি নিয়ে ঐ রকম করে আর এক ফোঁটা যেই দোয়া, অম্নি ছেলেটা উঠে দৌড়। খানিক পরে সকলে দেখলে ছেলেটা ছাতে লাটাই হাতে আকাশ পানে চেয়ে রয়েছে।"

বোসজার কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য ভয়ানক চটিয়া চাটুয্যেকে বলিল,— "চাটুয্যে, বোসজার কথা শুনলে ত, এতে মানুষ মেজাত ঠিক রাখতে পারে, তুমি শুধু তাই আমাকে বল।"

চা—"ওসব কথা যেতে দাওনা ভাই।"

বোস—যেতে দেবে কি, এত প্রত্যক্ষ দেখা। একেই ত বলে হোমিওপ্যাথিকে কেটে জোড়া দোয়া। আরে আমরা ত সামান্ত লোক এই শুনে জ্যোতিষের পাড়ার একজন বড় উকীল বাবু তাঁর ছেলের হঠাৎ কি অসুখ কত্তে, বড় ডাক্তার কাউকে না ডেকে জ্যোতিষকে ডেকে নিয়ে গেসলেন। জ্যোতিষ সেখানে এমন হেক্‌মত দেখিয়ে ছিল, তাতে উকীল বাবু বলেছিলেন, আমি এখনি ফৌজদারী বিভাগে চিঠি লিখে দিচ্ছি যাতে ডাক্তারের ডিপ্লোমার ওপর আরো কিছু বাড়িয়ে দেয় কেন জানিনা ঐকথা শুনে জ্যোতিষ, সেই দিনই তার বাড়ীর দেয়ালে টেবলেটের ডিপ্লোমা পুঁছে দিয়েছিল। আর সেই দিন থেকে নিয়ম করেছিল, তার দিকে কেউ চাইলে অন্ততঃ দু টাকা ফি দিতে হবে। সেইজন্যে লোকে ওর বাড়ীর কাছ দিয়ে গেলে চোখ বুজে যায়।"

চাটু—যাক ভাই, হৃদয়ের মেয়ের জন্যে যে ডাক্তার হয় এর পর পরামর্শ করা যাবেখন। রাত হয়ে এলো আজকের মত ওঠা যাক।

ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রস্থান করিলেন, হৃদয় বাবুও অন্দরে যাইলেন।

---

৩২

তারপর প্রায় বারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মোক্ষদা বাবু মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ দ্বিতীয় বার যে বিবাহ করিয়াছিল সে স্ত্রীও ইহলীলা শেষ করিয়াছে, তাহার কিছুদিন পরে নবকৃষ্ণের মাতা ঠাকুরাণীর স্বর্গলাভ হইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া মিত্রগিন্নি একদিন পদ্মাবতীকে লইয়া জামাতা বাড়ী যান এবং পদ্মাবতীকে সেখানে রাখিবার জন্য জামাতাকে বিস্তর উপরোধ ও মিনতি করেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ কিছুতেই রাজী হইল না, মিত্রগিন্নি কৌশলে পদ্মাবতীকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসেন।

নবকৃষ্ণ মনে করিয়াছিল স্ত্রীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, কিন্তু পুনরায় মনে করিল ধর্ম্মপত্নী, উপযাচক হইয়া আসিয়াছে তাড়াইয়া দিলে নিজেরই অপমান এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ হইবে, সংসারেও আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই। এই প্রকার স্থির করিয়া নবকৃষ্ণ পদ্মাবতীকে লইয়া পুনরায় সংসার পাতিতে মনস্থ করিল।

সরস্বতীকে লইয়া যাইবার এবং পদ্মাবতীকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিবার পর, মিত্রগিন্নি বসন্তের পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিবাহে কন্যাপক্ষীয়দের সহিত একটী এগ্রীমেণ্ট পত্র হইয়াছিল, যে কখন যদি মিত্রগিন্নি কিম্বা অন্য কেহ প্রথম বধুর ন্যায় দ্বিতীয় বধুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে দ্বিতীয় বধূর পিতামাতা তাহাকে নিজ বাটীতে রাখিবেন এবং মিত্রগিন্নির নিকট হইতে মাসিক একশত টাকা করিয়া খোরাকী হিসাবে আদায় করা হইবে। কিছুদিন পরে

মিত্রগিন্নি হেমন্তের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা শুনিয়া, হেমন্ত মাতাকে নিষেধ করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, "তোমার মতন মা যার, তার বিবাহ করা কোন মতেই উচিৎ নয়, তুমি প্রথম বৌদির প্রতি যে রকম অত্যাচার কত্তে, দেখে মনে হোতো যে আমার কি দুর্ভাগ্য যে তোমার পেটে জন্ম নিয়েছিলুম, আর প্রতিকারেরও কোন উপায় কত্তে পাত্তুম না, কেন না তুমি যে মা, তবে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিছি, তুমি বেঁচে থাকতে আমি বিবাহ কোরব না।" এই কথায় মাতা পুত্রে বচসা হয়, ফলে মিত্রগিন্নি, হেমন্তকে বলেন,—"তুই আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ, তোর মুখ আর আমি দেখ্‌তে চাই নি।" তাহাতে হেমন্ত বলে, মা, তুমি যাই কর, তুমি আমার মা, তুমি যখন আমার মুখ দেখতে চাও না তাতে বুঝছি আমি সত্যিই ভাগ্যহীন, মর্ত্ত্যের স্বর্গসুখ মাতৃস্নেহ তুমি আমায় সে স্নেহ থেকে বঞ্চিৎ কল্লে, তখন তোমার সাম্‌নে থেকে কেন, আমি এবাড়ী থেকেই দূর হচ্ছি। সেইদিন হইতে হেমন্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহা কেহই জানে না।

সরস্বতী এখন বড় হইয়াছে, এখন সে আর অত্যাচার প্রপীড়িতা বারো বৎসরের বালিকা নহে, সে বুঝিয়াছে, জীবন্ত দেবতা স্বামী ব্যতীত এ সংসারে স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। সে মনে করিত পুনরায় স্বামীর নিকট চলে যাই, শ্বাশুড়ী হাজার পীড়ন কল্লেও তাঁর চরণ ছেড়ে আর আসবো না।" কিন্তু সে উপায় কোথায়, সে হিন্দুর কন্যা পরাধীন। সরস্বতী মনে মনে স্বামীর চিত্র আঁকিয়া পূজা করিত। সমবয়স্করা কথা প্রসঙ্গে কেহ কখন তাহার স্বামীর নিন্দা করিলে সে বিরক্ত হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিত। সরস্বতী ইতিমধ্যে স্বামীকে অনেক পত্র দিয়াছিল কিন্তু একখানিরও উত্তর না পাইয়া বুঝিয়াছিল এজীবনে স্বামীর সেবা এবং

ভালবাসা অদৃষ্টে নাই। এইভাবে জীবন বহন করা অতিশয় কষ্টকর। সে একদিন হৃদয় বাবুকে জানাইল যে তাহার বড় ইচ্ছা কাশীধামে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করে। হৃদয় বাবু আনন্দের সহিত তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইলেন এবং সংসারের সমস্ত ভার প্রফুল্লর উপর দিয়া বিন্দুবাসিনীকে ও সরস্বতীকে লইয়া শুভদিনে কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

---

৩৩

সা রে গা মা পা ধা নি সা´, সা´ নি ধা পা মা গা রে সা। সারেগা, রেগামা, গামাপা, মাপাধা, পাধানি, ধানিসা´।

মোক্ষদা বাবু এ সংসার হইতে অবসর গ্রহণের পর, বসন্ত পৈত্রিক সম্পত্তির অর্দ্ধেক মালিক হইল মনে করিয়া, খুব আমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক একটী করিয়া ক্রমে অনেকগুলি বন্ধু আসিয়া জুটীল। বন্ধু যদি জুটীল, সুরা দেবীর আরাধনাই বা কেন না হইবে। তাহাও আরম্ভ হইল; কিন্তু শুধু সুরাতে কেমন যেন নিরামিষ মনে হইতে লাগিল কাজেই কেবলমাত্র গান শুনিবার জন্য, এক আধদিন বারবনিতা, ডালিমমনির গৃহে যাইতে ছাড়িল না। এইপ্রকার গান শুনিতে শুনিতে বসন্তর ইচ্ছা হইয়াছে গান শিক্ষা করে, তাই ওস্তাদ রাখিয়া সারগাম ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ওস্তাদের নাম পিলু খাঁ, তাঁহার আসল নাম কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিন দিবা দ্বিতীয় প্রহরে স্বাভাবিক ঠাটে এমন পিলু রাগিণী গাহিয়াছিলেন যে, যাহারা শুনিয়াছিল, রাত্রি এগারোটা মনে করিয়া তাহাদের শয্যা লইতে হইয়াছিল। সেইদিন হইতে তাঁহার ওস্তাদ তাঁহাকে পিলু খাঁ খেতাব দিয়াছিলেন। পিলু খাঁর ইচ্ছা ছিল অতি উত্তমরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করেন, কিন্তু তিনি অধিকাংশ ওস্তাদদের ভাবগতিক দেখিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে বাদ্য বা সঙ্গীত উত্তমরূপ শিক্ষা করিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ হয় নেশাখোর কিম্বা ভদ্রসমাজে কথার বে ঠিক হইয়া পড়ে। সেই আশঙ্কায় তিনি আর

শিক্ষা করেন নাই। বাস্তবিক সে কথা নেহাৎ বাজে নয়, অধিকাংশ গাইয়ে বাজিয়েদের ডাকতে যাও বলবে নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু আসেন না আবার অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় আসরে গাহিতে কি বাজাইতে আসিলে মাতাল হইয়া শুইয়া পড়েন।

অনেক প্রকার সারগাম দেখাইয়া ওস্তাদজী, "এখনি আসছি", বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বসন্ত দু তিনবার গলা সাধিয়া হারমনিয়মটী রাখিয়া, একটী মেহগ্নি কাষ্ঠের টানা হইতে সুরার বোতল বাহির করিল এবং কিঞ্চিৎ পান করিল পরে যথাস্থানে রাখিয়া পুনরায় গলা সাধিতে আরম্ভ করিল, "সা গা হ্ম সা´ নি ধা হ্ম গা ঋ সা, এই প্রকার কিছুক্ষণ সাধিতেই, ওস্তাদ পুনরায় আসিয়া কহিলেন "ও কি হচ্ছে, বসন্তর 'ম্মা'র পাশে "ধা" না দিলে, ওরঠাট থাকবে কেন। তোমায় লিখে দিইছিলুম মনে নেই, "সা গা হ্ম ধ সা´ নি ধ হ্ম গা ঋ সা।" বসন্ত রাগে "রে" কোমল ও দুই মা লাগে "পা" লাগে না তবে তুমি ঠেকিয়ে যেতে পার। আজকাল এক নিয়ম প্রায় দেখা যায় যে, যে রাগে যে সুর বর্জ্জিত তাহা অবরোহণে সেই সুর অলঙ্কার হিসাবে ঠেকিয়ে দিয়ে যায়। এই সব যেন মনে থাকে। যন্তরে একদিন দেখিয়ে দেবোখন, আজ একটু কাজ আছে চল্লুম। ওস্তাদ চলিয়া গেলেন। বসন্ত পুনরায় সুরার বোতল বাহির করিল এবং টেবিলের উপর হইতে একটী গ্লাস লইল। সে প্রথম যখন সুরাপান করিয়াছিল তখন গ্লাসে ঢালিয়া পান করিলে পাছে ওস্তাদজী আসিয়া পড়েন বলিয়া তাড়াতাড়ি বোতল ধরিয়াই পান করিয়াছিল। এক্ষণে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া গ্লাস লইল এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে সুরা ঢালিয়া পান করিল। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার পর আপন মনে

বলিতে লাগিল, লোকে বলে "অধিকাংশ বড়লোকের ছেলেদের বাপের ওপর মায়া নেই, তারা কেবল টেঁকে বসে থাকে, কবে বাপ মরবে, বিষয় হাতে আসবে, কাপ্তেন হবে।" কেন বাবার ওপর কি আমার মায়া ছিল না, না আমি কাপ্তেন হইছি? বড়লোক বল আর কাপ্তেনই বল সবই ত বাবা এক ঘেয়ে, সেই মটর, মেয়ে মানুষ আর মদ। নতুন ত কিছু দেখতে পাইনি। কই কখন ত শুনলুম না যে কেউ সদাব্রত করে দিয়েছে, কিন্তু শোনা গেছে কতলোক রক্ষিতাদের বাড়ী ঘর করে দিয়েছে। পূণ্য কাজে মেজাজ চাই। পয়সা হলে কি হবে, গোড়া খুঁজে দেখলে অনেকেই বাবা, চন্নন বিলেস, কিম্বা কাউকে ঠকিয়ে পয়সা করা। আমরা আবার গরীবদের তাচ্ছল্য করি, আমাদের গোড়া ভেবে দেখি না। আমি কিন্তু বাবা ওপথে যাচ্ছিনি; তবে (Medicine droze) মেডিসিন ড্রোজে রোজ একটু খেতে দোষ কি? আর কেবল গান শোনবার জন্যে একদিন দুদিন ডালিমের বাড়ী যেতে আপত্তি কি? একে ত আর কাপ্তেন বলা যায় না, আর বিষয় ত এখনো হাতে আসিনি, বাবা মরেছেন এই পর্য্যন্ত, আর এলেও আদ্দেক বই ত নয়। ডালিম কিন্তু ভারি চমৎকার গান গায়। আমারও একটু শেখাবার ইচ্ছে আছে। দেখা যাগ মাইনে দিয়ে ত ওস্তাদ রেখেছি।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া বসন্ত পুনরায় গলা সাধিতে আরম্ভ করিল।

"কিহে খুব গলা সাধছ যে, ডালিমকে (Beat down) বিট ডাউন না করে ছাড়লে না দেখছি।" বলিতে বলিতে বসন্তর, বিন্দু নামে একটী নূতন বন্ধু উপস্থিত হইল। বসন্ত কহিল,—"ডালিমমণিকে (Beat down) বিট ডাউন শত জন্ম সাধনা কল্লেও পারবোনা। আহা কি চমৎকার গায় বল দিকিনি। বিশেষ সেই গান খানা।"

"কোন খানা ?"

"সেই যে, "যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন ?"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বসন্তকে কহিল, "বাবু একটী ভদ্দরলোক আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে চাইছে।" বসন্ত কহিল, "কে, নাম কি, কি চায় ? আগে জিজ্ঞেস করে আয়।"

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং পরক্ষণে পুনরায় আসিয়া কহিল, তিনি মোহনবাগান থেকে আসছেন, নাম বল্লেন ভুপেন বাবু।"

"ও, বুঝিছি। বল্গে যা এখন দেখা হবে না। বলিস ফুরসুৎ নেই, অসুখ করেছে। "বাড়ী নেই।"

"সে কি বড় বাবু তিনি যে আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন।"

"পাচ্ছেন ত বড় বয়ে গেল। তোকে যা বল্লুম তাই কর।" ভৃত্য প্রস্থান করিল। বিন্দু কহিল, "ভুপেন বাবু কে হে ?" বসন্ত তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল,—

"ও একটা আধবুড়ো লোক, আমার প্রথম শ্বশুর বাড়ীর কাছে থাকে।"

"কি দরকারে এসেছিল।"

"প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্যে বক্তৃতা কোত্তে।"

"ভদ্রলোককে ডেকে বসিয়ে ভাল কথায় বিদেয় দিলেই হোতো। হাজার হোগ বয়জ্যেষ্ঠ বাড়ী বয়ে এসেছিলেন। অভদ্র বোলবে যে।"

"বল্গগে, ওদের কথা, আমি গ্রাহ্য করি না।"

পুনরায় ভৃত্য আসিয়া কহিল, "বড় বাবু তিনি চলে গেছেন।"

"কি বলে গেল ?" ভৃত্য কহিল, সে আপনার কাছে বল্তে পারবো না।"

"আমি বোল্‌তে বল্‌ছি, বল না।"

"বল্‌লেন, "বাড়ী থেকে, বাড়ী নেই বলে. বড়লোকের ছেলের এ কি রকম সভ্যতা।"

"বলুগগে। তোর কাজে যা।" ভৃত্য প্রস্থান করিলে,—বিন্দু কহিল, "হ্যাঁ হে, তোমাদের সে রামা চাকরটা গেল কোথা? এ কে যে নতুন দেখছি।"

"সে ব্যাটার কথা আর কয়ে কাজ নেই. একদিন মার প্রায় দু' হাজার টাকার গয়না নিয়ে চম্পট্ দিয়েছে।

"বল কি হে, সে যে তোমাদের অনেক দিনের বিশ্বাসী ছিল।"

"আর বিশ্বাসী। তারপর থেকে মা, পুরানো লোক সব বিদেয় করে দিয়েছেন।

"এর নাম কি?"

"বেহারী। যাক সে সব কথা এখন তুমি আমার কত দূর কি করলে বল।"

"বলছি, আগে গলা টলা ভিজতে দাও। "আছে তো?"

"আছে বই কি?" বসন্ত ইঙ্গীতে সুরার বোতল দেখাইল। বিন্দু আনন্দের সহিত কহিল, "খানিকটা কম দেখছি কেন, চলছিল নাকি?"

"চলবে আর কার সঙ্গে, তবে ওস্তাদ যাবার পর একটু খেয়েছিলুম, তা না হলে ভাই গলাটা পঞ্চমে চড়াতে পারিনি।

"বেশ, বেশ, সঙ্গী পেলে ত এইবার সপ্তমে চড়বেখন।"

"না ভাই বেশী চালিয়ে কাজ নেই। মা ওপরে, আজ আবার একাদশী করে আছেন।"

"তবে চুপি চুপি হোগ।"

"জান ত ভাই আমি বন্ধুদের কথা কখন ঠেলতে পারিনি।" বলিয়া বসন্ত এবং বিন্দু কিছুক্ষণের জন্য, গলা সাধিবার ঔষধ বা সুরাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিল।

বিন্দুবাবুর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিন্দুবাবুর পুরা নাম জানি না, তাহার আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায় কোন গ্রামে। সে পূর্ব্বে জমীদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম করিত। একবার জাল জমীদার সাজিয়া সরকারি অন্নসত্রে কিছুকাল আহারাদি করিয়াছিল, সম্প্রতি সেখান হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছে, উপস্থিত কোন কাজ কর্ম্ম জোটাতে না পারায় এখন সর্ব্ব রকমের দালালী করিয়া বেড়ায়। তাহার সব চেয়ে বাহাদুরী, কোন ধনির মৃত্যু হইলে, সন্ধান করিয়া তাহার পুত্রের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ফেলে এবং তাহার ভিটাতে ঘুঘু চরাইয়া শেষে সরিয়া পড়ে।

দুই তিন পাত্র চালাইবার পর, বসন্ত মস্‌গুল হইয়া কহিল, "এইবার বল আমার বিষয় কতদুর কি কল্‌লে? আমি ত ভাই ডালিমের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। কাছে টাকা কড়ি যা ছিল সব দিইছি, গেল শনিবারের মাইফেল্‌টা, আংটী আর ঘড়ী বেচে চালিইছি, আর ত একটী কপর্দ্দকও নেই।"

"সেই খবর দিতেই ত এলুম।

"তবে খবরটা কি বলে ফেল না ব্রাদার।"

"বলবুই ত, আরো দু এক পাত্র চলুক।"

"তাত চলবেই তুমি যখন এসেছ একে কি আর রাখবো।" উভয়ে আরো কিছুক্ষণ সুরা দেবীকে উদরস্থ করিল। বিন্দু কহিল, তোমার টাকা, আমি ভাই, হ্যাণ্ডনোটে (Hand-note) ঠিক করিছি; কিন্তু

ধনি বেগোছ গাইছে ?”

“বেগোছ আবার কি ?”

“বল্‌ছে, তুমি দশ হাজার লিখে দেবে ; পাঁচ হাজার সে কমিশন নেবে, আড়াই হাজার এটর্ণির খরচ, আর পাঁচশো দালালী পরে সব তোমার।”

বসন্ত কিঞ্চিৎ জড়িতস্বরে কহিল, “বাঃ, বাঃ এই না হলে বন্ধু, কিন্তু আমি তো ভাই মোটে পাচ্ছি দু হাজার, এতে ডালিম কে কি দেবো আর ফুর্ত্তিই বা কি কোরবো। আর কিছু বাড়াও।”

“আরে ভাই এই দিতে চায় না, আবার বাড়ানো আমি বলে ঠিক করিছি, তোমার তো আরো বন্ধু আছে কার ক্ষমতা এই বাজারে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ঠিক করুগ দিকিনি।”

“তা বটে। আচ্ছা এক কাজ কর, আমাকে আর হাজার টাকা দাও আমি বরং পোনেরো হাজার লিখে দেবোখন।”

“না ভাই মিছে তোমায় আশা দেবো কেন। আর একটী পয়সাও বাড়বে না।”

বসন্ত আর এক গ্ল্যাস গলাধকরণ করিয়া কহিল, “নেহাত যদি না বাড়ে, আমি ওতেই রাজী। কবে টাকা দেবে বলো।”

“ধনী ত আজ এখুনি দিতে প্রস্তুত ছিল। আমি এইমাত্র তার কাছে থেকে আসছি ; কিন্তু তিনি যে আবার একটা গোলের কথা তুললেন।”

“গোল আবার কি হে, কুলমান মজিয়ে নিদারুণ বাণী কেন রে মাধব। গোলটা কি শুনি চাঁদ।”

“ধনী বলে, আমি খবর পেয়েছি, বসন্ত বাবুর বাপ, তাঁর স্থাবর

অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করে গেছেন, তা হ'লে আমি কি ভর্ষায় টাকা দি।

"মিথ্যা কথা। তা হ'লে আমি জানতুম না। সে টাকা দেবে না বলে ধাপ্পা মেরেছে।"

"ওহে ওসব খবরে ধনীদের বড় মিথ্যা হয় না। ওরা ঐ করে বেড়াচ্ছে ওদের কি ভুল হবার যো আছে।"

"তাহ'লে তুমি বলতে চাও সত্যি।"

"নিশ্চয়ই।"

"এ্যাঁ, তাহ'লে কি হবে ভাই আমার যে মাথা কাটা যাবে।" বোতলে যেটুকু বাকি ছিল, বসন্ত সমস্তটা পান করিয়া, ক্রন্দনের স্বরে কহিল,—"ভাই বিন্দু, তুমি টাকা ঠিক করে আমার বন্ধুর কাজ করেছিলে, আর একটী বন্ধুর কাজ কর ভাই, আমি একটী টাকা দিচ্ছি এইটী আমার শেষ সম্বল। তুমি আমায় এক টাকা আপিন কিনে এনে দাও, খেয়ে ডালিমের অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাই। যাও তোমার পায়ে পড়ি বন্ধুর কাজ কর ভাই।"

"এঃ, তুমি দেখছি ছেলে মানুষের বেহদ্দ। এক কথায় কেঁদে নেশাটা মাটী কোরে দিলে। "কি করি ভাই, আমার আর কোন উপায় নেই যাতে ডালিমের কাছে মান রাখতে পারি।" "আরে ঘাবড়াও মাৎ। খুব উপায় আছে। আমি তোমায় বাৎলে দিচ্ছি; কিন্তু সেই মত কাজ কত্তে হবে।"

"নিশ্চই কোরবো। আমাকে টাকার জন্যে এখন যা বোলবে তাই কোরবো।"

"আচ্ছা তবে মন দিয়ে শোনো।"

"বলো।"

"আমি নিজে ভাল রকম জেনেছি, তোমার মা, তোমার বাবার কাছে থেকে, কোম্পানির কাগজ, নগত টাকা কড়ি বিষয় আসয়, এমন কি ঘর সংসারের জিনিষ পত্তর পর্য্যন্ত নিজের নামে উইল করে নিয়েছেন, কিন্তু সে উইল রেজেষ্টারী নয় আর এখনও প্রোবেট হয়নি, তবে আজকালের মধ্যে দরখাস্ত হবে। সে উইল এখন তোমার মার কাছে আছে। আজই যদি কোন প্রকারে হস্তগত কোত্তে পারো তার বিশেষ চেষ্টা কর, আর হস্তগত কোত্তেই হবে, তাহ'লে তুমি রাজা, তোমার ভায়ের তো কোন খবরই নেই, সমস্ত বিষয়ই তোমার, সম্ভবত নগদ টাকাকড়ি কোম্পানির কাগজপত্রও তোমার মার কাছে আছে এই সঙ্গে ওগুলোও হাতাও।"

বসন্ত হতাশভাবে কহিল, "ও বাবা, মার কাছ থেকে হাতানো বড় শক্ত, সে আমার দ্বারা হবে না।"

"কি বলে, এর আবার শক্তটা কি ?"

"তুমি আমার মাকে জান না, বড় শক্ত।"

"আরে রাখো, আমি কত লোকের শক্ত মা দেখলুম।
যতই শক্ত হোগ মেয়ে মানুষ তো।"

"তুমি কি চুরি কোত্তে বল ?"

"না হে না, চুরি করা বরং শক্ত।"

"তবে।"

"সমস্ত বলে দিচ্ছি।" বলিয়া বিন্দু শূন্য বোতলের দিকে দেখিয়া পুনরায় কহিল, "আর আছে নাকি ?"

"মনে করিছিলুম আর বের করবো না; কিন্তু তোমার মতন হিতৈষী

বন্ধুর কাছে গোপন করাটা ভাল দেখায় না। আছে আর আধখানা।"

"তবে থাক, আজগের মত আমি চল্লুম, কাল আবার আসবোখন।" এইটী বিন্দুর চাতুরী কথা। মাতাল কখন মদ দেখিয়া চলিয়া যাইতে পারে না, বসন্ত পাছে বাকি বোতলটী বাহির না করে বলিয়া ঐভাবে কথা কহিল বসন্ত কাতরস্বরে, কহিল,—রাগ কর কেন ভাই, "এখুনি বের কচ্ছি।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ আর একটী সুরার ছোট বোতল বাহির করিল। বিন্দু মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিজেই গ্লাসে ঢালিয়া অগ্রে বসন্তকে দিল। বসন্ত কহিল, "না ভাই, তোমাদের মতন অভ্যাস নেই, শেযে মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারী করে বোসবো।" "না হে ম্যান্ (man) আর এক পাত্রে মরে যাবে না।" বসন্ত উহা উদরসাৎ করিয়া কহিল, "এইবার বল ওসব কি করে হাতাবো।" "আরে ব্রাদার (Brother) অতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন; বলছি।" বিন্দু পুনরায় একপাত্র ঢালিয়া নিজে পান করিল পরে আর এক গেলাস লইয়া বসন্তকে দিতে, সে পান করিতে রাজী হইল না, অনেক আপত্তি করিল, বিন্দু ছাড়িবার পাত্র নয়, সে বলিল, এইটী তোমার শেষ, আর দোব না। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে আর তুমি এইটুকু গিলতে পাচ্ছ না।" বসন্ত আর কোন আপত্তি না করিয়া গিলিল কিছুক্ষণ পরে বসন্তর মস্তিষ্ক ক্রমে বিকৃতি হইয়া আসিতেছে দেখিয়া বিন্দু কহিল, "কি হে কষ্ট হচ্ছে নাকি ?"

কষ্ট কিছু হয় নি, তবে নেশাটা একটু বেশী হয়ে পড়েছে। যাক সেজন্যে কিছু ভাবনা নেই আজ আর ত বেরুব না। এইবার বল মার কাছ থেকে, টাকাকড়ি কি করে হাত কোরবো।" বিন্দু মনে মনে বলিতে লাগিল, "তোমার একটু বেশী নেশা হওয়াই ত আমি চাই।"

প্রকাশ্যে কহিল,—

"যদি কত্তে পারো, এখুনি সব হাত হয়; তুমি যে ভীতু।" বসন্ত অতিশয় উত্তেজিত হইয়া কহিল, "ভীতু কি, আলবাৎ করেঙ্গে।" বিন্দু মনে মনে হাসিয়া, কহিল, সন্ধ্যে হয়ে এলো। বাড়ীতে কে আছে?" বসন্ত অত্যন্ত জড়িতস্বরে কহিল, আমি, মা, তুমি আর ঐ চাকরবেটা।"

"তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী কোথা?"

"বাপের বাড়ী প্রসব হতে গেছে।"

"বেশ হয়েছে,। চাকর ব্যাটাকে সরিয়ে দিতে পারবে?"

"বাড়ী থেকে না জগৎ থেকে?"

বিন্দু কিঞ্চিৎ হাসিয়া কহিল, "আপাততঃ বাড়ী থেকে।"

"এক্ষুণি, কতক্ষণের জন্যে?"

"ঘণ্টা দুয়ের মত।"

"খুব পারবো।" বলিয়া বসন্ত বেহারীকে ডাকিয়া কহিল, "মা পদ্দিকে কুস্বপন দেখেছে তুই একবার তার খবর জেনে আয়।" বেহারী "যাচ্ছে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতীর শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিল।

বিন্দু কহিল, "এইবার তোমার মার কাছে গিয়ে বল "বাবা যে উইল করে গেছেন, সেটা আমায় একবার দেখাতে হবে।" তিনি যদি না দেখান, তুমি জোর করে চাবি কেড়ে নিয়ে সিন্ধুক থেকে সব বেরকরে নিয়ে আসবে।"

"মার সঙ্গে জোর করা কি ভাল দেখায়, আর তাঁর সঙ্গে জোর করে নিতে পারবো না বোধ হয়।"

"কি বল্‌লে, তুমি এত বড় মরদ হয়ে, একটা একাদশী করা স্ত্রীলোকের কাছ থেকে জোর করে নিতে পারবে না? ছি ছি, একথা যদি ডালিম

শোনে ভারি হাঁসবে।”

“না ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, ডালিমকে শুনিওনা। আমি এখনি যাচ্ছি, যেমন করে পারি সমস্ত নিয়ে আসবো।”

ঠিক, এই তো ব্যাটা ছেলের কথা। যদি আনতে পারো তা'হলে ডালিম তোমার খুব তারিফ্ দেবে, আমাদেরও বুক দশ হাত হবে, আর তোমাকে সমস্ত রাত ডালিমের সেই গানখানা শোনাবো ?”

বসন্ত অতিশয় উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল এবং টলিতে টলিতে, “যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন,” গানটী গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

বিন্দু একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল যে, “আমি এখন কি করি, সদরের কাছে দাঁড়াব না ঘরে থাকবো ? না বাবা সাবধান ভালো, সদরের কাছেই যাই, বেগতিক দেখি ত ঐখান থেকেই চম্পট দোবো, আর যদি নেহাৎ ধরে ফেলে, না হয় আর একবার যাবো দিনকতক তো শ্রী ঘরে বাসকরে এসেছি তাতে আর ভয় কি ? কি করি বাবা কাজকম্ম ত কেউ বিশ্বাস করে দিতে চায় না, রোজগার না কল্‌লে খাই কি, খরচ ও ত কম নয়, ট্রাম ভাড়াই কত যায়, রোজ তিন তিনটে শ্মশানে দুবেলা খবর নিতে হয় কোনো বড়লোক মরেছে কিনা, তাদের ছেলেদের কাপ্তেন ধরবার জন্যে। এই বসন্ত মিত্তিরকে নিয়ে এখন দিন কতক চালান যাক তো তারপর পরের সন্ধান পরে হবে।” এই প্রকার চিন্তা করিয়া বিন্দু বৈঠকখানা হইতে বাহির হইল এবং বসন্তর অপেক্ষায় সদরের নিকট রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত মিত্রগিন্নির নিকট উপস্থিত হইল এবং সাধ্যমত শান্তভাব ধারণ করিয়া কহিল,—“মা, বাবা যে উইল করে গেছেন সেটা একবার আমায়

দেখাবে ?" মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ বিরক্তস্বরে কহিলেন. "কে বললে তিনি উইল করে গেছেন।"

"আমি শুনিছি।"

"কার কাছে ?"

"সে যার কাছে হোগ না।"

"ভুল শুনিছিস। কৈ তিনি ত কোন উইল করেন নি।"

"মা, তুমি কি আমায় এখনও খোকা ছেলে মনে করে আছ নাকি।"

বসন্ত সাবধান হইলেও সুরাদেবীর কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। বসন্তর বাক্য মধ্যে মধ্যে জড়িত হইতেছিল এবং সে অল্প অল্প টলিতে লাগিল। মিত্রগিন্নি প্রথমে কিছু জানিতে পারেন নাই, বসন্তের এই প্রকার ভাব দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হওয়াতে কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে বসন্তর মুখ হইতে বিশ্রী গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনি অত্যন্ত কুপিতা হইয়া কহিলেন, "তুই অমন করে কথা কইছিস কেন ?"

"কেমন করে আবার কথা কইচি ?"

"জড়িয়ে জড়িয়ে। তোর মুখে কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে, আর টলছিস কেন ?"

"কোথা আবার টলছি। ওসব বাজে কথা রেখে দাও। উইল দেখাবে কি না বলো ?"

"এর মধ্যে একেবারে অধঃপাতে গেছিস। যা, যা, আমার কাছ থেকে সরে যা ?"

"মা, তোমার ধমকানিতে আর আমি ভুলব না ? আমায় উইল

দেখাতেই হবে।

"দেখ্ বসি, ওসব বাজে কথা আমার কাছে কস্নি। ভালচাস তো আমার কাছে থেকে দুর হয়ে যা। মাতলামোর আর জায়গা পাস্নি।"

"তুমি আসল কথা কইছ আর আমি বাজে কথা কইছি। দাও দিকি তোমার চাবি কেমন বাজে কথা দেখি।" বলিয়া বসন্ত মিত্রগিন্নির অঞ্চল হইতে চাবি লইবার উদ্দেশে যেমন অগ্রসর হইবে, তিনি বাধা দেওয়াতে বসন্ত পড়িয়া যাইল এবং মিনিট খানের পরে উঠিয়া, পাজি মাগী উইল দেখাবে না আবার জোর। তোমার বাবার বিষয় পেয়েছ।" বলিয়া মিত্রগিন্নিকে সজোরে ধাক্কা মারিল। তিনি একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন সামলাইতে না পারিয়া পালঙ্গের একটী পায়ার উপর মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। পালঙ্গের ছতরী খোলা থাকায় ঐ পায়ার একটী লৌহ ফলক্ বাহির হইয়াছিল, সেই ফলক মিত্রগিন্নির একটী চক্ষুতে বিঁধিয়া যাইল তিনি "মাগো" বলিয়া মেঝের উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইলেন! সেই সুযোগে বসন্ত, তাঁহার অঞ্চল হইতে চাবি লইল এবং আল্মারী হইতে লৌহ সিন্ধুকের চাবি বাহির করিয়া সিন্ধুক খুলিয়া মোক্ষদা বাবুর আসল উইল, কোম্পানির কাগজ এবং অলঙ্কার টাকাকড়ি ইত্যাদি সমস্ত লইয়া বিন্দুর সহিত সেই রাত্রে বাটী হইতে পলায়ন করিল।

---

"তুমি কখন আফিষ থেকে আসবে ?"

"কেন ?"

"আমি আজ একবার মাকে দেখতে যাবো।"

"সুধু মাকে, আর কাউকে নয় তো ?"

"দেখ সাম্‌লে কথা বলো ?"

"কেন বেসামাল বলে ফেলিছি নাকি ?"

"তা না তো কি। তুমি মাঝে মাঝে ভারি চিপ্টেন কেটে কথা বলো।"

"বলি তোমার গুণে। তুমি আমার কথা মোটেই শোন না।"

"কেন তোমার কি কথা শুনিনি।"

"তোমায় কতদিন বলিছি, যে আমার বাড়ীতে তোমার ভায়ের আসা আমি পছন্দ করি না।"

"বোন কে ভাই দেখতে আসে তাতে দোষটা কি ?"

"নিজের বাড়ীতে তো অনেকদিন দেখেছে। এখন নাইবা দেখ্‌লে ?"

"এ তোমার ভারি অন্যায় কথা। তোমার বোন থাকলে দেখতে যেতে না ?"

"আমি যেতুম কি না যেতুম তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমি বারণ কচ্ছি, তুমিও বারণ করে দেবে।"

"তাকি হয়, বারণ করা যায়।"

"আমার নাম করে খুব যায়।"

"সে আমি পারবো না।"

"কেন পারবে না। তাহ'লে তুমি আমার কথা শুনবে না।"

"অন্যায় কথা কি করে শুনি।"

"ন্যায় অন্যায় বিবেচনা তোমায় কত্তে হবে না।"

"কেন, তুমি সোয়ামী বলে পীর নাকি ?"

পদ্মাবতীর কথায় নবকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিল, "বটে ক্রমে ক্রমে তেজ হচ্ছে দেখছি যে। মা স্বর্গে যাবার সময় বলেছিলেন, "তোমায় নিয়ে যেন সংসার না করি, তা সত্ত্বেও দয়া করে স্থান দিইছি মনে থাকে যেন ?"

"ওঃ দয়া করে। তুমিও মনে রেখ আমায় বে করেছিলে।"

"বে করিছি বলে তোমার ইচ্ছে মত কাজ কোরবে নাকি ?"

"আমার ইচ্ছে মত হলে তোমায় জিজ্ঞেস কত্তুম না এতক্ষণ চলে যেতুম।"

"তবে আর তর্ক কেন। আমায় জিজ্ঞেস করেছ, বল্লুম যাওয়া হবে না।"

"আমি যাবই ?"

"তবে জন্মের মতন যাও, আর আমার বাড়ীতে ঢুক না ! মাকে আর ভাইকে নিয়ে থাকগে, যেমন দশ বারো বছর ছিলে।"

"দেখ তোমার বড় তেজ হয়েছে, এতেজ থাকবে না। নবকৃষ্ণ অতিশয় রাগিয়া কহিল, "তুমি আমার কাছে থেকে দুর হও।" আঁস্তাকুড়ের কুকুরী হয়ে এত বড় কথা।" পদ্মাবতী ও অতিশয় রাগান্বিতা হইয়া কহিল, "কুকুরকে তা জানা আছে, তাই সাতবার, হ্যাং হ্যাং করে আমার বাবার বাড়ীতে আনবার জন্যে যেতে ?"

"দেখ বেশী কথা বাড়িওনা, ভাল চাওত মানে মানে এখান থেকে চলে যাও, না হলে ঝি, চাকর দিয়ে তাড়িয়ে দেবো। যেমন শিক্ষা আর কত হবে।" পদ্মাবতী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, সে রাগে ও অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল, এবং কহিল,—

"ঝি চাকর দিয়ে স্ত্রীকে অপমান কত্তে চাও, এতে যে তোমারও অপমান তা ভাবলে না। আর মা, বাপকে ঠেস দিয়া কথা বল, তুমি যে এত বড় মূখ্যু তা জানতুম না, বলে ফেলছ ফেলছ আর মুখে এনো না তাহ'লে তোমারও মান থাকবে না। তোমার মতন স্বামী থাকার চেয়ে সুধু হাতে থাকা ভাল।" নবকৃষ্ণও ধৈর্য্য হারাইল, সে "দুর হও" বলিয়া পদ্মাবতীকে ঠেলিয়া দিল। পদ্মাবতী ইচ্ছা করিয়া ভূতলে পড়িয়া যাইয়া এমন ভাব দেখাইল, যেন তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। বাস্তবিক নবকৃষ্ণ এমন জোরে ঠেলা দেয় নাই যাহাতে সে পড়িয়া যায় কিংবা আঘাত প্রাপ্ত হয়। পদ্মাবতী, "মা গো গেলুম গো" বলিয়া কাতরাইতে লাগিল। নবকৃষ্ণের অত্যন্ত অনুতাপ হইতে লাগিল সে মনে মনে বলিতে লাগিল, যে "রাগের মাথায় কি কুকর্ম্ম কল্লুম, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুললুম, ছি ছি।" সে আর অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল, আজ তাহার আর স্নান আহার হইল না, সে আফিষের পোষাক পরিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল এবং ভাবিতে লাগিল "যেমন করে হোগ এর প্রতিশোধ নিতে হবে, প্রায়ই ভায়ের কথা নিয়ে অপমান করা হয়, আজ আবার মা বাপকে ঠেস দিয়ে বলা হলো, আর প্রত্যেক কথায় বলা হয় 'ওর সে স্ত্রী ছিলেন সতীলক্ষ্মী'।

আজ বেশ বোঝা গেল আমাকে কি মনে করা হয়। ওঃ দয়া করে স্থান দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, পদ্মাবতীর প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব ও চক্ষের চাহনি অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কি সে পদ্মাবতী নই, আমার বুদ্ধি সব গেল কোথায়। আচ্ছা, সতী লক্ষ্মীর সোয়ামী, তোমার গায়ে হাত তোলার ফল দেখাচ্ছি।' যে মা যমের বাড়ী যাবার সময়, আমায় নিয়ে ঘর কত্তে বারণ করে গেছেন তোমাকেও শিগ্‌গির তার কাছে পাঠাচ্ছি তবে আমার নাম পদ্মাবতী।" পদ্মাবতী মনে মনে এই প্রকার ভাবিতেছে এমন সময়, বসন্ত আসিয়া কহিল "পদী অসময়ে শুয়ে কেন রে?" পদ্মাবতী শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল এবং কহিল, "শরীরটা ভাল নেই। তুমি কদিন আসনি কেন?"

"একটা কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়িছিলুম। তোর কি হয়েছে। শরীর খারাপ হলো কেন?"

"সে আর তুমি শুনে কি করবে।"

"যদি কিছু কত্তে পারি। শুনি না।"

"থেকেও আমার যখন কেউ নেই আমাকে সইতে হবে, তোমাকে মিছে শোনাবার দরকার কি।"

"আমার দিব্যি বল্ না কি হয়েছে। নাগ মশায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

"ঝগড়াই হোগ, আর মারামারিই হোগ তোমার সে খবরে কাজ কি, তুমি তোমার ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকগে। বোনের লাঞ্ছনায় কি মা বাপের অপমানে তোমার তো কিছু এসে যাবে না।"

বসন্ত কিঞ্চিৎ রাগতভাবে উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কি, তোর লাঞ্ছনা! মা, বাবার অপমান। কে কল্লে, বল্ শিগ্‌গির। কার এতো ক্ষমতা।"

"শুধু অপমান করে হয় নি, মার পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।

বসন্ত উচ্চৈস্বরে কহিল, "কার এ দুর্ব্বুদ্ধি হলো?"

পদ্মাবতী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সে যারই হোগ। উপযুক্ত ভাই থাকতে আমায় সয়ে থাকতে হলো তো? যার কোন উপায় নেই তার আর কি হবে।"

"তুই বল না, কে? তারপর বুঝবোখন।" পদ্মাবতী অধিকতর ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "কে আর, যার হাতে তোমরা আমায় ধরে দিয়েছিলে?"

বসন্ত অতিশয় উত্তেজিত হইয়া কহিল, "কি, নাগের এত বড় স্পর্দ্ধা, তোর গায়ে হাত তোলে।

"হাত তোলা কি দাদা, আমাকে ফেলে দিয়ে অনবরত লাথি মাত্তে লাগলো, তাতেও মন উঠলো না শেষে বাবাকে, মাকে আর তোমাকে যা মুখে এলো তাই বলে গাল দিতে লাগলো। দোষের মধ্যে বলিছিলুম, অনেক দিন মাকে দেখিনি একবার দেখ্‌তে যাবো।"

"বটে এতো দুর? সে অভদ্দরটা গেল কোথা?"

"বোধ হয় আফিষে গেছে।"

"আচ্ছা আসুগ। আমি তাকে খুন করে তবে এখান থেকে যাবো।"

"না দাদা, খুন টুন কাজ নেই, তুমি বরং" বলিয়া পদ্মাবতী বসন্তের কানে কানে কি বলিল। বসন্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কহিল,

"সে ব্যবস্থা মন্দ নয়। আচ্ছা তুই খেয়ে দেয়ে নে, আমি দুঘণ্টার ভেতোর আসছি।" বলিয়া বসন্ত প্রস্থান করিল।

পদ্মাবতী, বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল পরে উঠিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আহার করিতে বসিল। আহারাদির পর পুনরায় কক্ষে আসিয়া শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বাক্সো আলমারী হইতে অলঙ্কার টাকা কড়ি ইত্যাদি বাহির করিল এবং একটী ঝাড়নে বাঁধিয়া গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিল।

বসন্ত পুনরায় আসিয়া দরজার কড়ার আঘাত করাতে পদ্মাবতী অর্গল খুলিয়া দিল। বসন্ত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পদ্মাবতীর হস্তে একটী কাগজের মোড়ক দিল এবং চুপি চুপি কি বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

প্রায় অপরাহ্ন। নবকৃষ্ণ আফিষ হইতে আসিল এবং কক্ষে প্রবেশ করিতেই, পদ্মাবতী তৎক্ষণাৎ তাহার পা দুইটী জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল,—

"আমায় মাপ কর। আমি না বুঝে তোমার কথা শুনিনি, তোমার মুখের ওপর চোপা করিছি। তোমার সমস্ত দিন উপোষ করিয়ে বড় কষ্ট দিইছি। আর আমি কখন এমন কাজ কর্ব্বো না। তুমি আমার ওপর রাগ কল্লে, আমি দাঁড়াবো কোথায়, আমার আর কে আছে।" নবকৃষ্ণ পদ্মাবতীর হাত ধরিয়া বলিল, 'ওঠো, পা ছাড়।"

"আগে বলো মাপ কল্লে, আমার ওপর রাগ নেই।"

"তুমি পা ছেড়ে দিয়ে ওঠ না।"

"না আমি উঠবো না। বল রাগ নেই। না হলে পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্ব্ব।"

"না, নেই", বলিয়া নবকৃষ্ণ, পদ্মাবতীকে উঠাইয়া শয্যার উপর বসাইতে পদ্মাবতী নিজে না বসিয়া নবকৃষ্ণকে বসাইল এবং একখানি পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিল। নবকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর পদ্মাবতী কহিল, কাপড় চোপড় ছাড়, সন্ধ্যে হয়ে এলো। সমস্ত দিন উপোস গেছে।" নবকৃষ্ণ আফিষের পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, "পদ্ম তুমিও কিছু মনে কোরো না। আমি রাগের মাথায় কুকথা বলিছি, তোমার গায়ে হাত তুলিছি।"

"বেশ করেছ। তুমি আমার মহাগুরু, সে আমার আশীর্ব্বাদ হয়েছে। আর আমার দোষ হলে তুমি না শাসন কল্লে—কে করবে।"
"তুমি যাই বল পদ্ম, আমার কিন্তু ভারি অনুতাপ হচ্ছে।"

"না, ওসব আর মনে এনো না ?"

"তুমিও মনে কোন অভিমান রাখবে না ?"

"তোমার ওপর অভিমান করে থাকতে পারি, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। এখন হাত মুখ ধুয়ে খাবে চলো।"

"তুমিও তো সমস্ত দিন উপবাসি।"

"আমরা মেয়ে মানুষ উপোসে আমাদের কষ্ট হয় না।" নবকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তা জানি।"

রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। নবকৃষ্ণের অভ্যাস ছিল, রাত্রে আহারাদির পর, শয়ন করিবার সময় প্রত্যহ উষ্ণ দুগ্ধ পান করিত। অদ্য সমস্ত দিন অনাহারের পর আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিতেই দুগ্ধের জন্য পদ্মাবতীকে ডাকিল। পদ্মাবতী আসিয়া কহিল, "অনেকক্ষণের দুধ খারাপ হয়ে যাবে বলে

আজ একটু চিনি দিয়ে ঘন করে রেখেছি। তুমি ঘুমুচ্ছ বলে ডাকিনি, জুড়িয়ে গেছে, গরম করে আনবো কি ?"

"ঘন দুধ আর গরম কত্তে হবে না, নিয়ে এসো আজ ঠাণ্ডাই খাই ?"

পদ্মাবতী দুগ্ধ আনিয়া নবকৃষ্ণকে দিতে তাহার হস্ত যেন কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার বুকের স্পন্দন এতো জোরে হইতে লাগিল, সে মনে করিল নবকৃষ্ণ বুঝি শুনিতে পাইতেছে।

নবকৃষ্ণ দুগ্ধ যেমন পান করিতে যাইবে অকস্মাৎ প্রবল বাতাস আসিয়া দরজা জানালা আঘাত করিল। পদ্মাবতী চম্‌কাইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া নবকৃষ্ণ কহিল, "পদ্ম চমৎকার হয়েছে তো, আমার ভারি মিষ্টি লাগছে ? তোমার হাতের গুণে মিষ্টি হয়েছে ; কিন্তু তুমি ত রোজ দাও এমন তো কোন দিন হয় না।" নবকৃষ্ণ অবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া, "আ, যেন অমৃত খেলুম।" বলিয়া পদ্মাবতীর হস্তে পাত্রটি দিয়া কহিল, "এইবার একটা পান, তুমি হাতে করে খাইয়ে দাও পদ্মমণি।" পদ্মাবতী নবকৃষ্ণের মুখে পান দিতে যাইলে হাত হইতে পড়িয়া গেল। পদ্মাবতী বলিয়া উঠিল, "ঐ যা, কি হবে, আর যে সাজা নেই।" "ওইটিই তুলে দাও না। তোমার কি সেই শব্দে ভয় হয়েছে তুমি যেন কেমন তর হয়ে গেছ। বোসো আমার কাছে।" বলিয়া নবকৃষ্ণ পদ্মাবতীর হাত ধরিয়া বসাইতে যাইল। পদ্মাবতী কহিল, "বস্‌ছি আগে পান সেজে আনি, ওটা ধুলোয় পড়ে গেছে ?" পদ্মাবতীর স্বর যেন কাঁপিতে লাগিল। নবকৃষ্ণের আর কোন কথা বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া সে নবকৃষ্ণের হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে নবকৃষ্ণ, পদ্মাবতীকে ডাকিতে লাগিল। পদ্মাবতী

আসিল না। নবকৃষ্ণ শয্যার উপর শুইয়া পড়িল এবং পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন পদ্মাবতীকে ডাকিতে লাগিল। পদ্মাবতী দরজার অন্তরাল হইতে নবকৃষ্ণের সম্মুখে আসিল। নবকৃষ্ণ কহিল "পদ্ম, আমার মাথাটা হঠাৎ কেমন কচ্ছে একটু হাত বুলিয়ে দাও তো।" পদ্মাবতী কহিল, পানে চুন দিয়ে এসেছি, শুকিয়ে যাবে একেবারে নিয়ে আসছি।"

"না, তোমায় আর পান আন্‌তে হবে না। আমার শরীর কেমন কচ্ছে, মাথার ভেতোর যেন মশাল জ্বল্‌ছে, একটু কাছে বসো।" "এলুম বলে" বলিয়া পদ্মাবতী চলিয়া গেল।

নবকৃষ্ণ অতিশয় অস্থির হইয়া কহিতে লাগিল ; উঃ এ আমার কি হলো। মাথার ভেতোর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, শরীর ঝিম ঝিম কচ্ছে যে। পদ্ম শিগ্‌গির এসো। কেন এমন হলো, পদ্ম, পদ্ম, কৈ এখনও এলে না।" পদ্মাবতী পুনরায় দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। নবকৃষ্ণ কহিল, "পদ্ম এসেছ, এস আমার মাথাটা একবার চেপে ধর। বুকটায় হাত বুলিয়ে দাও।" পদ্মাবতী কোন উত্তর না দিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল সেই রকম রহিল।" নবকৃষ্ণ পুনরায় কহিল,—"পদ্ম কেন এমন হলো ? বোধ হয় দুধ খেয়ে হয়েছে। দুধ কি এলো ছিল ?" পদ্মাবতী স্থির দৃষ্টিতে নবকৃষ্ণের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কোন কথাই বলিল না। নবকৃষ্ণ কহিল, "কৈ পদ্ম তুমি কাছে আসছ না কেন। আমার যে প্রাণ যায় একবার এসে বসো।" পদ্মাবতী স্থির ও গম্ভীরস্বরে কহিল ; "বসে কি করবো ?"

এই কথা শুনিয়া এবং পদ্মাবতীর গম্ভীরভাব দেখিয়া, নবকৃষ্ণের যেন কি সন্দেহ হইল। সে কহিল, "সে কি পদ্ম আমার এতো যন্ত্রণা হচ্ছে

আর তুমি বল্‌লে 'বসে কি করবো।' তাহ'লে তুমি জান কেন আমার এমন হচ্ছে?"

"বোধ হয় জানি।" নবকৃষ্ণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ক.হল, "পদ্ম তোমার গলার স্বর আর চাউনি ওরকম কেন! মুখে যেন পিশাচিনীর ছায়া দেখছি! আগে যাকে দেখিছিলুম, তুমি কি সেই পদ্মাবতী? না, না, এযে অন্য লোক, এযে প্রেতিনীর চাউনি। কে আছ আমায় রক্ষে করো! বল, বল কেন তোমায় এমন দেখছি।" আমার শরীর কেন এমন হচ্ছে?"

"বোলবো আর কি, বুঝতে পাচ্ছ না।"

"বোধ হয় দুধ খেয়ে এমন হচ্ছে। উঃ গেলুম যে। একটু বাতাস কর, পদ্ম তোমায় মিনতি কচ্ছি।"

"কচ্ছি", বলিয়া পদ্মাবতী সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

নবকৃষ্ণ কহিল, "কৈ বাতাস কল্লে না। হুঁ এইবার একটু যেন বুঝতে পাচ্ছি। তুমি দুধের সঙ্গে নিশ্চয়ই কি খাইয়ে দিয়েছ। পিশাচিনী, রাক্ষুসী তোর মনে এই ছিল! হঠাৎ তোর ভক্তি দেখে, সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু তোর কুহকে বুঝতে পারিনি, কুহকিনী।"

"এইবার তাহ'লে বুঝতে পেরেছ। আমার ভাইকে অপমান আর গায়ে হাত তোলার শোধ নেবার জন্যে দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিইছি।"

"দাঁড়া দুশ্চারিণী" বলিয়া নবকৃষ্ণ শয্যা হইতে উঠিবার উপক্রম করিতে ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেল। পদ্মাবতী কহিল, "আর সে তেজ নেই ভেঙ্গে দিইছি এইবার তোমার মার কাছে গিয়ে সুখ দুঃখের কথা কওগে।"

নবকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

"ওহো হো ! মাগো ! তোমার অন্তিমের আদেশ অগ্রাহ্য করে আমার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। কেন তোমার কথা শুনলুম না। মাগো ! কোথায় তুমি। কোল দাও মা আর যে পারিনি। আমার অদৃষ্টে এই ছিল। কেন কুলটাকে বিশ্বাস করেছিলুম। মার আদেশ ভুলে কেন সাপিনিকে স্থান দিয়েছিলুম। ওঃ বড় তৃষ্ণা। কে আমায় বাঁচাবে।" পদ্মাবতীর প্রতি, "সাপিনী, বিশ্বাসঘাতিনী আমায় বিষ খাওয়ালি। বেশ করিছিস, মার আজ্ঞা অমান্য করিছি তার সাজা দিয়ে বেশ করিছিস। এখন একটু জল দে, তোর পায়ে পড়ি, একটু জল, তাহ'লে তোর অপরাধ ধোরবো না। বড় তৃষ্ণা।"

"জল দিলে যদি বিষ কেটে যায় তাহ'লে সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর কাছে যেতে পাবে না যে।"

"মা, মা স্বর্গ থেকে শুনতে পাচ্ছ। ক্ষমা করো মা। আর তোমার আদেশ অমান্য কোরব না কোলে নাও মা।"

নবকৃষ্ণ আর কথা কহিতে পারিল না। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া রহিল। পদ্মাবতী বিকট চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং "কেমন প্রতিশোধ নিইছি।" বলিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রায় চার ঘটীকা। পদ্মাবতী একটী পুঁটুলি লইয়া সদর দরজার নিকট আসিল এবং অর্গল খুলিয়া এদিক ওদিক দেখিল, পরে অতি সন্তর্পণে রাস্তায় নামিয়া ভাবিতে লাগিল "কোন দিকে যাই, কখনও রাস্তায় হেঁটে যাইনি। সে পুনরায় মনে করিল—"যে পথ দিয়ে হোক এখন ত যাই, পরে কাউকে জিজ্ঞাসা কল্‌লেই হবে।" প্রকার মনস্থ করিয়া পদ্মাবতী পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। পদ্মাবতী

গলি পথ অতিক্রম করিয়া যখন সদর রাস্তায় কিছু পথ যাইল, সেই সময় দূরে একটী আলো দেখিয়া তাহার কিঞ্চিৎ ভয় হইল। সে কোন গলি পথে লুকাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই সময় কতগুলি কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল, কাজেই সে অগ্রসর না হইয়া সদর রাস্তাতেই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমেই সেই আলো তাহার নিকটে আসিতে, সে দেখিল একখানি মটর গাড়ীতে প্রায় চার পাঁচ জন লোক রহিয়াছে। মটর পদ্মাবতীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

পদ্মাবতী পিছনে ঘন ঘন দেখিতে লাগিল এবং দ্রুত যাইতে লাগিল। আরো কিছু পথ অগ্রসর হইবার পর তাহার পিছনে পুনরায় সেই আলো পড়িল তখন পদ্মাবতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আলো লক্ষ্য করিতে আর কিছুই দেখিতে পাইল না, পুনরায় যেমন যাইতেছিল, চলিল। আরো কিছুক্ষণ যাইবার পর হঠাৎ তাহার নিকটে সেই মটর গাড়ীখানি আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্মাবতী অতিশয় ভয় পাইয়া যেমন দৌড়াইতে যাইবে গাড়ী হইতে একটী লোক নাবিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পদ্মাবতী, “কে কোথায় আছ রক্ষে কর”, বলিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আরো তিন চারিজন লোক সত্বর তাহার মুখ চাপিয়া মটরে তুলিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল।

পাঠক পাঠিকাকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে বসন্ত কাগজের মোড়কে পদ্মাবতীকে কি দিয়াছিল এবং চুপি চুপি কি কথোপকথন হইয়াছিল।

রাজার বল আর নারীর ছল অতি ভয়ঙ্কর।

দীর্ঘ দিবস হাঁসপাতালে থাকিয়া মিত্রগিন্নি বাটী আসিয়াছেন। তাঁহার একটী চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি একাকিনী বসিয়া জেষ্ঠ পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বেহারী আসিতে তিনি দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"একটা চোখ জন্মের মতন গেল বেহারী।"

"কি আর করবেন মা কপালের গেরো।

ঠিক সময়ে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে পেরেছিলুম তাই, তা না হলে বোধ হয় আপনার পরাণটী বেরিয়ে যেতো?' আমি, মা ঠাক্‌রুণ বাড়ীতে থাকলে এমনটা হতে দিতুম না।

"তুমি তখন কোথায় গিয়েছিলে?"

"দিদিমণির বাড়ী। বড় বাবু বল্‌লেন, 'মা দিদিমণিকে খারাপ স্বপন দেখেছেন একবার দেখে আয়। তাই গেসলুম।"

"তারপর তুমি বাড়ী এসে কি দেখলে।"

"আমি বাড়ী ঢুকতে যাচ্ছি সেই সময় দেখি বড় বাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিন্দু বাবু সঙ্গে হন হন করে চলে গেল, তারপর ওপরে এসে দেখি, আপনি দাঁতি লেগে পড়ে গোঁ গোঁ কত্তেছেন, আর রক্তে আপনার কাপড় ভেসে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে বড় বাবুকে ডাকবার জন্যে তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে পড়লুম, কিন্তু তেনাকে আর দেখতে পেলুম না। তখন যে কি করবো ঠিক কত্তে পাচ্ছিলুম না। পাশে বাবুদের বাড়ীর একটী লোককে ডেকে এনে আপনাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেলুম,

সেখানে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞেস কল্লে 'কি হয়েছে', আমি কিছু বল্‌তে পাল্‌লুম না। তারপর অনেকক্ষণ পরে তেনারা আমাকে চলে যেতে বল্‌লে। তার পরদিন গিয়ে দেখি তখনও আপনার চৈতন্য হয়নি। আমি রাত্তিরে থাকতে যাইতে মাথায় লায়ের পাল দোয়া মেমেরা থাকতে দিলে না।

"বড় বাবু তোমায় যখন দিদিমণির বাড়ী পাঠালে, তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কল্‌লে না কেন ?"

"কি করে বুঝবো মা, যে বড় বাবু মিথ্যে বলবে।"

"তারপর বড় বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?"

"না মা, সেই দিন থেকে আমি একলাই ঘর দোর আগ্‌লে বসে থাকতুম। বড় বাবু এক দিনের তরেও আসেন নি।"

"আর আসবে না তা জানি। সে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে বেহারী। আগে থেকেই তার ঐ মৎলব ছিল তাই মিছে করে তোমায় দিদিমণির বাড়ী পাঠিয়েছিল। সে ত এমন ছিল না বেহারী, কেন এমন হোলো ?"

"ঐ বিন্দুবাবুই তাকে অমনটা করেছে। পোরশু দিন একটী বাবু এসেছিলেন, তাঁর মুখে শুনলুম বিন্দুবাবু যত বড়লোকের ছেলেদের ফুসলে ফাস্‌লে মদ খাইয়ে নটীর বাড়ী নিয়ে যায় আর তাদের টাকাকড়ি বিষয় পত্তর সব নষ্ট করে দেয়। আপনি মত করুন মা, এবার এলে তাকে আমি বাড়ী ঢুকতে দেব না।"

"সে আর আসবেও না, আমায় ভিখিরি করে গেছে বেহারী ?"

"মা আপনি দুঃখুঃ করেন কেন, বড় বাবু এলে সব পাবেন। তিনি কি আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবে ?" এখন আপনি খাওয়া দাওয়ার

উজ্জুগ করুন আমি একবার বাইরে হোতে আসি মা।” বলিয়া বেহারী প্রস্থান করিল। মিত্রগিন্নি মনে মনে কহিল “খাওয়া আমার বোধ হয় ফুরিয়ে গেল,” তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

---

বসন্ত পিতার আসল উইল, কোম্পানির কাগজ, অলঙ্কারাদি এবং টাকা কড়ি সমস্ত লইয়া সেই দিন রাত্রে বিন্দুর সহিত ডালিমের বাড়ীতে উঠিয়া ছিল এবং সেই দিন হইতেই সেখানে থাকিত। কিছুদিন খুব আমোদ আহ্লাদ চলিল। অলঙ্কারাদি সমস্ত ডালিমের বাক্সোয় স্থান পাইল। ক্রমে টাকাকড়িও সমস্ত ফুরাইল কাজেই ধার করিতে হইল। দশ হাজার লিখিয়া দুই হাজার' পাইতে লাগিল তাহাও ডালিমের হাতে জমা থাকিত। ক্রমে এমন হইল হ্যাণ্ডনোটে তাহাকে আর কেহ টাকা দিতে চাহে না। অবশেষে অল্প টাকার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বন্ধক পড়িল, তাহাও ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিল। এমন কি বসন্তর শেষ অবলম্বন একটী টাকা, যাহা সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে যদি কখন কষ্টে পড়ে তাহা হইলে ঐ টাকাটীতে আফিং কিনিয়া খাইয়া কষ্টের অবসান করিবে। সেটী পর্য্যন্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। বেশ্যাদের পয়সা না দিতে পারিলে যাহা হয় তাহা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে ডালিমের সহিত বসন্তর কলহ চলিল। বসন্ত মিত্রগিন্নির যে সমস্ত অলঙ্কার ডালিমের কাছে রাখিয়াছিল সেইগুলি একদিন ডালিমকে ফেরৎ দিতে বলে, ডালিম দিতে রাজী না হওয়ায় উভয়ে একটু বেশী রকম কলহ হয়। সেই দিন হইতে বসন্ত ডালিমের বাড়ী আসে নাই। ডালিমেরও প্রবল ইচ্ছা যে বসন্তকে বিদায় করিয়া দেয়। বসন্ত এখন তাহার পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে, কারণ তাহার নিকট হইতে আর একটী পয়সারও আশা নাই উপরন্তু সে আবার গহনার দাবী করিতেছে।

বসন্ত দুই দিন না আসাতে ডালিম মোটেই দুঃখিতা নয় বরং কিঞ্চিৎ আনন্দিতা, সে এখন নূতন শিকারের ভাবনায় আছে।

প্রায় অপরাহ্ণ, ডালিম কেশ বিন্যাসে ব্যস্ত, এমন সময় বিন্দু আসিয়া দেখা দিল। ডালিম তাহাকে খুব যত্নের সহিত বসিতে বলিল। বিন্দু বসিলে পর, ডালিম কহিল, "তুমি ত বেশ লোক এক্ষুণি আস্‌ছি বলে দুদিন দেখা নেই। কোথায় ছিলে?"

"তোমারি কাজে ঘুচ্ছিলুম।" ডালিম অতিশয় আনন্দিতস্বরে কহিল, বেশ, বেশ। তোমার বসন্ত বাবুর খবর কি?"

"আমার বসন্ত বাবু?" য্যাদ্দিন তোমার ছিল এখন বুঝি আমার হয়েছে? কথাটা ভেবে বল্‌লে না। তোমার থাকলেও আমার আর আমার থাকলেও তোমার, সে যখন তোমার নেই, আমারও নেই?"

"সত্যি তার খবর কি?"

"কি জানি ভাই, তাকে ত তিন চার দিন দেখতে পাই নি। এখানেও আসেনি কি?"

"পরশু দিন এসেছিল। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে গেছে।"

"কিসের জন্যে?"

"তার মার গয়না, যে সব আমার কাছে রেখে দিয়েছে; তা থেকে একখানা চেয়েছিল, বলে হাতে একটা পয়সা নেই, অপাতক একখানা বেচে আসি। আমি দিই নি সেই রাগে?"

"বেশ করেছ দাওনি। একটা আধলাও দিও না। ওর আর কিছু নেই। বাড়ী ঘর সব বাঁধা পড়েছে, শিগ্‌গীর নিলেমে উঠলো বলে। বাজারে ওকে কেউ আর এক পয়সাও বিশ্বাস করে না?"

"তাহ'লে ওর কাছে আর রস নেই।"

"এক দম না।"

"বাড়ী ঢোকা বন্ধ করে দি ?"

"সে আবার বোল্‌তে হবে।"

"সে দিন রাগ দেখে কে, আমাকে মাত্তে এলো, ভাগ্যিস আঙ্গুর এসে পোড়লো, তাই বেঁচে গেলুম।"

"আর দেরী নয় এই বেলা চাকরকে বলে রাখ "বসন্ত এলে যেন ঢুকতে না দেয় ?"

"রাখচি" ? বলিয়া ডালিম আরসি চিরুণী ইত্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আসিয়া বিন্দুকে কহিল,—"তুমি হরেন বাবুর কি কল্লে ?"

"সেই কাজেই ত ছিলুম। দুদিন হোলো, তার বাপের শ্রাদ্ধ চুকে গেছে। আজ এখানে আসবার কথা দিয়েছে। সে বাপের এক ছেলে, পয়সা যথেষ্ট, এখনও বে হয়নি। আর এক বছর হবেও না।" বিন্দু মুচ্‌কে হাসিয়া এবং একটী নিম্নস্বরে কহিল, "এবার ভাই আমাকে কিছু বেশী করে দিতে হবে।"

"সে জন্যে ভেব না, তুমি আমার ডান হাত।"

"সেইটী মনে থাকলেই হলো। তা হ'লে আমি এখন হরেন বাবুর বাড়ী যাই। তুমি এদিককার সব বন্দোবস্ত করে রেখ ?" বিন্দু প্রস্থান করিল।

ডালিম অত্যন্ত আনন্দের সহিত আজ নূতন উদ্যমে এবং নূতন ঢংয়ে সাজগোজ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, "বসন্তে বর্ষা পড়ে গেছে তা আমি বুঝতে পেরিছি, এখন ভালয় ভালয় বিদেয় কত্তে পাল্লে হয়। মদ খেয়ে খেয়ে ওর মাথায় কিছু নেই, তা না হলে আমাদের খপ্পরের

জিনিষ ফিরে পাবার আশা করে ?” এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ডালিম বেশভূষা শেষ করিয়া বারাণ্ডায় যাইল এবং রাস্তার এধার ওধার দেখিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে, বিন্দু একটী অল্প বয়স্ক সুশ্রী যুবকের সহিত ডালিমের ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “ডালিম, এই তোমার হরেন বাবু এসেছেন, আলাপ সালাপ কর। বাবা, হরেন বাবু হরেন বাবু করে পাগল হবার জোড়াগ।”

ডালিম মৃদু হাসিয়া, অতিশয় সম্মানের সহিত হরেন বাবুকে কহিল ; “আসুন, আসুন, আমার আজ বড় সৌভাগ্য যে, আপনার মতন লোকের সঙ্গে আলাপ কত্তে পাবো।” বলিয়া সুইচ টিপিয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখা খুলিল এবং বাতি জালিয়া দিল। হরেন বাবু উপবেশন করিয়া কহিল, “সৌভাগ্য, আপনার কি আমার, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছিনি।”

“আমি ঠিক বুঝিছি, আমারই। তা না হলে এ অধিনীর বাড়ী আপনার পায়ের ধুলো পোড়বে কেন।” বিন্দু ডালিমের প্রতি কহিল, যদি বুঝে থাকো তবে খাতির যত্ন কত্তে দেরী কচ্ছ কেন। গান টান শোনাও।” বলিয়া বিন্দু ডালিমকে সঙ্কেতে কি বলিল। ডালিম হরেন বাবুকে পান দিল, পান পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। পরে তাহার ভৃত্য বিশুয়াকে ডাকিল। বিশুয়া আসিয়া হারমোনিয়ম এবং সুরার বোতল ইত্যাদি রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বিন্দু পাত্রে সুরা ঢালিয়া প্রথমে হরেন বাবুকে দিতে হরেন বাবু পান করিতে অস্বীকার করিল। বিন্দু ডালিমকে কহিল, “ডালিম তুমি হাতে করে না দিলে উনি খাবেন না।” বলিয়া সুরাপূর্ণ পাত্রটী ডালিমের হাতে দিল। ডালিম উহা লইয়া

হরেন বাবুকে দিতে যাইলে, হরেন বাবু কহিলেন; "তাকি হয়। আমার এখন কালা ওষুধ, প্রসাদ না করে দিলে খেতে নেই।"

"এক কথায় বেঁধে ফেল্লেন। নিশ্চয়ই দেবতা। ছলনা করে কাঁদিয়ে যাবেন না যেন?"

"ছলনায় ললনাকে কি কাঁদান যায়।"

ডালিম সুরা পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ পান করিয়া হরেন বাবুকে দিল। হরেন বাবু বাকি সুরা পান করিবামাত্র ডালিম তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে পাত্রটী লইল এবং পুনরায় ঢালিয়া হরেন বাবুকে দিল। হরেন বাবু পুনরায় পান করিল ডালিম পাত্রটী লইয়া বিন্দুকে দিল। এই প্রকার সকলে তিন চার পাত্র সুরা পান করিবার পর বিন্দু ডালিমকে গান গাহিতে বলিল। ডালিম হারমনিয়মটী লইয়া ঈষৎ হাসিল এবং হরেন বাবুর প্রতি কটাক্ষের দ্বারা সম্মোহন বান মারিয়া গান আরম্ভ করিল। গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে হরেন বাবু মুগ্ধ হইল। বাস্তবিকই ডালিমকে সুগায়িকা বলিয়া অনেকে জানিত। গানটী একবার শেষ করিয়া পুনরায় গাহিতে আরম্ভ করিতেই কে যেন বজ্রগম্ভীরস্বরে ডালিমকে ডাকিল। ডালিম তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া বিন্দুকে কহিল, "কে যেন আমায় ডাকলে না?" বিন্দু তখন সুরার নেশায় মাতোয়ারা, সে জড়ীতস্বরে কহিল, "কে আবার ডাকবে। যেই ডাকুক, মহাজন বাক্য এক ডাকে সাড়া দিতে নেই।" পুনরায় সেই প্রকার ডাকিতে, ডালিম কহিল, "ঐ দেখ।" বিন্দু কহিল, "দু ডাক।" ডালিম একটু ভয় বিজড়ীতস্বরে কহিল, "বসন্ত বাবুর মত গলা না?" বিন্দু কহিল, "বসন্তর ডাক ত কুহু কুহু হবে, ওযে বাবা শরতের মত কড়কড়ে। ও কিছু নয় তুমি গান ধর।" পুনরায় ডালিম যেমন গান গাহিতে যাইবে,

সেই সময় বসন্ত ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার চুলগুলি যথাস্থান হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে চক্ষু কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ। মুখ ও চোখ দেখিলে মনে হয় যেন তাহার হৃদয়ের জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই সময়ে হঠাৎ বসন্তকে আসিতে দেখিয়া ডালিম অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল পুনরায় আর গান গাহিল না, হারমনিয়মটী কিছু দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। বসন্ত শ্লেষেস্বরে ডালিমের প্রতি কহিল, "ডালিম বিশুয়া আমাকে আস্‌তে দিচ্ছিল না। বল্‌লে "বিবির অসুখ করেছে শুয়ে আছে।' আমি ফিরে যাচ্ছিলুম, তোমার গানের আওয়াজ পেয়ে, কি অসুখ করেছে দেখতে এলুম।'

ডালিম কহিল, "ধন্যবাদ। দেখলে ত এইবার সুড় সুড় করে যেতে পার।"

"বটে, আমার গয়না গুলোর কি হবে?"

"যা হয়ে আছে, তাই হবে।"

"অর্থাৎ?"

"অতল জলে।"

"উদ্ধারের উপায় নেই?"

"একদম না।"

"তুমি কি নেশার ঝোঁকে বল্‌ছ?"

"নেশা আমাদের হয় না।"

"তাহলে তুমি দেবে না?" ডালিম একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল, "বসন্ত বাবু, তুমি কি কখন বোয়াল মাছের কথা শোননি, তাদের পেটে কিছু ঢুকলে আর কি পাবার আশা থাকে। বসন্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, "যে মাছ গভীর জলে পালিয়ে যায়, আর যে মাছকে

ধরা যায়, বোধ হয় শুনে থাকবে পেট চিরে ফেল্লেই বেরিয়ে পড়ে।” বিন্দু একটী সিগারেট ধরাইয়া চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া জড়ীতস্বরে বসন্তকে কহিল, “কেন ইয়ার এমন আমোদটা মাটী কত্তে এলে?” বসন্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, চিৎকারস্বরে বিন্দুকে কহিল, “চোপরাও

অকস্মাৎ এই প্রকার তিরষ্কারে, বিন্দু ভীত ও চমকিত হইয়া প্রায় দুই হাত পিছাইয়া বসিল। ডালিম কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধা হইয়া বসন্তকে কহিল, “দেখ বসন্ত, তুমি ক্রমেই বাড়িয়ে ফেল্‌ছ?”

“আমার জিনিষগুলি দিয়ে দিলে মোটেই বাড়বে না।”

“তুমি কি পাগল হয়েছ? বেশ্যার কাছে সোণার জিনিষ রেখে আবার ফিরে পেতে চাও। ধন্য তোমার আশা।”

“ও সব তোমায় দিই নি। আমি গচ্ছিত রেখেছিলুম।

“তবে গচ্ছিতই থাক না।” বিন্দু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ‘নিশ্চয় (Sape custody) সেফ কাস্‌টডী বসন্ত বিন্দুর দিকে বক্র দৃষ্টি করিয়া পুনরায় ডালিমের প্রতি কহিল, “সেটা আমার ইচ্ছের ওপর?”

“আচ্ছা, এখন তুমি যাও। অনেকদিন পরে আমার পুরোনো বন্ধুটী এসেছেন আজ আমার ফুরসুৎ নেই?” বসন্ত উপেক্ষার হাসি হাসিয়া এবং শেষেস্বরে কহিল “পুরোণো বন্ধু? তাহলে তো ফুরসুৎ নিশ্চয়ই হবে, বরং নতুন হলে হতো না। ধাপ্পাবাজী ছেড়ে দাও দেবে কিনা বল?”

ডালিম অতিশয় রাগিয়া, কহিল, “দেখ বসন্ত, আমি তোমার মন্ত্রপড়া রক্ষিতা নই, ভাল চাওতো এখান থেকে মানে মানে সরে পড়, নইলে লাথি মেরে দূর করে দোবো।”

"বটেরে শয়তানী", বলিয়া বসন্ত শীকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া ডালিমের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল এবং কোমর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া ডালিমকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিল। হরেন বাবু এবং বিন্দু নগ্ন পদেই তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ডালিম আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কহিল, "বসন্ত বাবু তোমার পায়ে পড়ি আমায় মেরে ফেলো না, তোমার সমস্ত জিনিষ দিচ্ছি, আমায় ছেড়ে দাও!" বসন্ত দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া কহিল,—"তাহ'লে আমার মতন অনেকের সর্ব্বনাশ করবি, একেবারে শেষ করে ছেড়ে দোবো।" বলিয়া ডালিমের হৃদয়ে আমূল ছোরা বসাইয়া দিয়া দ্রুতগতী পলায়ন করিল। ডালিম যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিতে লাগিল "উঃ জ্বলে গেল। পরে মনে মনে বলিতে লাগিল গয়নাগুলো দিলেই হতো। তা হবে কেন, তাহ'লে বেশ্যার পরিণাম এরকম হয় না যে। মনে কত্তুম কারুর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবো না, কিন্তু আমরা যে কুকুরের চেয়েও লোভী। লোভে আমার এই দুর্দ্দশা হলো। উঃ, বড় তৃষ্ণা একটু জল দেবার ও কেউ নেই। রক্তময় গৃহের মেঝেতে, এবং রক্তাক্ত দেহে, কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ডালিমের শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

---

৩৭

বেলা প্রায় তিনটে, প্রখর রৌদ্র। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার পরণে মিহি ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, দুই হাতের চারি অঙ্গুলীতে চারিটী অঙ্গুরীয়, বাম হস্তের কব্জীতে একটী উৎকৃষ্ট হাত ঘড়ি এবং চক্ষুদ্বয়ে সোণার ফ্রেমের চশমা আছে। তিনি পশ্চিম দিককার প্রবেশ পথ দিয়া বৃহৎ প্রাঙ্গণে নামিলেন এবং উত্তর দিক হইতে শিবলিঙ্গের মন্দিরগুলি দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকের সিঁড়ি দিয়া পুনরায় প্রাঙ্গণে আসিলেন এবং যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই পথেই বাহির হইয়া গেলেন। উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন কতগুলি সন্ন্যাসী গঙ্গার কুলে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে একজন নবীন ছিলেন, কিন্তু তাহার জটা, গুম্ফ ও শ্মশ্রু, বয়সের তুলনায় কিছু অধিক বলিয়া মনে হয় এবং তাহার গৈরীক বস্ত্রও অন্যদের অপেক্ষা অধিক শুভ্র। ভদ্রলোকটী আর অগ্রসর না হইয়া নিকটে পঞ্চবটী মূলে উপবেশন করিলেন এবং সেই সন্ন্যাসীদের প্রতি খরদৃষ্টি রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে নবীন সন্ন্যাসী অন্য সন্ন্যাসীদের কি বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, কিছুদূর যাইবার পর ভদ্রলোকটীও তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী কালীবাড়ীর বাহিরে আসিয়া পিছনে চাহিতে দেখিলেন যে একটী ভদ্রলোক আসিতেছেন, তিনি, আর অগ্রসর না হইয়া একটী বৃক্ষমূলে বসিলেন এবং গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকটী যেন গান শুনিবার অভিপ্রায়ে তাঁর

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নবীন সন্ন্যাসী গান বন্ধ করিলেন। ভদ্রলোকটী তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বাঃ, সন্ন্যাসী ঠাকুর বেশ গাইতে পারেন তো ?"

"বেশ আর কি বাবা। কোন রকমে ভগবানের নাম করে বেড়াই ?"

"আমার কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগলো। আপনি কি হাত দেখতে জানেন ?"

"জ্যোতিষ শাস্ত্র আমার জানা নেই।'

"আপনাকে দেখে আমার প্রাণের ভেতোর বড় আনন্দ হচ্ছে। আপনি কি চেলা টেলা রাখেন না ?"

"এ পর্য্যন্ত কোন চেলা করিনি।"

"বল্‌তে পারিনি, আমার বড় অভিলাষ হচ্ছে যে আপনার কাছে মন্তর নি। অবশ্য যদি যোগ্য মনে করেন।"

"আমি বাবা মন্তর টন্তর জানিনা। আনন্দ পাবার আশায় ভগবানের নাম করে বেড়াই মাত্র।"

"আপনার ডেরা কোথায় ?"

"সন্ন্যাসীদের আবার ডেরা কি বাবা ?"

"তবু এখানে কোথায় থাকেন ?"

"থাকবার ঠিক কোথাও নেই। কখন কোন শ্মশানে কখন বা কোন ঠাকুর বাড়ীতে, যখন যেখানে গিয়ে পড়ি ?"

"ভোজন টোজন কোথায় হয় ?"

"সেও প্রায় ঐ রকম।" বলিয়া নবীন সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় কহিল, "আপনার সঙ্গে আর একদিন এইখানে সাক্ষাৎ হবে, আজ আমাকে, বড়বাজারে এক মাড়োয়ারী বাবুর কাছে যেতে হবে,

তিনি অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের মেলায় যাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন। আমারও যাবার বাসনা আছে।" ভদ্রলোকটী নবীন সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎ নিকট হইয়া বক্র দৃষ্টিতে আপাদ মস্তক দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "আবার কবে আপনার চরণ দর্শন পাবো তার ঠিক নেই হয়ত মেলায় চলে যাবেন, আর একটু আপনার সঙ্গসুখ লাভ করে নি।"
নবীন সন্ন্যাসী পুনরায় উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। ভদ্রলোকটী কহিলেন,—

আপনি কতদিন এপথে এসেছেন?"

"তা অনেকদিন হবে। প্রায় চোদ্দ বৎসর।"

"আপনি কি সংসার করেছিলেন?"

নবীন সন্ন্যাসী একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন,—না, হ্যাঁ, বিবাহ?" আপনি কি বিবাহের কথা বল্‌ছেন?"

এই প্রকারে কথা কহিতে ভদ্রলোকটীর, সন্ন্যাসীর প্রতি যেন কি বিষয়ে দৃঢ় সন্দেহ হইল। তিনি এ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "সংসার মানে তো আমরা তাই বুঝি আপনাদের সন্ন্যাস শাস্ত্রে সংসার করাকে কি বলে তাতো আমার জানা নেই?"

"না, বিবাহ কাকে বলে আমি জানি না।

"পূর্ব্বে আপনার বাড়ী কোথায় ছিল?"

"তাতো জানা নেই।" বলিয়া নবীন সন্ন্যাসী পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিশয় ব্যস্তভাবে কহিলেন," আজ তবে চল্লুম বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

ভদ্রলোকটীও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কহিলেন, "চলুন না আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

সন্ন্যাসী অতিশয় ব্যস্তভাবে কহিলেন, "না, না, আপনি আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন। আমি রোদ বৃষ্টি মাথায় করে হেঁটে বড়বাজার যাবো। আপনি কি সন্ন্যাসীদের মত কষ্ট কত্তে পারেন।"

"আমিও কিছু কিছু অভ্যাস করিছি। আমার বরাবর ইচ্ছে যে আপনাদের মত পরিব্রাজক হয়ে বেড়াই।"

"অভ্যাস থাকলেও আপনার বড় কষ্ট হবে। আমি না হয় আর একটু অপেক্ষা কচ্ছি আপনি আর কি জান্‌তে ইচ্ছা করেন, বলুন।

"আপনার কাছে কিছু জান্‌বার আগ্রহ আছে। আমি আমার মার কাছে শুনিছিলুম যে তিনি এক সময় ছেলেপুলে নিয়ে আমার পিতার সঙ্গে পুরীধাম থেকে কলিকাতায় আসছিলেন কোন দরকারে তাঁদের খড়্গাপুরে দু তিন দিন থাকতে হয়েছিল, সেই সময় আমার পাঁচ বছরের একটী ভাই হারিয়ে যায়, অনেক খোঁজতল্লাস করে জান্‌তে পারা গেছলো যে একজন সন্ন্যাসী তাকে চুরী করে নিয়ে যায়। তারপর আজ পর্য্যন্ত আমার ভায়ের কোন সন্ধান পাইনি। আপনাকে দেখে আমার প্রাণটা কেমন করে উঠলো তাই বিরক্ত কত্তে বাধ্য হলুম। সন্ন্যাসীদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, ক্ষমা করবেন এখন দয়া করে যদি আপনার পূর্ব্ব পরিচয়টা দেন তা হলে ভারি উপকার হয়।"

"আমারও অবস্থা অনেকটা ঐ প্রকার বটে, তবে আমি যে আপনার ভাই নই এটা নিশ্চয়? আমার পূর্ব্ব পরিচয় শুনুন। আমার তখন বয়স কত তা স্মরণ নেই, আমার মাও আমাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ কত্তে বেরোন। অনেক তীর্থ পর্য্যাটন করে অবশেষে তিনি বদরিকাশ্রমে যেতে আরম্ভ করেন। পাহাড়ের ওপর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর একটী অত্যন্ত অপ্রশস্ত পথে গিয়ে পড়েন সেই সময় সাম্নে কতকগুলি পাহাড়ী

গরু এসে পড়ে। আমাদের সঙ্গীরা কিছু পূর্ব্বেই সে পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। সাম্নে গরুর দল দেখে, আমি আর আমার মা, পাহাড়ের খুব ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলুম। ক্রমে সব গরুগুলো যাবার পর শেষের একটী গরু মাকে ধাক্কা দিতে মা সেই পাহাড় থেকে প্রায় আধ মাইল নিচে পড়ে গেলেন। সঙ্গীরা এগিয়ে গেছে আর মার এই অবস্থা দেখে আমি সেইখানে একলা বসে কাঁদতে লাগলুম কিছুক্ষণ পর, প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় একটী সন্ন্যাসী এসে আমায় কোলে করে নিয়ে গেলেন। সেই থেকে তাঁর কাছেই বরাবর ছিলুম, তিনি আমাকে বদরিকাশ্রমের পথে পেয়েছিলেন বলে, বদ্রীরাম বলে ডাকতেন। প্রায় বারো বৎসর পরে তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে কুম্ভ মেলায় যান, মেলার স্নানের দিন, আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে, "আসছি বেটা" বলে, কোথায় চলে গেলেন, সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পেলুম না, তাই তাঁর সাক্ষাতের আশায় এবারের মেলায় যাবার চেষ্টায় বড়বাজারে সেই মাড়োয়ারী বাবুর কাছে যাচ্ছি ?"

"আপনার পূর্ব্ব পরিচয় শুনে, আপনার বাহাদুরীর জন্যে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে কচ্ছে। আপনি যে আমার সেই হারাণ ভাই নন এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি ; কিন্তু আপনার ওপর আমার কি রকম ভক্তি দাঁড়িয়ে গেছে যে আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে কচ্ছে না। মেলায় টেলায় কোথা যাবেন, যদি দয়া করে আমার সঙ্গে আসেন আপনাকে এমন এক ছত্রে পাঠিয়ে দোবো যে জীবনে আর আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, কেবল ভগবানের নাম নিয়ে থাকবেন।"

"আমাদের কারুর বন্ধনে থাকতে নেই। সন্ন্যাসীদের মুক্ত থাকাই অভিপ্রেত।"

"কিন্তু আমি যে আপনাকে বন্ধন না করে থাক্‌তে পাচ্ছিনি প্রভু।"

"আমায় ক্ষমা করবেন আমি চল্লুম।" বলিয়া নবীন সন্ন্যাসী দ্রুতপদে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্র, সেই ভদ্রলোক একটী বাঁশীতে ফুৎকার করিলেন, তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে দুই জন পুলিস প্রহরী আসিয়া নবীন সন্ন্যাসীকে বন্ধন করিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর অতিশয় ভয়বিজড়ীতস্বরে ভদ্রলোকটীর প্রতি কহিলেন, "আমাকে এরা বাঁধছে কেন?"

"আমিত পূর্ব্বেই বলিছি "আপনাকে বন্ধন না করে থাকতে পাচ্ছিনি প্রভু।"

সন্ন্যাসী কহিল, "কি অপরাধে?" সেই ভদ্রবেশধারী পুলিস কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ নবীন সন্ন্যাসীর কৃত্রিম জটা এবং গুম্ফ শ্মশ্রু খুলিয়া দিয়া কহিলেন, "হত্যাকারী বসন্ত মিত্তির, বদরীরাম হওয়ার অপরাধে।"

---

কিছুদিন পূর্ব্বে একটী অপরিচিত লোক, মিত্রগিন্নির নিকট আসিয়া পদ্মাবতীর সম্বন্ধে অনেক জেরা করিয়া গিয়াছিল, তাহাতে মিত্রগিন্নি অবগত হন যে, তাঁহার কন্যা কর্ত্তৃক জামতা নিহত হইয়াছে এবং কন্যা কোথায় আছে তাহা তিনি জানিতে না পারায় তাহার মন অতিশয় খারাপ হইয়া আছে। আজ আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটী লোক আসিয়াছে। কি সংবাদ শুনিতে হইবে। বাটীতে বেহারী না থাকায় তিনিই তাড়াতাড়ী নীচে আসিয়া সেই লোকটীকে জিজ্ঞাস করিলেন, "আপনি কাকে খুঁজচেন।"

"মাতঙ্গিনী মিত্রকে।"

"কি দরকার।"

"তাঁকেই বলবো।"

"আমার নাম। আপনি কোথা থেকে আসছেন।"

"উকীলের বাড়ী থেকে।"

"কি জন্যে ?"

"আপনাকে এই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। তাই খবর দিতে।"

"কেন ?"

"আদালত থেকে নিলেমে একটী ভদ্রলোক এই বাড়ী কিনেছেন।"

"এ বাড়ী আমার, আমি তো কখন কারুর কাছে বাঁধা দিইনি বা আমার তো কোন দেনা পত্তর ছিল না তবে কি করে নিলেম হোলো ?

"আপনার পুত্র বসন্ত মিত্তির বাঁধা দিয়েছিলেন।"

"আমার নামে বাড়ী তার কি অধিকার বাঁধা দেয়।"

"আপনার নামে হতে পারে; কিন্তু আপনার স্ত্রীধনে কেনা বা প্রস্তুত নয় তো। এসম্পত্তি আপনার স্বামীর উপার্জ্জনে হয়েছিল।"

"তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিয়ে গেছেন।"

"সে উইলের প্রবেট নেন নি ত?"

"এইবার নেবো।"

"উইল আপনি কোথা পাবেন, সেত আপনার পুত্র আমাদের সাম্‌নে নষ্ট করে তবে তো বিষয় বন্ধক দেয়।"

"উকীলের বাড়ী তার থস্‌ড়া আছে।"

"থস্‌ড়ায় কি হবে তাতে ত আপনার স্বামীর সই নেই।" মিত্রগিন্নি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "বসন্ত মিত্তির এখন কোথা আছে জানেন কি।"

"জানি, জেলে।"

মিত্রগিন্নির মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, তিনি একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—

"কি জন্যে জেল হলো জানেন কি?"

"তিনি তাঁর সমস্ত টাকা কড়ি একটী বেশ্যার কাছে রেখে দিয়েছিলেন, পরে সেই বেশ্যাটি তাঁকে ফাঁকি দেয়, সেই রাগে বসন্ত বাবু তাকে খুন করেছিল বলে।"

মিত্রগিন্নি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, সে লোকটী সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "আপনি বড়ই কাতর হয়ে পড়ছেন, আজ আমি যাই আর

একদিন আসবখন?” মিত্রগিন্নি শোকাবেগ কিঞ্চিৎ দমন করিয়া কহিলেন, “আপনার আর কি বলবার আছে বলুন।”

“আপনি জোর করে বাড়ীতে থাকতে পারবেন না, তবে অনেক পয়সা খরচ করে মাম্‌লা মকর্দ্দমা কত্তে পারেন তা হ’লে কি হয় বলা যায় না, তার চেয়ে এক কাজ করুন, কিছু টাকাকড়ি নিয়ে বাড়ী ছেড়ে দিন। যদি রাজী হন সে ব্যবস্থা কত্তে পারি।”

মিত্রগিন্নি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, “আচ্ছা আপনি কাল্‌কে আসবেন আমি ভেবে চিন্তে বলবো।”

লোকটী প্রস্থান করিল। সে আর কেহ নহে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিন্দু।

মিত্রগিন্নি সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কন্যার উপর অতিশয় ঘৃণা জন্মিল, মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল যে বড় বৌমার এবাড়ী থেকে চলে যাবার পর সংসার যেন ছারখার হয়ে গেল। হিমু আমার কোথায় চলে গেল। বাছা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—‘মা তোমার স্নেহে বঞ্চিৎ হয়ে সংসারে না থাকাই ভাল।” বাবা আমার আর কি মার কাছে আসবিনি।” তিনি একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এখন বাড়ীর বিষয় কি করি, সংসারে ঘেন্না হয়ে গেছে, এখানে আর একদণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছে করে না, আর কাকে নিয়েই বা থাকবো, বিশ্বাসই বা কাকে করি, অমন বিশ্বাসী পুরোণো চাকর রামাটা কত টাকার গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল, যে গয়নার জন্যে, একদিন বাছা বৌয়ের ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার করেছিলুম, কেবল ঐ কুলাঙ্গার মেয়ের কথা বিশ্বাস করে, এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি ঐ রাক্ষুসি মেয়ে নিশ্চয়ই মিছে করে বোল্‌তো।

তখন কেন বুঝতে পারিনি, নিজের সন্তানের কথা বিশ্বাস করে আহা, পরের সন্তানের ওপর কি অন্যায় করিছি। ভগবান রক্ষে কর। তখন একটু ভেবে দেখ্‌লে হয় তো বুঝতে পাত্তুম, কেন দেখিনি। আমার কি হবে, কে রক্ষে করবে। পাপের ফল আরম্ভ হয়েছে। ভগবান কাণা করে দিয়েছেন এখনও কতদিন বাঁচতে হবে কপালে আরো কি আছে জানিনি।' মিত্রগিন্নির চক্ষু হইতে জল গড়াইতে লাগিল, তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন "বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে; মোকর্দ্দমা কল্লে বোধ হয় হটাতে পারি, কিন্তু করে কে আর টাকাই বা কোথায় একটী পয়সা নেই, কি খেয়ে বেঁচে থাকবো তারও সংস্থান নেই, ওঃ কপালে এতো ছিল। যাগ্‌গে, এখন যা পাই নিয়ে কাশী চলে যাই; কিন্তু একলা কি করে যাবো। হলেই বা একলা। আগে ত একলা কোথাও যেতে ভয় কত্তুম না, এখন কেন হচ্ছে? টাকা সঙ্গে থাকবে যে, তখনও তো থাকতো? তখন মাথার ওপর্ একজন ছিল এখন নেই। আহা তাঁর সঙ্গে কখনো দুটো মিষ্টি করে কথা কইনি, কইলে যেন স্বর্গ মনে কত্তেন, আজ কোথায় তিনি, তখনকার দিন আর আজকেরও দিন। যাগ একাই যাবো, কোন রকমে পাঁড়ে হাউলী দুর্গাদের বাড়ী পেঁছুতে পাল্লে আর ভয় কি, বরাতে যা থাকে হবে, আর এর চেয়ে হবেই বা কি ছিলুম আর কি হলুম। মিত্রগিন্নি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরদিন বিন্দু আসিলে তাহার মারফৎ দুই হাজার টাকা লইলেন এবং কিছুদিন পরে তিনি একাকিনী ৺কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

---

দুর্বৃত্তেরা, পদ্মাবতীকে লইয়া পাটনায় চলিয়া যায়, এবং তাহার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া, অবশেষে তাড়াইয়া দেয়।

বেলা প্রায় দুই ঘটীকা, প্রখর সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিক ঝলসাইয়া দিতেছে। প্রকাণ্ড মাঠ ধু ধু করিতেছে কোথাও মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। পদ্মাবতী একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং ভাবিতেছে, 'আমার সর্ব্বস্ব গেছে, কোথায় মা, কোথায় দাদা, আর কেহ বা কোথায়। বড় ক্ষিদে, দু দিন কিছু খেতে পাইনি, তেষ্টাও ভয়ানক একটু জলও কোথাও দেখতে পাচ্ছিনি। ক্রমে তো ক্ষিদে তেষ্টা বাড়বে তখন কি কোরবো; এইখানে ছট্‌ফট্‌ করে মত্তে হবে, সেতো বড় কষ্টো, ও বাবা কি করে সহ্য কোরবো। বোয়ের হয়েছিল মনে পড়চে। তা হ'লে কি কোরবো কোথা যাবো। আমি তো বেশ ছিলুম, এরকম হয়ে গেল কেন? এর গোড়া সেই লক্ষিছাড়ী বৌ, সে যদি আমাদের বাড়ী না আসতো আমার এদশা হতো না, সেই এ দুর্দ্দশার মূল, এখন একবার যদি পাই নখ দিয়ে তার চোখ দুটো উপ্‌ড়ে দি। শাস্তিও তো দিইছিলুম ঢের, বেশ করিছিলুম, কিন্তু কেন দিইছিলুম, সে, তো আমার কিছু করে নি। তার রূপকে যে সকলে ভাল বোল্‌তো, দাদা অব্‌ধি বলেছিল, কিন্তু তাতে তার কি দোষ ছিল, আহা বড় কষ্ট দিইছি। সেইজন্যে কি প্রতিফল পেলুম। ঠিক তাই, তা যদি হয় তাহ'লে স্বামীহত্যার ফল তো বাকি আছে, লোকে যে স্বামীকে জ্যান্তো দেবতা বলে পুজো করে,

আমি সেই স্বামীকে হাতে করে বিষ তুলে দিইছিলুম।” পদ্মাবতী শিহরিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিল, “কেন, তখন আমার ঘাড়ে কে চেপেছিল। ওহো হো আমি কি করিচি, তিনি যে আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমার কি হবে, কোথা যাবো, কে রক্ষে কোরবে। এখনও পাপের ফল যে বাকি রয়েছে।”

পদ্মাবতী অতিশয় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “বুকের ভেতোর কেমন করে উঠ্‌চে যে।”

উঃ বড় রদ্দুর, ভয়ানক তেষ্টা, ভারি ক্ষিদে, আরো কত হবে আর যে পারিনি মা। কে কোথায় আছ রক্ষে কর। আমার প্রাণ যে যায়।” পদ্মাবতী চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া এবং উর্দ্ধে দৃষ্টীপাত করিতে করিতে পুনরায় বলিতে লাগিল,—

“ওকে? বৌ না, হ্যাঁ বৌই ত। আমার দুর্দ্দশা দেখে হাঁসছ? হেঁসো না ভাই, আমি আর মিছে করে বোলবো না। তোমার হাঁসি দেখে আমার প্রাণের ভেতোর জ্বলে উঠ্‌ছে, রক্ষে কর ভাই। ওকি! তোমার পাশে ওকে। এ্যাঁ স্বামী? তুমি, তুমিও হাঁস্‌ছ। ক্ষমা কর, পায়ে পড়ি। আমার বুক গেল যে?” পদ্মাবতী নীরব হইয়া কাণখাড়া করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বলিয়া উঠিল, “এ্যাঁ, কি বোল্‌ছ, ক্ষমা নেই, তবে কি হবে, কে আমায় বাঁচাবে? বল, বল, কি কর্‌লে তোমায় হত্যা করার পাপ থেকে মুক্তি পাবো। ও, মা, দেখ না এরা আমায় ভয় দেখাচ্ছে।”

পদ্মাবতী রোদন করিতে করিতে বৃক্ষমূলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিল। মুহূর্ত্ত কাল পরে উঠিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল “পাপের ফল বাকি আছে, কি করে এড়াবো।” পুনরায় উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত

করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "এই যে মা এসেছ, তাই ওরা পালিয়ে গেল। আমায় একটু জল দাও মা, তেষ্টায় সমস্ত বুকটা আমার শুকিয়ে গেছে। ওকি, চলে যাচ্ছ কেন? ও, জল আন্‌তে যাচ্ছ, যাও শীগ্‌গির এনে দাও। বৌ যেন জান্‌তে পারে না, বারণ করে দেবে, লুকিয়ে এনো?" পদ্মাবতী হাসিতে লাগিল এবং স্থির দৃষ্টীতে কি যেন লক্ষ করিয়া খুব আহ্লাদিতস্বরে বলিতে লাগিল, "এই যে মা এসেছ, জল এনেচো, দাও দাও প্রাণভরে খাই।"

পদ্মাবতী তীব্র চাহনিতে নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া ক্রন্দনস্বরে কহিতে লাগিল, "এযে দুধ, দুধ আমি খাব না দাদা ওতে বিষ দিয়ে গেছে। জল দাও। ও হাতে কি? ছাই? মা, মা আমার যে তেষ্টা পেয়েছে, বিষদোয়া দুধ আর ছাই আন্‌লে কেন, জল আনো, তা যদি না পারো বলে দাও এ যন্ত্রণা থেকে কি করে পার পাবো।" পুনরায় কাণখাড়া করিয়া পদ্মাবতী কি যেন শুনিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিতে লাগিল, "কি বল্লে, চেঁচিয়ে বলো শুন্‌তে পাচ্ছিনি, কি দড়ি, দড়ি কি? ও এইবার বুঝিছি গলায় দড়ি দিতে বলছ? ঠিক বলেছ, মা না হলে কে উপায় বলে দেয়। ঠিক, গলায় দড়ি দিলে সব জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবো। হাঃ হাঃ হাঃ মা ঠিক বলেচে।" পদ্মাবতী চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিল, "মা, এখানে দড়ি তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনি, তুমি এনে দাও। হ্যাঁ যাও। এক্ষুণি এসো।" পদ্মাবতী বিপরীত দিকে ফিরিয়া এবং উপর দিকে দেখিতে দেখিতে পুনরায় বলিতে লাগিল, "বৌ, আবার এইছিস্, তোর নন্দাই কোথা লো, তাকে বুঝি, ভাংচি দিইছিস্! তুই কি বেহায়া হইছিস লো।"

পদ্মাবতী কাঁপিতে লাগিল এবং অতিশয় ভয়বিজড়িতা স্বরে কহিল,

"না, না ঐ যে তোর পেছনে! তুমি ফের এসেছ ভয় দেখাতে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি, মা আস্চে। ঐ বল্‌তে না বল্‌তে মা আস্চে। এইবার সব পালাচ্ছ কেন?"

পদ্মাবতী আব্দারেরস্বরে বলিতে লাগিল, "দেখ মা তুমি ছিলে না বোলে ওরা আমায় ভয় দেখাতে এসেছিল। মা এনেছ দড়িটা, ওকি চলে যাচ্ছ কেন, তোমার পায়ে পড়ি দড়িটা দিয়ে যাও, দিলে না, বৌ বারণ কল্লে বুঝি; আদুরি বৌ কি না। আচ্ছা। তোমার দড়ি চাইনি আমার কি আর কিছু নেই, দেখ তবে।" বলিয়া পদ্মাবতী পরিধান বস্ত্রের সাহায্যে, বৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল।

---

বসন্ত কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "এখন কোথায় যাই, মার প্রতি যে ব্যাভার করিছি কি করে এমুখ দেখাবো, তাতে আবার সদ্য জেল ফেরৎ, মা হয়তো তাড়িয়ে দেবেন। গিয়ে কাজ নেই। অসৎ পথের সুখ বেশ বুঝিছি এখন যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাইতো।" বসন্ত একটী পথ ধরিয়া বরাবর যাইতে লাগিল এবং পুনরায় ভাবিতে লাগিল, "খাবো কি করে। ভিক্ষে করে কোন রকমে কাটিয়ে দোবো ; কিন্তু ভিক্ষে কত্তে বড় লজ্জা করবে যে। আশ্চর্য্য, মার গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করেনি, আত্মীয় হত্যার জন্যে বিষ দিতে লজ্জা হয়নি, বেশ্যা খুন করে জেল খেটে এলুম লজ্জা হলো না আর পেটের জন্যে ভিক্ষে কত্তে লজ্জা হবে। যাই মার কাছেই যাই সত্যি কি মা তাড়িয়ে দেবেন!" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বসন্ত তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং দেখিল সদর দরজায় চাবি বন্ধ রহিয়াছে, সে প্রতিবাসিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল ; কিন্তু সরস্বতীর প্রতি অত্যাচারের দরুণ তাহাদের কাহারও সহিত বিশেষ সদ্ভাব না থাকায় জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইল না। ক্রমে বাড়ীর অতি নিকটে আসিতে দেখিল বাটীর বারাণ্ডায় (To Let) "এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে", লেখা রহিয়াছে, যেখানে অনুসন্ধান করিতে লেখা ছিল, পড়িয়া বসন্ত বুঝিতে পারিল যে যাহার নিকট সে সমস্ত বিষয় বন্ধক রাখিয়াছিল তাহারই ঠিকানা। "তাহ'লে মা কোথায় গেলেন, তিনি কি মরে গেছেন। আমি বোধ হয় তাঁকে মেরে ফেলিচি, নেশার

ঝোঁকে ফেলে দিতে নিশ্চয়ই মরে গেছে, মা! মা! কেন আমায় জেল থেকে ছেড়ে দিলে আমায় যাবজ্জীবন জেলে দিলে না কেন, চোর বদমাইসই যে আমার উপযুক্ত সঙ্গী। ফের জেল খাটবো, এবার সেই বিন্দু বেটাকে খুন কোরবো, সেই আমার দুর্দ্দশার মুল, সে বেটাও ডালিমের মতন কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে।" অনুতাপে এবং রাগে বসন্তের হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল, সে সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, কিছুদুর যাইবার পর পিছন হইতে তাহাকে কে ডাকিল, বসন্ত একবার পিছনে চাহিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল, পুনরায় সে লোকটী ডাকিতে বসন্ত দাঁড়াইল, ক্রমে সে লোকটী নিকটে আসিতে বসন্ত দেখিল তাহাদের দ্বিতীয় ভৃত্য বেহারী। বেহারী বসন্তকে অভিবাদন করিয়া অতন্ত আগ্রহের সহিত কহিল, "আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন বড় বাবু? আপনার শরীর এমন খারাপ হয়ে গেছে যে আপনাকে আমি চিন্তে পারিনি।"

"সব বল্‌ছি বেহারী, আগে বল আমার মা বেঁচে আছেন কিনা!"

"আছেন।"

"কোথায় তিনি?"

"কাশীতে।"

"ঠিকানা জান?"

"আজ্ঞে না?" বসন্ত আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করিতে লাগিল" তাহালে মা বেঁচে আছেন, আমি মেরে ফেলিনি।"

বসন্ত কহিল, "তোমার ছোট বৌদির খবর জান?"

"রাস্তায় কেন বড় বাবু, ঠাণ্ডা হলে হয় না?"

"মা যে কাশীতে বেহারী এ অবস্থায় কোথায় ঠাণ্ডা হবো?"

বেহারী অতিশয় বিনীতভাবে করজোড়ে কহিল," যদি অনুমতি করেন তাহ'লে এই গরীবের বাড়ীতে ?"

"না বেহারী, আগে আমায় সব খবর না বল্লে আমি কোথাও যাব না।"

"সব খবরই শুনবেন্। ঠাণ্ডা হয়ে শুনবেন চলুন। আপনার অবস্থা দেখে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন কচ্ছে। আমি আপনাদের গরীব সন্তান দয়া করে আমার ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন চলুন।"

"বেহারী আজ তুমিও আমার কথা ঠেলচ ?"

"সে কি বড় বাবু আমি যে আপনার চাকর ?

"বল তবে তোমার ছোট বৌদির খবর কি ?

"তিনি একটী খোকা বাবু রেখে স্বগ্‌গে চলে গেছেন। আপনি আর সেখানে যাবেন না, ছোট বৌদির বাবা আপনাকে নাকি আর তাঁদের বাড়ী সেঁদুতে দেবেন না।"

বসন্ত গভীর নিশ্বাস ফেলিল, পদ্মাবতীকে মনে পড়িল, সরস্বতীকে মনে পড়িল, তাহার প্রতি অত্যাচারের কথা মনে হইল সরস্বতীর মন-স্তাপের ফল একটী একটী করে ফলে যাচ্ছে তাহাও মনে হইতে লাগিল, তাহাকে দেখিবার জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে আজ কত দূরে। বসন্ত কহিল।

"পদীর কিছু খবর জান ?

"মার ঠেঙ্গে শুনিছিলুম তাঁর উদ্যেশ নেই ?"

"বা বেশ ? মা তাহালে সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন ?"

বেহারী কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত হইয়া কহিল, "না, হ্যাঁ"।

"বেহারী তুমি ওমন করে বল্লে কেন ? মনে হলো যেন এর ভেতারে

কিছু লুকোনো আছে। মা সত্যি ভাল আছেন তো?"

বেহারী অতিশয় দুঃখিতস্বরে কহিল, "বড় বাবু, মার একটী চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।"

বসন্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কি করে নষ্ট হলো?" বেহারী কোন উত্তর দিল না। বসন্ত পুনরায় কহিল, "কথা কইলে না যে? বুঝিছি আমিই মাকে কানা করে দিইছি। উঃ ভগবান আমার মত কুসন্তান কখন জন্মেছিল কি? বেহারী আমি কোথাও যাব না মার কাছে যাবো।" বলিয়া বসন্ত গমনোদ্যত হইল, বেহারী বাধা দিয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "বড় বাবু আপনার পায়ে পড়ি আপনি ঠাণ্ডা হবেন চলুন, এ অবস্থায় গেলে আপনি পথেই মারা পড়বেন। আর বোধ হয় আপনার হাতেও কিছু নেই। দয়া করে চলুন গরীবের বাড়ীতে, আমি আপনার কাশী যাবার সব ঠিক করে দেবো।"

বসন্ত সদ্য জেল হইতে ফিরিয়াছে বাস্তবিকই তাহার হাতে একটী কপর্দ্দকও নাই, বেলা অধিক হইয়াছে ক্ষুধার বেগ ও উৎকণ্ঠায় শরীর অবসন্ন হইতেছিল। বসন্ত সম্মত হইয়া কহিল, "বেহারী তোমার কথা রেখে তোমার বাড়ীতে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে আর একটী উপকার ক'ত্তে হবে।"

"অনুনতি করুন, আমি আপনাদের খেয়ে মানুষ। উপকার বল্‌ছেন কেন।"

"তুমি আমায় কিছু টাকা ধার দাও, ধার বলে নিচ্ছি বটে কিন্তু কবে যে সুধবো, আর কি করেই বা সুধবো তা বল্‌তে পারিনি। বসন্তর অশ্রু গড়াইতে লাগিল।"

বেহারী কহিল, ‘‘সে কি, আপনার টাকা আপনাকে দোবো তার আবার শোধাশুধি কি।’’ ক টাকা চাই ?”

“সুধু কাশীর গাড়ি ভাড়া।”

‘‘খাওয়া দাওয়া চলবে কি করে ?”

“যে করে হোগ চল্‌বে। সেখানে আমার অনেক চেনা লোকজন আছে দু পাচ দিনের ভেতোর মাকে খুঁজে নো’বখন ?’’

বসন্ত বেহারীর বাড়ী যাইল আহারাদি এবং বিশ্রামের পর বেহারীর নিকট হইতে আরো অনেক সংবাদ পাইল, শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল বেহারীও কাঁদিয়া ফেলিল এবং বসন্তকে সান্তনা দিল। বেহারীর নিকট কিছু টাকা লইয়া সেইদিন অপরাহ্ণে মিত্রগিন্নির অনুসন্ধানে কাশী রওনা হইল। যাইবার সময় বেহারীকে বলিল “তুমি আজ আমার যে উপকার কর্‌লে তা জীবনে ভুলতে পারবো না। তুমি না জায়গা দিলে কোথায় যে দাঁড়াতুম জানি না।”

---

## ৪১

একদিন সন্ধ্যার পর বেনারস-ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনের নিকট মোশাফির খানায়, জনতার মধ্যে, একটী স্ত্রীলোককে একাকিনী বুঝিয়া, একটী বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা যাবেন?"

"পাঁড়ে হাউলী— ।"

"কাদের বাড়ী?"

"মণিলাল হোড়ের বাড়ী?"

"ও, বুঝিছি, যেখানে তাঁতে কাপড় তৈরি হয়?" স্ত্রীলোকটী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "হ্যাঁ।"

"আপনি আর কখন এখানে এসেছিলেন?"

"না, হ্যাঁ, অনেকবার?"

স্ত্রীলোকটীর কথার ভাবে বৃদ্ধা বুঝিল যে এ ব্যক্তি আর কখন কাশীতে আসে নাই। সে, সেভাব গোপন করিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে আর কে আছে?"

"কেউ না।"

বৃদ্ধা ঈষৎ আনন্দিতা হইয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে কি আছে?"

"একটী ছোট ট্রাঙ্ক।"

"আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

"কল্‌কাতা থেকে।"

"পাঁড়ে হাউলী যেতে পারবেন?"

"তা পারবো।"

"এই বিদেশ তাতে রাত হয়ে এলো।"

"তা হোগ্‌গে।"

"পারেন ভালই।" বলিয়া বৃদ্ধা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

স্ত্রীলোকটী মিত্র গিন্নি। মিত্রগিন্নি বড় মুস্কীলে পড়িলেন। তিনি পূর্ব্বে কখন কাশীধামে আসেন নাই কাজেই, কোন পথে পাঁড়ে হাউলী যাইতে হয় জানেন না। নিকটে অনেক টাকা আছে বলিয়া, অপরিচিত লোকের সঙ্গে কিম্বা গাড়ি বা এক্কায় যাইতে ভরসায় কুলাইতেছে না, সেই কারণ বৃদ্ধাকে বলিলেন 'অনেকবার এসেছি'। এখানে সকলেই অপরিচিত, বৃদ্ধা আবার বলিয়া গেল "বিদেশে রাত হয়ে এলো।" বাস্তবিক এদিকে রাত্রিও বাড়িতে লাগিল। তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। একবার ভাবিলেন গাড়োয়ানকে ঠিকানা বলে দিলে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। আবার মনে হইল যদি অপর কোথাও লইয়া যায়। পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন "ঐ বুড়িটিকে সঙ্গে নিলে হোতো, বুড়োমানুষ আমার আর কি অনিষ্ট কোত্তো, বড় ভুল করিচি। আর কি এধারে আসবে না? আসতেও পারে, এর মধ্যেই আছে, কোথা আর যাবে, দেখি।" এই প্রকার স্থির করিয়া, মিত্রগিন্নি জনতার মধ্যে সেই বৃদ্ধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা মিত্রগিন্নির নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া অদূরে একটী লোককে কি বলিয়া পুনরায় মিত্রগিন্নির নিকট আসিল এবং এমন ভাব দেখাইল যেন সে মিত্রগিন্নিকে দেখিতে পায় নাই। মিত্রগিন্নি তাহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এই যে মা, আপনাকেই খুঁজছিলুম।"

"কেন মা।"

"একটু কথা কইবার জন্যে। এত লোক রয়েছে সকলেই নিজের

কাজে ব্যস্ত। আপনি এসে কথা কইছিলেন তাই। আপনি এখন কোথায় যাবেন !”

“কোথাও যাব না মা। আমি এইখানেই থাকি।”

“আপনার কে আছে ?”

“কেউ নেই মা, কেউ নেই।”

“চলে কি করে ?”

“বড় কষ্টে মা, বড় কষ্টে। আমার দুঃখের কথা আপনার শুনে কাজ নেই।”

“শুনি না।”

“সে অনেক কথা মা। তবে এই টুকু শুনে রাখুন যে আমি বামুনের মেয়ে এক বাবুদের সঙ্গে রাঁধুনি হয়ে এই কাশীতে এসেছিলুম, তারপর বাবুদের ফিরে যাবার দিন আমি চান কত্তে গিয়ে হারিয়ে যাই, অনেক কষ্টে প্রায় রাত্রির দশটার সময় বাবুদের ঠিকানায় এসে দেখলুম সব চলে গেছে। তারপর থেকে কত যে কষ্ট গেছে তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন।”

“এখন কি করে চল্‌ছে।”

“এখানে যারা তিথি কত্তে আসেন তাদের দয়ায়। যারা বামুনের মেয়ে বলে বিশ্বাস করে তাদের হয় তো রেঁধে দিলুম আর যারা বিশ্বাস না করে তাদের জল তুলে দিলুম, ঠাকুর দেবতা দেখালুম, তাতে তাঁরা দয়া করে যা দেন তাতেই কোন রকমে বাবা বিশ্বনাথ চালিয়ে দিচ্ছেন।”

মিত্রগিন্নি মনে করিলেন একে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এ্যাকে বুড়ো তাতে মেয়ে মানুষ, ভয় কি। মিত্রগিন্নি কহিলেন, “আপনি এখন

বাড়ী যাবেন কি ?”

“মনে কচ্ছি আর একখানা গাড়ি দেখবো। এ গাড়িতে খাবার মত কিছু পেলুম না।”

“আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারবেন ?”

“তা মা, যদি খেতে দেন পারবো না কেন। আর এ বুড়ো পেটে কতই বা খাবো। চার আনা হলেই হবে।”

“চার আনা ছেড়ে আপনাকে আট আনা দেব’খন। আমার সঙ্গেই চলুন।”

বৃদ্ধা সম্মত হইয়া কহিলেন, “কিন্তু মা সে অনেকদূর হেঁটে যেতে পারবেন না, একখানা এক্কা নিয়ে আসি, গাড়িতে অনেক ভাড়ানেবে, কি বলেন ?”

“যা ভাল হয় করুন।”

“তাহালে মা আপনি এখান থেকে কোথাও নোড়ো না—আমি এক্ষুনি এক্কা নিয়ে এলুম বলে” বলিয়া বৃদ্ধা মিত্রগিন্নির নিকট হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল এবং পূর্ব্বে যে লোকটীর সহিত কথোপোকথন করিতে ছিল তাহাকে কি বলিবা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ একখানি এক্কায় নিজেই চালক হইয়া মিত্রগিন্নির সন্নিকটে আসিল। বৃদ্ধা মিত্রগিন্নির জিনিস পত্র উঠাইয়া দিয়া মিত্রগিন্নিকে উঠিতে বলিল এবং পরে নিজেও এক্কায় বসিল।

এক্কা চালক কিছুক্ষণ মন্থর গতিতে চালাইবার পর এক্কা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাইয়া দিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল চলিবার পর সহর ছাড়িয়া এক প্রান্তরে আসিয়া থামিল। চতুর্দ্দিক ঘন অন্ধকার জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, কেবল তিনটী মনুষ্য মাত্র। মিত্রগিন্নি, বৃদ্ধা এবং

এক্কা চালক বা বৃদ্ধার পূর্ব্ব পরিচিত সেই লোকটী। মিত্রগিন্নি বৃদ্ধাকে কহিলেন—"এখানে গাড়ি থাম্‌লো কেন?" বৃদ্ধা চালককে, কহিল "কি হ'লো গাড়ি চালাও না।" এক্কা চালক কহিল, "ঘোঁড়া হাঁপিয়ে গেছে, আর যেতে পারবে না।" বৃদ্ধা কৃত্রিম রাগভরে কহিল, "তুমি তো ভারি মজার লোক, আগে বলনি কেন?" এক্কা চালক কহিল।

"কি করে জান্‌বো ঘোঁড়া হাঁপিয়ে যাবে। এর ওপর চালালে ঘোঁড়া মরে যাবে। সামান্য-ভাড়ার জন্যে ঘোঁড়া নষ্ট কত্তে পারিনি।

বৃদ্ধা—"এই অন্ধকার রাত্রে আমরা এখন যাই কোথা?

এক্কা চালক—"এই কাছেই একটী বাসা বাড়ী আছে আজকের মতন সেইখানে থাকুন না।" বৃদ্ধা মিত্রগিন্নির প্রতি কহিল, "কি করবেন মা।" মিত্রগিন্নি কিঞ্চিৎ ভয়বিজড়ীতাস্বরে কহিলেন, "আমি আর কি বোলবো মা, আপনি এখানকার লোক যা ভাল বোঝেন করুন।" বৃদ্ধা মিত্রগিন্নির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, "আমি সঙ্গে রইচি আপনি কিছু ভয় করবেন না। চলুন সে আমার জানা বাড়ী।" এক্কাচালকের প্রতি কহিল,—"তোমার গাড়ীর আলোটা নিয়ে আমাদের এইটুকু পৌঁছে দাও।"

চালক তাহার এক্কা হইতে লণ্ঠনটী লইয়া অগ্রে, পরে ট্রাঙ্ক মাথায় করিয়া বৃদ্ধা এবং মিত্রগিন্নি পশ্চাতে যাইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা একটি মাঠের মধ্যে যাইয়া পড়িল।

মিত্রগিন্নি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, "এধারে কোথায়, এযে মাঠ।" বৃদ্ধা কহিল "এধার দিয়ে গেলে খুব সিগ্‌গির হবে, রাস্তা দিয়ে অনেক

দেরী। হলেই বা মাঠ আমি সঙ্গে রইচি আপনার ভয় কি।” মিত্রগিন্নি এ্যাতো ভীতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে চলিতে তাঁহার পা উঠিতেছিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন “যা মনে করিছিলুম সত্যই বোধ হয় তাই হলো, এখন কি করি চেঁচালে কেউ রক্ষে করবার নেই। এরা এখন যা ইচ্ছে কত্তে পারে। কপালে যা আছে হবে।” তিনি শ্রীহরি শরণ করিতে লাগিলেন, যাহা তিনি জীবনে কখন করেন নাই।

মাঠের প্রায় অর্দ্ধেক পথ যাইবার পর এক্কা চালক দ্রুত চলিয়া কিছুদূরে যাইয়া পড়িল।

মিত্রগিন্নি বৃদ্ধাকে কহিলেন, “আলোটা বড় এগিয়ে গেছে একটু দাঁড়াতে বলুন।” বৃদ্ধা চালককে তাহা বলিলে, সে দাঁড়াইল বটে কিন্তু তাহার হাতে আর আলো দেখা গেল না। মাঠ একেবারে ঘোর অন্ধকার। মিত্রগিন্নি অতিশয় ভীতা হইয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, “আলো কি হলো।”

“বোধ হয় নিবে গেছে।”

“আমার বড় ভয় কচ্ছে, আমি যেতে পাচ্ছিনি। আপনি কাছে আসুন।

“ভয় কি আপনি আর একটু এগিয়ে এসে আমায় ধরে চলুন না। আমি আলো জ্বালতে বল্‌চি। ঠিক সাম্‌নে আস্‌বেন। আর চার পাঁচ হাত এলেই আমার কাছে এসে পড়্‌বেন।

মিত্রগিন্নির একে এক চক্ষুহীন তাহাতে ঘন অন্ধকার এবং তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া কাঁপিতে ছিলেন একপ্রকার দৌড়াইয়া বৃদ্ধার নিকট যেমন যাইবেন, সম্মুখে একটা বহু কালের ভগ্ন ইঁদারা ছিল

তাহার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। সেই গভীর রাত্রে অন্ধকার প্রান্তরে কেবলমাত্র হৃদয় বিদারক "মা গো" শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর সমস্ত নিস্তব্ধ। কার্য্য সফল হইয়াছে বুঝিয়া একা চালক এবং বৃদ্ধা সেই ঘন অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল।

---

হৃদয় বাবু পূন্যক্ষেত্র কাশীধামে যাইয়া সরস্বতীকে সংস্কৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সরস্বতী অতিশয় উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল। তাহার উৎসাহ এবং মেধা দেখিয়া শিক্ষকও চমৎকৃত হইলেন। কিছুদিন শিক্ষার পর, সরস্বতী একদিন হৃদয় বাবুকে বলিল, "আমাকে এখানে একটী অতিথশালা করে দিন তার সঙ্গে আতুর আর রোগাক্রান্ত লোকেদের সেবা শুশ্রূষা করবার ব্যবস্থা থাকবে, ভদ্রঘরের নিস্বহায় সধবা ও বিধবারা সংস্কৃত শিখবে আর আমার কাজের সহায়তা কোরবে।"

হৃদয়বাবু কন্যার প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইয়া তাহাকে একটী অতিথশালার সহিত অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। তাহার নাম হইল, "বসন্ত অন্নছত্র ও সেবাশ্রম"। কিছুদিন পরেই আশ্রমের অতিশয় সুনাম হইল এবং কত অসহায়া স্ত্রীলোক আশ্রয় পাইল। প্রত্যহ কত লোক আহার করিত, কেহ কেহ বা ঔষধ লইয়া যাইত আবার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সেখানে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিত।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে হৃদয়বাবু পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন, যে দিন রোগ অতিশয় প্রবল হয়, তাঁর সেবা করিতে যাইয়া বিন্দুবাসিনীর হৃদয়ের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ এসংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন,

পরদিন হৃদয়বাবুরও কাশী প্রাপ্তি হয়। সরস্বতী মনে করিয়াছিল পিতার সামান্য অসুখ দু পাঁচ দিনের মধ্যেই আরাম হয়ে যাবে সেই জন্য সে প্রফুল্লকে সংবাদ দেয়নি—হঠাৎ যে এই প্রকার বিপদ হইবে তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই। সরস্বতীর সমস্ত শূন্য বোধ হইতে লাগিল, প্রফুল্লকে সংবাদ পাঠাইয়া দিল এবং শোকে অতিশয় কাতরা হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই অশ্রুবর্ষন করিতে লাগিল। আশ্রমের সকলেই তাহাকে স্বান্তনা দিতে লাগিল। সংবাদ পাঠাইবার পরদিন প্রফুল্ল আসিল, সহোদরকে দেখিয়া সরস্বতীর শোকাবেগ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল।

সরস্বতী কহিল, "বাবা, মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, কি হবে দাদা, কি করে আমি বেঁচে থাকবো ?

"কি কোরবি বল, বাপ মা কি কারুর চিরকাল বেঁচে থাকে। আমি কি অভাগা বল দিকিনি, তাঁহাদের শেষ দেখাও দেখতে পেলুম না।"

"আমিও দাদা, তাঁদের প্রাণ ভরে সেবা কত্তে পেলুম না। আর কার ভর্সায় বেঁচে থাকবো। সরস্বতী পুনরায় রোদন করিতে লাগিল। প্রফুল্ল স্বান্তনাস্বরে কহিল, চুপ কর দিদি, শোক করে আর কি হবে বাবা তোকে যা করে দিয়ে গেছেন তাই নিয়ে থাক। দেখ রোজ তোর আশ্রমে কত লোক আহার কত্তে, রোগে ওষুধ নিতে আর সেবা পেতে আসে এই আশ্রমের কত সুনাম হয়েছে। আমি ষ্টেশনে নেবে তোর আশ্রমের ঠিকানা একজনকে জিজ্ঞাসা কত্তে তখনি কতলোক এসে আমায় বল্লে "আপনি কি আমাদের সন্ন্যাসিনী মার আশ্রমে যাবেন।" আর তোর যা জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তাতে আমাদের

বংশের গৌরব মনে করি।”

“কেন দাদা আমাকে বাড়াচ্ছ। আমার মতন অভাগিনী বোধ হয় জগতে নেই।”

“তোর মত ভাগ্যবতী বোধ হয় জগতে নেই। রোজ কত লোকের সেবা কচ্ছিস্। কত লোককে আহার দিচ্ছিস্ আবার কত লোককে ওষুধ বিলুচ্ছিস। এর মতন সৌভাগ্য আর কি আছে বলদিকিনি। এক দুঃখ, বল্‌তে পারিস, যে সংসার কত্তে পেলিনি। কিন্তু সে মিছেরে বোন মিছে, নেশার মতন দু দিনের, আর কেবল আমার আমার করে অস্থির হতে হোতো। বাবা তোকে যে সংসার পেতে দিয়ে গেছেন তার বড় কিছুই না।”

“কিন্তু দাদা, বাবা মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আর আমার কিছু ক’ত্তে ইচ্ছে করে না।

“কি করবি দিদি, কোন উপায় আছে কি? তাঁদের দিন ফুরিয়ে ছিল চলে গেলেন। এই রকম সকলে যাবে, আমি একদিন যাব, তুইও একদিন যাবি। তোর মতন বোনকে কি বেশী বল্‌তে হবে? আমরা কত ভাগ্যবান যে ঐ বাপ মায়ের সন্তান হয়েছিলুম। মিছে আর দুঃখু কোরনা বোন, তাঁদের চরণ স্মরণ করে কাজ করে যাও, আমি বছরে তিন চার বার এসে তোকে দেখে যাবো।” প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, ঐ শোন তোর কত ছেলে মেয়ে এসে ‘মা, মা,” বলে ডাক্‌ছে। যা, কার কি দরকার দেখ্‌গে যা।” সরস্বতী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রফুল্লর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ঘাড় নীচু করিয়া বাঁ পায়ের অঙ্গুলি দিয়া মেঝের উপর ঘসিতে ঘসিতে অতিশয় মৃদুস্বরে কহিল, “দাদা সেখানকার কোন খবর জান কি?

"না ভাই, বিশেষ খবর রাখিনি : তবে তোকে নিয়ে আসবার পর তোর শ্বাশুড়ী বসন্তর আবার বে দিয়েছিল, তার কিছুদিন পরেই তোর শ্বশুর মারা গেছেন।" সরস্বতী গভীর নিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিল "দাদা প্রফুল্ল কহিল, "কেন দিদি।"

"দেবতার আরাধনা কি বৃথা যায়।"

"ঠিক কত্তে পাল্লে যায় না।"

প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ ব্যগ্রস্বরে কহিল, "ওরা যে বড় অস্থির হচ্ছে বোন।"

"যাই বলিয়া সরস্বতী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। প্রফুল্ল মনে মনে বলিতে লাগিল, "এ আমার ভগ্নি, না শাপভ্রষ্টা দেবী।

---

সরস্বতীকে সকলেই "সন্ন্যাসিনী মা বলিয়া সম্বোধন করিত। কাশীধামে এবং উহার চার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানেও কেহ রোগগ্রস্ত হইলে বলিত "বসন্ত সেবাশ্রমে যাও নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়ে যাবে।"

সরস্বতী প্রত্যহ প্রত্যুষে স্নানান্তে স্বামীর পূজারাধনায় রত থাকিত পরে যে সমস্ত রোগী আশ্রমে থাকিত তাহাদের সেবা শুশ্রূষার তদ্বির করিত। তাহার পর ঔষধ বিতরণের তত্ত্বাবধান করিত। মধ্যাহ্নে যে সমস্ত অতিথি আসিত তাহাদের অতি যত্নের সহিত আহার করাইত। সমস্ত লোকের আহার শেষ হইলে নিজে হবিষ্যান্ন আহার করিত। সন্ধ্যার পর ৺বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করিয়া আশ্রমে ফিরিত, পরে স্বামীর ধ্যানে প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিত। এই প্রকারে সরস্বতীর দিনগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল।

আজ সূর্য্যগ্রহণ, কাশীধামে ভয়ঙ্কর ভীড়। সমস্ত বাড়ী যাত্রিতে ভরিয়া গিয়াছে আর কোথাও স্থান না পাইয়া অবশেষে লোকে রাস্তায় পর্য্যন্ত আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে।

সরস্বতীর বিরাম নাই। তাহার আশ্রমে অতিশয় জনতা, অন্যদিন অপেক্ষা সরস্বতীর আজ দ্বিগুণ উৎসাহ। তাহার সেবা যত্ন দেখিয়া অনেকে বলিতেছে, "সন্ন্যাসিনী মা নিশ্চয় স্বর্গথেকে এসেছেন।"

আশ্রমের একটী স্ত্রীলোক সরস্বতীর নিকট আসিয়া কহিল, "কিছু আগে পথ থেকে একটী জ্বরাক্রান্ত রোগীকে আশ্রমে আনা হয়েছে, তার ভাব গতিক ভাল বোধ হচ্চে না, আপনি একবার

দেখেবেন কি ?” সরস্বতী তৎক্ষণাৎ রোগীর নিকট উপস্থিত হইল এবং নাড়ু পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার দক্ষিণ হাতটী নিজ হস্তে ধরিবা মাত্র, সরস্বতীর হৃদয়ের মধ্যে মুহূর্ত্তকালের জন্য যেন তড়িৎ প্রবাহিত হইল। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া সরস্বতী, কবিরাজ ডাকাইল।

কবিরাজ, রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন এবং কহিলেন, “অবস্থা ভাল নয়, ইহার জ্বরের সহিত শ্লেষ্মাযুক্ত বিকার হয়েছে। জীবনের আশা নেই বল্‌লেই হয়, তবে যদি কোন উপযুক্ত লোকের দ্বারা সেবা করা হয় তাহালে কি হয় বলা যায় না।” কবিরাজ মহাশয় ঔষধের ব্যবস্থা এবং শুশ্রূষা করিবার উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন। সেবার ভার সরস্বতী নিজেই লইল।

তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর, সরস্বতী একাকিনী রোগীর নিকট বসিয়া বাতাস করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে জল ও ঔষধ দিতেছে! রোগী অনবরত প্রলাপ বকিতেছে, শুনিয়া সরস্বতী আশ্চর্য্যান্বিতা হইতেছে। “মা গো” বলিয়া রোগী চক্ষু উন্মীলন করিল। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাই।” রোগী, “পেলুম না তো,” বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সরস্বতী পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া কবিরাজের উপদেশ মনে পড়িল যে, “প্রলাপ বাক্যের ওপর প্রশ্ন করিবেন না।”

রোগী পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া সরস্বতীর মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সরস্বতীও তাহার মুখের প্রতি চাহিতে, তাহার প্রাণের মধ্যে যেন কি ভাব জাগিয়া উঠিল। রোগী “বিষ, বিষ” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতে, সরস্বতী তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া শয়ন করাইয়া দিল, তখন কি জানি কেন সরস্বতীর সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। রোগী পুনরায় কখনও

স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্ট ভাবে অবিরত প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্পষ্ট বাক্যে, সরস্বতী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট বাক্যে "রাক্কসি বোন," "গরম জল দিও না'" "ছেড়ে দাও," মরে গেছে," ইত্যাদি শুনিয়া সরস্বতীর মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল, "একি, এ রোগীর প্রলাপে আমার মনে পূর্ব্ব কথা জাগিয়ে দিচ্ছে কেন।" রোগী "বাতাস" বলিয়া চক্ষু চাহিয়া তখনই মুদ্রিত করিল। সরস্বতী পাখা লইয়া রোগীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিল, "একে দেখে আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে কেন? এ, কে? যেন কতদিনের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। একি আমার সেই আরাধ্য দেবতা? যাকে আমি দিবারাত্র আরাধনা করি?" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে সরস্বতী এমন অন্য মনস্ক হইয়া পড়িল যে বাতাস করিতে ভুলিয়া গেল। রোগী পুনরায় "বাতাস," বলিতে চমক ভাঙ্গিল। সরস্বতী লজ্জিতা হইয়া মনে করিল "ছি ছি আমি একি চিন্তা কচ্ছি।" রোগী পুনরায় "বাতাস," বলিতে, সরস্বতী বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রোগী ঘুমাইয়া পড়িল। নগরে প্রভাতি রাগে শানাই বাজিয়া উঠিল। সে রাত্রি কাটিল।

---

প্রায় অনাহারে এবং অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম করিয়া সরস্বতী কৃতকার্য্য হইয়াছে। রোগী আরোগ্য হইয়াছে। দু, তিনদিন হইল পথ্য পাইয়াছে, সে চিন্তা করিতেছে, "এখন কোথা যাই, আরাম হয়েছি এখানে আর থাকতে পাব না, দুর্ব্বল বলে না হয় আর দু, তিন দিন। তারপর? তারপর যা হবার হবে, রাস্তায় জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম এখানে যিনি এনেছিলেন, তিনিই আবার যেখানে হয় নিয়ে যাবেন; কিন্তু আবার কিন্তু কেন? সন্ন্যাসিনীকে ছেড়ে মন যেতে চায় না যে। ওর অনুগ্রহে এ যাত্রা বেচে গেলুম, বাঁচলুমই বা কেন? মলেই তো ভাল ছিল? তখন ভাল ছিল; কিন্তু এখন বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন? ঐ সন্ন্যাসিনীকে দেখতে পাবো বলে। ঠিক সেই মুখখানি, কেবল একটু বড়; কিন্তু ঠিক সেই। সেই কি? কে জানে, তার তো কোন খোঁজ রাখিনি, রাখ্‌লে বোধ হয় মাকে কাণা কত্তুম না, আত্মীয় হত্যার জন্যে বোনের হাতে বিষ দিতুম না, বেশ্যা খুন করে জেলে যেতুম না কিম্বা রোগে রাস্তায় পড়ে থাকতুম না। আবার বেঁচে উঠলুম, না জানি আরো কি আছে।" রোগী এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে একটী নিশ্বাস ফেলিল এবং তপ্ত অশ্রুও বোধ হয় গড়াইতে লাগিল, এমন সময় "একটু দুধ খান" বলিয়া আশ্রমের একটী স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই রোগীকে দেখিয়া এবং প্রলাপ বাক্য শুনিয়া সরস্বতীর নানা প্রকার চিন্তা হইত, সেই কারণ সে মনে করিয়াছিল, সন্ন্যাসিনীদের ঐ প্রকার

চিন্তা অনুচিত, রোগী আরোগ্য হইলে উহার নিকট আর যাইবে না। অন্যের উপর সেবার ভার দিয়াছিল। কিন্তু সরস্বতী বুঝিতে পারে না তাহার মন কেন যেতে চায়।

রোগী দুগ্ধ লইয়া কহিল, "সন্ন্যাসিনী কোথায় ?

"বিশ্বনাথের মন্দিরে গেছেন।"

"কখন আসবেন ?"

"আরতির পর। আপনার যা দরকার আমায় বলুন, তিনি আপনার সেবার ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন।"

"আমার দরকার কিছু নয়। আমি এখানে আর কতদিন থাকতে পাবো ?"

"তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বলে যাব'খন।"

"তিনি কি আস্‌বেন না ?"

"বোলবোখন। এখন আপনার আর কিছু দরকার আছে কি ?"

"না।"

"যদি কিছু দরকার হয় পাশেই আছি ডাকবেন।" বলিয়া স্ত্রী-লোকটী প্রস্থান করিল।

সরস্বতীর মন অতিশয় চঞ্চল বলিয়া অন্যদিন অপেক্ষা মন্দির হইতে আজ কিছু পূর্ব্বেই ফিরিয়াছে, কিন্তু কেন যে চঞ্চল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। আশ্রমে সকলের সংবাদ লইতে শুনিল, যে রোগী সম্প্রতি আরোগ্য হইয়াছে সে তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। সরস্বতী প্রত্যেক দিনের মত নিয়মিত কার্য্য সকল শেষ করিয়া নিজের কক্ষে আসিল এবং স্বামির আরাধনা করিতে লাগিল :—

"হে দেবতা কতদিন তোমায় ভাল কোরে পূজো কত্তে পাইনি। আমার আরাধ্য, আমার ইহপরকাল, আমি এমন দুর্ভাগিনী কেন হলুম? হে পতি দেবতা, আমি যে তোমার মুর্ত্তি কোন দিন ভাল কোরে দেখতে পাই নি, তোমার সঙ্গে প্রাণ ভোরে একদিনও যে কথা কইতে পাইনি। কেন আমার এমন হোলো? তোমার হৃদয়ে কনা মাত্র স্থান পেলুম না কেন? তোমার চরণ চুম্বন করবার অবসর হোলো না কোন্ কর্ম্ম ফলে? তোমার প্রেমে বঞ্চিৎ হলুম কি পাপে? আমি জ্ঞানে বা স্বপ্নে তোমার চরণে তো কোন অপরাধ করিনি, তবে কি দোষ এমন হোলো? আমার তো সব ছিল, কার অভিসম্পাতে বঞ্চিৎ হোলেম। প্রভু, যদি দোষ করে থাকি ক্ষমা করো। একবার দেখা দাও, প্রাণ ভোরে চরণ সেবা করি। তোমায় তো নিত্য পূজা করি, তবে কেন দেখা পাচ্ছিনি নাথ? আমার জীবন যে কি দুঃখময় তুমি কি ভাবতে পার না? এ নরকময় জীবন ত্যাগ কত্তুম, তোমার চিন্তা কত্তে পাবনা বলে করিনি। আমি যে কি দুঃখিনী তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ না। হে মহাগুরু, চরণে ধরি, মিনতি করি একবার এসো, কঠিন হওনা প্রভু, যদি অভাগিনীর কাছে একান্ত না আসো, তবে আশীর্ব্বাদ কর পর জন্মে যেন তোমর চরণে স্থান পাই।" সরস্বতী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল এবং কিছুক্ষণ আকাশের দিকে কি দেখিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে যাইয়া মৃগ চর্ম্মে শয়ন করিল। কিন্তু তাহার মন অধিকতর চঞ্চল হইতে লাগিল, কিছুতেই মনকে স্থির করিতে পারিল না। সে পূর্ব্ব ঘটনা চিন্তা করিতে লাগিল। পিতা মাতার জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিল, কতদিনের স্নেহ ভালবাসা একদিনে ভুলে কোথায় চলে গেল। ক্রমে তাহার স্বামি, শ্বশুর,

শ্বাশুড়ী এবং ননদিনী সকলকে মনে পড়িতে লাগিল। তাঁরা এখন কোথায় সংবাদ জানিতে অতিশয় আগ্রহ হইল। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সরস্বতীর হঠাৎ মনে পড়িল রোগী তাহাকে ডাকিয়াছে। সে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিল, এ রোগী কে, কেন এর জন্য আমার মন অস্থির হয়। দেখে উচ্চবংশীয় বলে মনে হয়। কেন তবে অনাথার মতন অসুখে রাস্তায় পড়ে ছিল। জিজ্ঞাসা কল্লে হয় না? বড় লজ্জা করে। তার আবার লজ্জা কি? মানুষ, মানুষের পরিচয় নেবে তাতে লজ্জা কি, কত লোকের নিয়েছি, কিন্তু তাতে মন তো এমন হয় নি, এর বেলাই বা হচ্ছে কেন? আমি না ব্রহ্মচারিণী ব্রত নিয়েছি, তবে মনকে সংযম কত্তে পাচ্ছিনি কেন? কেন তবে দুর্ব্বলতা? হে দেব মনে বল দাও। সরস্বতী উঠিয়া রোগীর নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর রোগী তখনও নিদ্রা যায় নাই। সরস্বতীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতে সরস্বতী নিষেধ করিল এবং কহিল, "আপনি কেমন আছেন?"

"ভাল আছি।"

"তবে ঘুমোন নি কেন?"

"আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে, দয়া করে এসে, ঘুমুচ্ছি দেখে যদি ফিরে যান।"

"ছি, দয়া করে বোল্‌তে নেই। কি কথা বলুন।"

"আপনি আমার জীবন দান করেছেন।"

"আবার ঐ রকম কথা বোলছেন। আপনার জীবন বাবা বিশ্বনাথ দান করেছেন। আমি ভাগ্যবতী যে সামান্য সেবা করে কৃতার্থিনী

হইছি। আপনার কি বলবার আছে বলুন।”

“বোলছিলুম, এখন তো বেশ আরোগ্য হইছি, আমি যেতে পারবো, এখানে থেকে আপনাদের আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে করিনি। আপনি কি অনুমতি করেন?”

“আপনি এখন কোথায় যাবেন, আর কোথাই বা এসেছিলেন? যদি মনে কিছু না করেন, তাহালে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি?”

“খুব পারেন; কিন্তু পরিচয় শুনে আমার ওপর আপনার ঘৃণা হবে।”

“আমার দেবতার উপদেশ, ঘৃণা কাউকে কোত্তে নেই, তবে পরিচয় দিতে যদি কোন বাধা থাকে বা মনে ব্যথা পান, আমি শুনতে চাই না।”

“ব্যথা পাবো না বা কোন বাধা নেই। তার আগে, যদি অনুমতি করেন, আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরবো কি?”

“আপনি বরাবর “অনুমতি” বলে আমার মান বাড়াবেন না। কি জিজ্ঞেস কোরবেন করুন।”

“আপনি কি ব্রাহ্মণের কন্থে?”

“না, কায়স্থের।”

“আপনার পিতার বাড়ী কি কোলকাতায়?”

“হ্যাঁ।”

“আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সধবা, তবে এখানে এসে এ ব্রত অবলম্বন কল্লেন কেন?”

সরস্বতী কোন উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় নীচু করিয়া রহিল

এবং তাহার চক্ষু হইতে জল গড়াইতে লাগিল। প্রশ্নকারী লজ্জিত হইয়া পুনরায় কহিল, "ক্ষমা কোরবেন, আপনার মনে কষ্ট হবে জান্‌লে, আমি একথা জিজ্ঞেস কত্তুম না আর আপনাকে কিছু বোল্‌তে হবে না।" সরস্বতী হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল, সে আর সে স্থানে থাকিতে পারিল না, "আস্‌ছি, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল এবং অল্পক্ষণ পরে পুনরায় রোগীর নিকট আসিয়া কহিল, "এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?"

"এই কাশীতেই আর দু চার দিন থাকবো।

"কোথায় থাকবেন, এখানে আপনার কে আছে ?"

"থাকবার জায়গা কোথাও নেই। আমার মা এখানে আছেন, কোন ঠিকানায় তা জানি না। তাঁকে খোঁজবার জন্যেই এসেছিলুম, কিন্তু পেলুম না। হাতে এক কপর্দ্দকও নেই, দু তিন দিন প্রায় অনাহারে থেকে জ্বরে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, জ্ঞান হলে দেখি আপনাদের আশ্রমে।"

সরস্বতী তাহার গৈরিক বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ভগ্নস্বরে কহিল, "মা কোথায় আছেন—আপনি সন্তান হয়ে জানেন না।"

"আমি তাঁর কুসন্তান, কি প্রকারে জানবো। তিনি যখন কাশীতে আসেন, আমি বাড়ী ছিলুম না।"

"তিনি বুঝি রাগ করে এসেছেন ?"

"কুপুত্রের ব্যবহারে পথের ভিখারিণী হয়ে চলে এসেছেন। সে কাহিনী যদি শুনতে ইচ্ছে করে —

সরস্বতী বাধা দিয়া কহিল, "নিশ্চয় দুঃখের কাহিনী। আমার শোনবার ইচ্ছে নেই।"

উভয়ে নীরব রহিল। সরস্বতী পুনরায় কহিল, "আপনার বাড়ী কোথায় ?"

"কোলকাতা।"

"কোন জায়গা ?"

"ফোড়েপুকুর।"

"য়্যাঁ।"

সরস্বতী এমনভাবে "য়্যাঁ" বলিয়া উঠিল তাহাতে রোগী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি অমন চোম্‌কে উঠে "য়্যাঁ" বল্‌লেন কেন ?"

সরস্বতীকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভা হইয়া কহিল, "না কিছু নয়, একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই।" সরস্বতীর অন্তরে ঝড় বহিতে লাগিল। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আর কে আছে ?" "ভাই, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র সকলেই আছে, কিন্তু কে কোথায় তা জানি না। পয়সাও যথেষ্ট ছিল, সংসারের পাপে কি বুদ্ধির দোষে, জানিনি, সব নষ্ট হয়ে গেছে।"

"আপনার স্ত্রীর খবর কত দিন পান নি ?"

"আপনি আমার জীবন দান করেছেন, আপনার কাছে মিথ্যা বোলবো না। আমার তুই বিবাহ, প্রথমা কোথায় জানিনি দ্বিতীয়া স্ত্রী মৃতা।"

সরস্বতীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, সে, সে ভাব অতি কষ্টে দমন করিয়া কহিল, "আপনাকে বড্ড বিরক্ত করা হচ্ছে, কিছু মনে কোরবেন না, আর দু চারটা কথা জিজ্ঞেস কোরবো, বিরক্ত হলেও ক্ষমা কোরবেন।"

"আপনি আমায় অমন কোরে বোলবেন না। আপনার যা

ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন।"

পুনরায় কথা বলিতে সরস্বতীর স্বর যেন বদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল এবং তাহার বুকের মধ্যে যে কি হইতেছিল তাহা সে ব্যতীত আর কে বুঝিবে। সরস্বতী কম্পিতস্বরে কহিল, "আপনার প্রথম শ্বশুরবাড়ী কোথায়?"

"আমাদের বাড়ীর কাছে মোহন বাগানে।"

সরস্বতী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রোগীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি ঠিক যেন পাগলিনীর মত। তাহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রোগী শঙ্কিত হইয়া কহিল, "আপনার কি কিছু অসুখ কচ্ছে? আমার দিকে অমন করে চাইছেন কেন? একি সন্ন্যাসিনী, আপনি কাঁপছেন যে!" সরস্বতী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "একটী কথা, আপনার পায়ে পড়ি বিরক্ত হবেন না, আর একটী কথা জিজ্ঞেস কোরবো।"

"ছি, ছি, আপনি আমাকে ও কি বোলছেন। আপনি আগে স্থির হয়ে একটু বসুন।"

"আমি আর স্থির হতে পাচ্ছিনা যে। দয়া করে বলুন একটী কথা, তারপর আর কিছু জিজ্ঞেস কোরবো না। এই আমার শেষ প্রশ্ন। বলুন শীগ্‌গীর বলুন, আপনার প্রথমা স্ত্রীর নাম কি?"

"সরস্বতী।"

সরস্বতীর বুকের স্পন্দন অতিশয় দ্রুত হইতে লাগিল, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অথচ

উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "হ্যাঁ! কি শুনলুম, না, না, আপনি বোধ হয় আর কার নাম বলে ফেলেছেন কিম্বা আমি হয় তো ভুল শুনিছি না হয় স্বপ্ন দেখছি। আপনার পায়ে পড়ি একটীবার, আর একটী-বার পষ্ট করে বলুন।"

"না সন্ন্যাসিনী, আমি ঠিক বলিছি। তার নাম, সতি—সতি সরস্বতী।"

"সত্যি কি তাই সত্যিই কি তুমি! যাকে আমি নিত্য পূজা করি তুমি কি আমার সেই দেবতা! আরাধ্য আমার, আমার ইহ পরকাল। আমিই যে তোমার সেই অভাগিনী সরস্বতী।"

সরস্বতীর স্বর বন্ধ হইয়া গেল। আর কথা কহিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ বসন্তর সম্মুখে পড়িয়া গেল। বসন্ত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল," একি, তুমি সরস্বতী! না, না, তা হতে পারে না। আমি নিদ্রিত না জাগরিত না এ বিকারের ঘোর!" বসন্ত নিজের নাড়ি এবং বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করিয়া বলিতে লাগিল, "না আমিত ঘুমিয়ে নেই, বিকার ও নয়।" সরস্বতীর প্রতি দেখিতে দেখিতে পুনরায় বলিতে লাগিল, "সতি তুমি আমার এতো কাছে তবু তোমায় চিন্তে পারিনি। ক্ষমা কর ওঠো" বলিয়া বসন্ত সরস্বতীকে তুলিতে যাইয়া নিরস্থ হইল এবং কহিল, "না তুমি আপনি ওঠো, তোমার পবিত্র দেহ স্পর্শ কত্তে আমার ভয় হচ্ছে। ও হো হো! তোমায় কত কষ্ট দিইছি। আমার জন্যে সন্ন্যাসিনী হয়েছ, আমার জন্যে তুমি ব্রহ্মচারিনী ব্রত নিয়েছ। আমি অতি অভাগা। জানিনি তখন কি মোহে আচ্ছন্ন ছিলুম। সন্ন্যাসিনী আমার, জীবনদাত্রী আমার।"

সরস্বতী উঠিল না। বসন্ত তাহাকে তুলিতে যাইয়া দেখিল সে অচৈতন্য। তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে ও চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল কিন্তু সরস্বতীর চৈতন্য হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বসন্তর মনে অতিশয় ভয় হইল, সে সরস্বতীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃদয়-স্পন্দন পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "একি সব ফুরিয়ে গেছে যে! হে বিশ্বনাথ, একি কল্লেন। এই প্রায়শ্চিত্তর জন্যে কি আমায় বাঁচালেন। সতি আমার একটী কথা কও। সুধু বলো তোমার অপরাধ ক্ষমা কল্লুম। তুমি যে কত কষ্ট পেয়েছ। বসন্ত, সরস্বতীর প্রতি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, "বেশ হয়েছে, আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।" সরস্বতীর মস্তক কোলের উপর লইয়া বসিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "সতি আমার, একটী কথা শোনবার জন্যে তুমি যে কত চেষ্টা কত্তে, এখন এতো কথা কইছি তবু উঠছনা। আর অভিমান কোরো না। একটী কথা কও সন্ন্যাসিনী।" বসন্ত সরস্বতীর গণ্ডে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল এবং তাহার অশ্রু বহিয়া সরস্বতীর গণ্ড পর্য্যন্ত সিক্ত হইতে লাগিল।

মনিকর্ণিকার শ্মশান ঘাটে আজ ভয়ানক ভীড়। কাশীধামে বসন্ত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসিনী মাতার কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছে। সন্ন্যাসিনীকে দেখিবার এবং প্রণাম করিবার জন্য ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ীতে কত লোকের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতেছে। কেহ বলিতেছে, "বিশ্বনাথ কি জয়, কেহ বলিতেছে "হর হর বম্ বম্", কত যে সংকীর্ত্তনের দল যোগদান করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

## ৯৫

রাত্রি প্রায় দুই ঘটীকা। সমস্ত কাশী সহর নিস্তব্ধ। বসন্ত গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল এবং সরস্বতী যে চিতায় ভস্মীভূতা হইয়াছিল সেই স্থানে শয়ন করিয়া তপ্ত অশ্রুতে চিতা ধৌত করিতে লাগিল, সরস্বতীর চিতাভস্ম লইয়া সমস্ত অঙ্গে মাখিল এবং আরো কিছু ভস্ম গৈরিক উত্তরীয়তে বাঁধিয়া হৃদয়ে ধারণ করিল, পরে সেই চিতা ভূমি চুম্বন করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। তখন পূর্ব্বাকাশে অল্প অল্প সূর্য্যরশ্মি দেখা যাইতেছিল।



সমাপ্ত